মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী পঞ্চমরত্ন।

যোগমণিপ্রভা

রামানন্দযতি বিরচিত।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

ক্ষুদ্রতরোপনিষৎ সমূহে সকল প্রকার যোগেরই বীজ নিহিত
দেখিতে পাওয়া যায়। আর প্রপত্তি—ঈশ্বরের (অথবা তাঁহার
কথা) একান্ত শরণাপন্ন হওয়া যে ঈশ্বরের ও মায়ার আনুকূল্যলাভে
ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তর
...রা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে।

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্য ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অবলম্বন করিয়া যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র—মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই তিন মূর্ত্তিতেই, তাঁহাকে ভি অধিকারীর জন্য, সেই বেদোক্ত যোগসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিভাগ, উপদেশ করিতে হইয়াছে এবং সর্ব্বাবস্থায় মায়া বা ভবানী, মহালক্ষ্মী, মহা ও মহাকালী এই ত্রিমূর্ত্তি ধরিয়া যোগক্ষেমবহন, শুভবুদ্ধিসংযোজন ও স্ত্যানাদিবিঘ্নাপসারণ পূর্ব্বক, যোগোপদেষ্টার তথা জীবের অনুকূল্য থাকেন। এই কথাই সংক্ষেপে শাস্ত্রান্তরে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—

মহাযোগেশ্বরঃ শম্ভুর্মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
মহাযোগেশ্বরো ব্রহ্মা ভবানী সিদ্ধযোগিনী॥

রুদ্র যে চারিপ্রকার যোগের উপদেশ করেন, তাহা এই (১) ম (২) হঠযোগ, (৩) লয়যোগ (৪) রাজযোগ।

(১) মন্ত্রযোগ—'ওঁ নমো নারায়ণায়', 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়', ' শিবায়'; (ব্রাহ্মণের পক্ষে), গায়ত্রী, (সন্ন্যাসীর পক্ষে) কেবল প্রণব, ই মহামন্ত্রের পুরশ্চরণ, ধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হইলে, চিত্তকে আপনাতে একাগ্র করিয়া শান্ত করিয়া দেয় এবং তদ্দারা মোক্ষ হয়; (সেই মোক্ষ অবশ্য জ্ঞানসাপেক্ষ)। ইহাই মন্ত্রযোগের—তা নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিন্যুপনিষদে মন্ত্রযোগের উপদেশ প্রজাপতিমুখনিঃসৃত শম্ভুই আদি উপদেষ্টা। কেননা আগমে বা শিবপ্রোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র সমূহে মন্ত্র বিস্তৃত বিবরণ সমূহ পাওয়া যায়।

(২) হঠযোগে (বোধসার ১১৮ পৃঃ হইতে—১২৭পৃঃ দ্রষ্টব্য—শি সমাযোগ দ্বারা মুক্তিসাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমাত্মা শিবরূপে জীবের ব্র অবস্থান করেন; এই স্থানেই তিনি আপনার শিবরূপ ভুলিয়া গিয়া জীবভা প্রাপ্ত হন—আপনাকে জীব বলিয়া মনে করেন। এই হেতু ব্রহ্মরন্ধ্রের নামান্ত গুহা (ভ্রমং রাতি দদাতি ইতি ভ্রমরঃ)। মায়া বা শক্তি, (ভুজগীরূপে পরি কুণ্ডলিনী নামে) মূলাধারে অবস্থান করেন। প্রাণায়ামাদি দ্বারা অপান

...ঃ ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত করিয়া প্রাণবায়ুকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে ... এইরূপ
...রিত করিতে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি ব্যথিত হইয়া (সংসারী...
... ...বহুলা সুষুম্ণা নাড়ীর সাহায্যে স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধি
... ...চক্রসমূহ ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে অবস্থিত শিবের সহি...
... অর্থাৎ হঠযোগ দ্বারা শ্বাসউচ্ছ্বাসরূপ—প্রাণবৃত্তি বিলীন হ... ...শক্তির
... মনোবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ মনোনাশমা... ...ৎকর্ষ-
... ...ক্তি বলেন। ...যোগের

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মার্কণ্ডেয় হঠযোগের সাধন দ্বারা যমরাজকে বঞ্চন...
...জীবী হইয়া রহিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়সাধিত হঠযোগ অষ্টাঙ্গযোগে...
..., কিন্তু মৎস্যেন্দ্রপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ে যম ও নিয়ম নামক দুই অঙ্গের
... নাই। শ্রীশিবই এই সম্প্রদায়ের আদি "নাথ"। পরে এই নাথ-
...র, গোরক্ষনাথ, চর্পটি, জলন্ধর, কনেড়ি, চতুরাঙ্গ, বিচারনাথ, প্রভৃতি
... প্রসিদ্ধিলাভ করেন। হঠযোগের আদিম উপদেশ, যোগতত্ত্বোপনিষৎ
...োপনিষৎ, ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে দেখিতে পা...
পরে হঠযোগসাহিত্যে 'গোরক্ষশতক,' 'গোরক্ষসংহিতা,' 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি,'
...সংগ্রহ,' 'গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ,' 'অমনস্ক,' 'যোগবীজ,' 'হঠযো...
...,' 'হঠতত্ত্বকৌমুদী,' 'ঘেরণ্ডসংহিতা' 'নিরঞ্জনপুরাণ' ইত্যাদি গ্র...
...ত হইয়া উক্ত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে।

...) লয়যোগ—সাক্ষাদ্ভাবে বাহ্যপ্রপঞ্চলয়ের (তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে মনো-
... ...র অসংখ্যপ্রকার উপায়, শ্রীশঙ্কর শ্রীপার্ব্বতীকে উপদেশ করিয়াছিলেন,
... নাদানুসন্ধান বা দক্ষিণ কর্ণে স্থিত অনাহত নাদের শ্রবণই শ্রেষ্ঠ লয়োপায়;
...ন, তদ্দ্বারা সাধক দেহের সহিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হইতে পারেন।
... অপর যে সকল উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের লক্ষ্য এই যে, বুদ্ধির
...লে সংসারের যাবতীয় ইষ্ট ও অনিষ্টকে, ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে চিত্তের
...নাসক্তিশূন্য ভাব জন্মে, তদ্দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের গ্রহণ নিরুদ্ধ হইয়া যায়,
... জগৎ, দ্বেষ্য, প্রিয় ও উদাসীন বা তটস্থ বস্তুর সমষ্টিমাত্র এবং উদাসীন
...কোন কালেই বন্ধনের কারণ হয় না। 'নাদবিন্দু,' 'ধ্যানবিন্দু,' 'তেজোবিন্দু'
...তি উপনিষদেই লয়যোগের পরিস্ফুট উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে
...ন্ত্রে সেই সকল উপদেশ পল্লবিত হইয়াছে।

(৪) শিবশক্তিপরাক্রমানুভব—মায়ার অঘটনঘটনপটুতা অনুভব করিয়া

তখন সত্যই অনুভব হইতে থাকে ঃ—

"নর্ত্তকী স্বাঙ্গভঙ্গেন ধনং প্রাপ্নোতি বা ন বা।

কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্বং বশীকুরুতে পতিম্॥" (বোধসার পৃঃ ৫১৬), বা

"নৌকার পালে হাওয়া লাগিলে, আর দাঁড় বাহিতে হয় না"

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত ধ্রুবের সকামভক্তি ও বাসিষ্ঠ রামায়ণে বর্ণিত প্রহ্লাদের নিষ্কাম ভক্তিমূলক অভ্যাসপরিপাটীর বিচার করিলে একথা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই কারণে, কলিতে অন্নগতপ্রাণ জীবের পক্ষে ভক্তিযোগাভ্যাস ও ভক্তির সাহায্যে যোগাভ্যাসই প্রশস্ত বলিয়া বলিয়া মনে হয়। কলিতে যোগানুষ্ঠানের ভক্তিমূলক উপায়ের প্রতি যাহাতে কলির সাধকের চিত্তে অনুরাগ জন্মে, তজ্জন্য কয়েকটী অনুভব বাক্য এই ভূমিকার শেষে শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। (ফলের) ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ 'কর্ম্মযোগ' ভক্তিযোগেরই অন্তর্গত। বর্ণাশ্রমবিহিত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই প্রাচীনগণ কর্ম্মযোগ বলিয়া বুঝিতেন। ইদানীন্তনগণ, পাশ্চাত্যকর্ম্মিগণের প্রভাবে, নিষ্কামভাবে নরসেবায় নারায়ণেরই সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই বলিয়া প্রাচীন কর্ম্মযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন।

নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি সুবহুগ্রন্থ ভক্তিযোগসাহিত্যে সুপরিচিত।

এক্ষণে হিরণ্যগর্ভপ্রোক্ত বা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, যোগের বিষয় কিছু আলোচনা করিবার অবসর। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা যে যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই গুরুপরম্পরাক্রমে পতঞ্জলি ঋষিকে প্রাপ্ত হইয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, একথা পতঞ্জলি "অথ যোগানুশাসনম্" এই সূত্রে 'অথ' শব্দ দ্বারা এবং 'অনু'—উপসর্গের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। এই যোগের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট করিবার জন্য, বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার লক্ষণ করিলেন—"ক্লেশকর্ম্মাদিপরিপন্থিত্বে সতি চিত্তবৃত্তিনিরোধত্বম্ যোগত্বম্"। ইহার তাৎপর্য্য এই—চিত্তবৃত্তিনিরোধমাত্রই যোগ নহে। যে চিত্তবৃত্তিনিরোধে ক্লেশকর্ম্মাদির অবসান হয়, তাহাই যোগ। কেননা, চিত্তের ক্ষিপ্তমূঢ়াদি অবস্থাতেও বৃত্তিনিরোধ সম্ভব, যেমন হিরণ্যকশিপুর ক্রোধবশতঃ চিত্তনিরোধ হইয়াছিল। 'যোগ' বলিতে সেইরূপ চিত্তনিরোধকে বুঝাইবে না, কেননা সে স্থলে বৃত্তিনিরোধসত্ত্বেও ক্লেশকর্ম্মাদির অবসান হয় নাই। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ লক্ষণে দোষ ধরিয়া কহিলেন—"বিবেকখ্যাতি"রূপ বৃত্তি দ্বারা ক্লেশকর্ম্মাদির

অবসান হয় এবং তাহার নিরোধ কোনও যোগীর অভীষ্ট নহে বরং তাহার উৎপাদনই যোগীর লক্ষ্য, অবশ্য তাহা গৌণ। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল। এইহেতু তাঁহারা যোগের অন্য লক্ষণ করিলেন—"ক্লেশকর্ম্ম-বিঘটকত্বে সতি প্রমাণবিপর্য্যায়াদিবৃত্তিনিরোধত্বং যোগত্বম্"। তাহার তাৎপর্য্য এই—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই বৃত্তিগুলির নিরোধদ্বারা ক্লেশ-কর্ম্মের অবসান হয় বলিয়া, কেবল সেই বৃত্তিগুলির নিরোধকেই 'যোগ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'বিবেকখ্যাতি'রূপ বৃত্তি, যাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমরূপ প্রমাণের ফলস্বরূপ, তাহার নিরোধ যোগীর অভীষ্ট নহে।

পতঞ্জলিবিরচিত সূত্র সমূহের অর্থ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই ভাষ্যে এই সূত্রগুলি "সাংখ্য প্রবচন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই—ন্যায়দর্শন যেমন বৈশেষিকদর্শন-কার কণাদনিরূপিত পদার্থব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, ব্যাসের ব্রহ্মমীমাংসা যেমন কর্ম্মমীমাংসায় জৈমিনিব্যুৎপাদিত শাব্দন্যায়তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রলয়প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই "যোগানুশাসন" বিরচিত হইয়াছে। এই কারণে ভগবান্ ব্যাস 'ব্রহ্মসূত্রে' সাংখ্য-স্মৃতির নিরাস করিয়া "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (সূত্র ২।১।৩)-'এইরূপে সাংখ্য-স্মৃতির খণ্ডন দ্বারাই যোগস্মৃতিও খণ্ডিত হইল, অর্থাৎ যোগস্মৃতির পৃথক্ নিরসনের প্রয়োজন নাই—ইহাই সূচনা করিলেন, কিন্তু ইহার দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে যোগদর্শন একেবারেই নিরর্থক। যোগদর্শনে যে জগৎকে অচেতনো পাদানক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, পুরুষের যে বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং এইরূপ অন্যান্য বেদবিরুদ্ধ কথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ব্যাসদেব উক্ত সূত্রে কেবল মাত্র সেই সকল কথারই অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; তিনি যোগদর্শনোপদিষ্ট যমনিয়মাদি সমাধিপর্য্যন্ত যোগাঙ্গসমূহের উপযোগিতা অস্বীকার করেন নাই। আর আচার্য্যপাদ শঙ্কর স্বকীয় "অপরোক্ষানুভূতি" গ্রন্থে যে পাতঞ্জলদর্শনোক্ত যোগাঙ্গ সমূহের প্রকারান্তরে নিষ্প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা কেবল রাজযোগে উত্তম-দৃষ্টি অধিকারীর জন্য। এইরূপ অধিকারী অতি বিরল। মধ্যম দৃষ্টি ও হীনদৃষ্টি অধিকারীর পক্ষে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগাঙ্গসমূহের অভ্যাস যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে বিদ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণই প্রমাণ; কেন না তাঁহারা "জীবন্মুক্তিবিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থে (মধ্যমদৃষ্টি ও হীনদৃষ্টি সাধকের পক্ষে) সেই যোগাঙ্গসমূহকে, মনোনাশসাধনের পরিপাটীরূপে গৌণ স্থান দেন নাই, মুখ্যস্থানই প্রদান করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে দর্শনান্তর বা যোগান্তর হইতে পাতঞ্জলদর্শনের বা পাতঞ্জল যোগের বিশেষত্ব এই যে, যে সকল সিদ্ধি অত্রোক্ত সংযমের (ধারণা-ধ্যান-সমাধির) ফলরূপে ইহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহারা যোগীর বর্ত্তমান শরীরেই অনুভূত হইতে পারে; পক্ষান্তরে অন্য দর্শনের বা অন্য যোগের প্রতিশ্রুত ফল দেহান্তেই হয়। কথাটি কিন্তু ঠিক নহে। কেননা মীমাংসাদর্শনে প্রতিশ্রুত কারীরী যাগাদির ফল বর্ষণাদির জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং মন্ত্রযোগের ফলবিশেষের জন্যও দেহান্তের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। তবে আজকাল কলিযুগে কি পাতঞ্জলযোগে, কি কর্ম্মকাণ্ডে প্রতিশ্রুত ফললাভ বড়ই বিরল। মন্ত্রযোগে প্রতিশ্রুত ফল অবশ্য তাদৃশ বিরল নহে। বর্ত্তমান কালে যে সকল অলৌকিক সিদ্ধি যোগবিভূতি বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহারা অধিকাংশস্থলেই ঐন্দ্রজালিক কৌশল মাত্র, আদৌ যোগবিভূতি নহে। বলা বাহুল্য ঐন্দ্রজালিক কৌশললাভের জন্য অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যমের এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ নিয়মের বা অন্য যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ অলৌকিক শক্তিলাভের বা সিদ্ধিলাভের সুবিধাসৌকর্য্য দেখাইয়া, দর্শনবিশেষের বা যোগবিশেষের উৎকর্ষপ্রতিপাদন করা, কেবল কুতূহলিগণের অলৌকিকশক্তিদর্শনস্পৃহারূপ চিত্তদুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সম্প্রদায়পুষ্টির বা উদ্দেশ্যান্তরসিদ্ধির চেষ্টামাত্র। তাহা শান্তিলাভের বা মুক্তিলাভের পথপ্রদর্শন নহে। বিচারই হউক বা প্রাণায়ামাদিই হউক, যাহার সাহায্যে অচিরে ও স্বল্পায়াসে কামক্রোধলোভাদির বেগকে প্রশমিত করা যাইতে পারে এবং চিত্তকে বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়া তত্ত্বোন্মুখ করা যাইতে পারে, তাহাই দর্শনবিশেষের বা যোগবিশেষের উৎকর্ষের পরিমাপক। পতঞ্জলি নিজেই (৩।৩৭ সূত্রে) সিদ্ধিসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সাধকগণকে তল্লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। তথাপিও যে তিনি অতিলোভনীয় বিভূতি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সেই বিভূতিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ বহ্বায়াসসাধ্য সংযমের অভ্যাসে চরম ফল অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভে বিলম্ব দেখিলে, যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, তজ্জন্য উপায়শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রভূত আবশ্যকতা আছে। সেই হেতু কোনও প্রকার বিভূতিলাভ হইলে, অবলম্বিত পথে ও আপনাতে বিশ্বাস অবিচলিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ বিভূতিগুলির সহিত কিছু পরিচয় না থাকিলে, তাহারা যখন সংযমাভ্যাসক্রমে আপনাহইতেই উপস্থিত হইতে থাকে, তখন যোগী

সেই সকল বিভূতিলাভে মুগ্ধ হইয়া, যাহাতে আপনাকে কৃতকৃত্য মনে না করেন, তজ্জন্য, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

যাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনকারগণের স্ব স্ব মতপ্রতিপাদন প্রণালীগুলি পরস্পর তুলনা করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রায়ই দেখিতে পান, যে প্রতীচ্য দর্শনকারগণ অতি সহজবোধ্য অবিসম্বাদী তথ্যগুলি অগ্রে প্রতিপাদন করিয়া শিষ্য অথবা শিশিক্ষুগণকে উত্তরোত্তর কঠিন তথ্যসকলের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, পরিশেষে আপন আপন সিদ্ধান্তে উপনীত করাইয়া দেন; কিন্তু প্রাচ্য দর্শনকারগণ প্রায়ই আপন আপন সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করিয়া পরে তত্তদ্বিষয়ে শিষ্যশিশিক্ষুগণের সন্দেহ দূর করিয়া, সেইগুলি বোধগম্য করিবার জন্য, অথবা তাহাদের অভ্যাসের সৌকর্য্যার্থে, উত্তরোত্তর সহজবোধ্য যুক্তি অথবা সুকর উপায় প্রতিপাদন করিয়া, পরিশেষে ফলশ্রুতি বর্ণনা করেন, অর্থাৎ প্রতীচ্যগণ যে যে স্থলে সঙ্কলন প্রণালীর বা synthetic methodএর পক্ষপাতী, প্রাচ্যগণ সেই সেই স্থলে প্রায় বিভজন প্রণালীর বা analytic methodএর পক্ষপাতী প্রতীচ্যগণের জন্মান্তরবাদে আস্থা না থাকাতে, তাঁহারা সকল শিষ্যশিশক্ষুকেই প্রথম ভূমিক অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার-বিবর্জ্জিত অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করেন কিন্তু প্রাচ্যগণের জন্মান্তরবাদে সমধিক আস্থা থাকাতে অর্থাৎ "পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধিসংযোগে" বিশ্বাস থাকাতে, তাঁহারা অধিকারিবিচার করিয়া উত্তমাধিকারীর বৃথায়ুঃক্ষয় অথবা শ্রমাপচয়পরিহারের জন্য একেবারেই উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বা চরম লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রেই প্রতিপাদন করেন; মধ্যমাধম অধিকারীর জন্য অনুকল্পের বা উপক্রমোপকারক উপায়ের ব্যবস্থা করেন এবং পরিশেষে রোচক ফলশ্রুতি বা লক্ষ্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করেন।

এই শেষোক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়াই ভগবান্ পতঞ্জলি উত্তমাধিকারী শিষ্য-শিশিক্ষুসমীপে প্রথম পাদে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। এ স্থলে, যাঁহার চিত্ত ক্ষীণকষায় হইয়া একাগ্র হইয়াছে এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য, ক্রিয়াযোগাদিনিরপেক্ষ হইয়া সমাধিসাধনের উপযুক্ত হইয়াছে, তিনিই পতঞ্জলির অভিপ্রেত উত্তমাধিকারী। বিক্ষিপ্তচিত্ত মধ্যমাধিকারীর জন্য, দ্বিতীয় পাদে তিনি যমাদি অষ্টাঙ্গযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ক্ষিপ্তচিত্ত মন্দাধিকারীর জন্য তপঃ-স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তৃতীয় পাদে তিনি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন 'সংযম' নামক ধারণাদিত্রয় নিরূপণ করিয়া, সেই সংযম-

জনিত যোগসিদ্ধিসূচ[illegible] [illegible] করিয়াছেন। চতুর্থপাদে কৈবল্য লাভের অধিকা[illegible] [illegible] করিবার জন্য পাঁচ প্রকার সিদ্ধির বর্ণনা করিয়া এ[illegible] [illegible]নের অতিরিক্ত বস্তু, তাহা প্রতিপাদন করিয়া, কৈবল্যে[illegible] [illegible]ছেন।

[illegible] [illegible] বিভক্ত পাতঞ্জল সূত্র সমূহের তাৎপর্য্যাবধারণের জন্য যে [illegible] বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "সাংখ্য প্রবচন" নামক ব্যাস-[illegible] প্রাচীন। এই ব্যাস মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন [illegible] তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। এই ভাষ্যের অনেক শব্দ, [illegible] অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং সেই সকল শব্দ সংস্কৃত [illegible]ত্যে সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ [illegible]বাদ প্রভৃতির খণ্ডন, এই ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে [illegible]মান করেন, যে এই ব্যাস বুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বাদ সমূহের খণ্ডন এবং একভবিকবাদ, স্ফোটবাদ প্রভৃতির সমর্থন থাকাতে, এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করা দুর্ঘট হইয়াছে।

ইহা দেখিয়া সর্ব্বদর্শনটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই ব্যাস ভাষ্যের "তত্ত্ববৈশারদী" নামে এক টীকা রচনা করেন। এই টীকা ব্যাসভাষ্যকে সবিশেষ বোধগম্য করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার রচনায় বাচস্পতির অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি কোনও আধুনিক যোগাচার্য্যের মতে তিনি তত্ত্বানুভবশূন্য অযোগীছিলেন, অধিকন্তু গৃহস্থ (কৃতদার) ছিলেন বলিয়া যোগতত্ত্বানুভবের অযোগ্য ছিলেন। সত্য বটে, তিনি ছয় দর্শনের টীকা রচনা করেন এবং এক দর্শনের ব্যাখ্যানাবসরে অপরাপর দর্শনের মতখণ্ডন বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। এইহেতু তিনি কোন্ দর্শনে সমধিক আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তথাপি যিনি শাস্ত্র সাগরে সমাধিমগ্ন থাকিয়া স্বকীয় পত্নী ভামতীর সন্তানলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আপনাকে বার্দ্ধক্যে উপনীত দেখিয়া, সেই চিরসেবিকা পত্নীকে, মানসকন্যা ভামতীটীকার নামকরণে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে ঊর্দ্ধে-স্রোতস্কলভ্য সকল প্রকার মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পাতঞ্জল যোগ তত্ত্ব সমূহেরও অনুভবের অযোগ্য হইয়া ছিলেন, একথা বেদান্তানুরাগী এবং ভামতী টীকায় প্রকটিত বাচস্পতিপ্রতিভার সহিত পরিচিত, কাহারও হৃদয় সহসা গ্রহণ করিতে

পারিবে না। * অবশ্য শাঙ্করবেদান্তে আস্থাশূন্য কাহারও পক্ষে 'ভামতী' টীকায় প্রকটিত অনুভবের অনুধাবনই সম্ভবপর নহে। সত্যবটে, প্রতিপক্ষমতপরিচিন্তনে বহির্মুখতার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্দ্বারা চিত্ত অল্পবিস্তর বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষগণের আক্রমণ দ্বারা স্বমতের দুর্ভেদ্যতাবধারণে বাচস্পতি যে পরিমাণ সূক্ষ্মচিন্তাপ্রসূত একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুধাবন করিতে পাঠকগণেরও সম্প্রজ্ঞাতসমাধিকল্প বা তৎস্বরূপ একাগ্রতা আসিয়া যায়, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রণিধান যদি সপ্তাঙ্গযোগের সমকক্ষ হয়, তাহা হইলে সত্যনির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রপ্রণিধান বা তত্ত্বপ্রণিধান, ঈশ্বরকৃপাবিবর্জ্জিত হইয়া যোগফলে বঞ্চিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতানুভবরূপ যে "অস্পর্শযোগ" † প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহার সহিত তুলনায় বহ্বায়াসসাধ্য পাতঞ্জলযোগ বৃথা পরিশ্রম বলিয়া অনুভূত হয়, বাচস্পতি যে সেই যোগের সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উক্ত 'ভামতী'গ্রন্থ হইতে সহজেই প্রতীত হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের (যিনি নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন) "তত্ত্ববৈশারদী"-রচনার অনেক পরে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসভাষ্যের "যোগবার্ত্তিক" নামে অপর এক টীকা রচনা করেন। তাহাতে 'তত্ত্ববৈশারদী'র প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা 'তত্ত্ব-বৈশারদী'র ন্যায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও বহ্বর্থমূলক অর্থাৎ সর্ব্বগুণান্বিত

---

* বলিতে কি, সম্প্রদায়বিশেষে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে মণ্ডনমিশ্র (সন্ন্যাসী হইয়া যিনি সুরেশ্বরাচার্য্য নাম পাইয়াছিলেন) মুক্ত হইয়াও লোকহিতার্থে বাচস্পতিমিশ্র হইয়া পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পত্নী উভয়ভারতী জন্মান্তরীণ পতিদর্শনলালসাবশে 'ভামতী' হইয়া আসিয়াছিলেন।

† এই "অস্পর্শযোগ" একটি স্বতন্ত্র যোগ বা যোগপ্রণালী নহে। ইহা শৈবযোগের অন্তর্গত রাজযোগেরই চরম ফল বা অবস্থা। ইহার সহিত কষ্টসাধ্য সম্প্রজ্ঞাত নামক পাতঞ্জল যোগের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইলেই, ইহার 'রাজ'রূপতার বা অনায়াসসাধ্যতার অপলাপ করা হয়। এই "অস্পর্শ" যোগের অর্থ আচার্য্যপাদ মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যে এইরূপে বুঝাইয়াছেন:— "অস্পর্শযোগো নামায়ং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শবর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধমুপনিষৎসু"। (৩।৩৯)। ইহার ব্যাখ্যায় আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন—"তত্র বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মেণ পাপ-দিমলেন চ স্পর্শো ন ভবতি অস্মাৎ ইতি অদ্বৈতানুভবোঽস্পর্শঃ।" আবার (৪।২) কারিকার টীকায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"স্পর্শনং স্পর্শঃ ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎ কদাচিদপি সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব।"

জনিত যোগসিদ্ধিসূচক বিভূতিসকল প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্থপাদে কৈবল্য লাভের অধিকারী চিত্তের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পাঁচ প্রকার সিদ্ধির বর্ণনা করিয়া এবং আত্মা যে ক্ষণিকবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বস্তু, তাহা প্রতিপাদন করিয়া, কৈবল্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত পাতঞ্জল সূত্র সমূহের তাৎপর্য্যাবধারণের জন্য যে সকল ভাষ্য, টীকাটিপ্পনী বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "সাংখ্য প্রবচন" নামক ব্যাস-ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ব্যাস মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কি না, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। এই ভাষ্যের অনেক শব্দ, অধুনা অপ্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং সেই সকল শব্দ সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ পরমাণুবাদ প্রভৃতির খণ্ডন, এই ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, যে এই ব্যাস বুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বাদ সমূহের খণ্ডন এবং একভবিকবাদ, স্ফোটবাদ প্রভৃতির সমর্থন থাকাতে, এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করা দুর্ঘট হইয়াছে।

ইহা দেখিয়া সর্ব্বদর্শনটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই ব্যাস ভাষ্যের "তত্ত্ববৈশারদী" নামে এক টীকা রচনা করেন। এই টীকা ব্যাসভাষ্যকে সবিশেষ বোধগম্য করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার রচনায় বাচস্পতির অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি কোনও আধুনিক যোগাচার্য্যের মতে তিনি তত্ত্বানুভবশূন্য অযোগীছিলেন, অধিকন্তু গৃহস্থ (কৃতদার) ছিলেন বলিয়া যোগতত্ত্বানুভবের অযোগ্য ছিলেন। সত্য বটে; তিনি ছয় দর্শনের টীকা রচনা করেন এবং এক দর্শনের ব্যাখ্যানাবসরে অপরাপর দর্শনের মতখণ্ডন বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। এইহেতু তিনি কোন্ দর্শনে সমধিক আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তথাপি যিনি শাস্ত্র সাগরে সমাধিমগ্ন থাকিয়া স্বকীয় পত্নী ভামতীর সন্তানলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আপনাকে বার্দ্ধক্যে উপনীত দেখিয়া, সেই চিরসেবিকা পত্নীকে, মানসকন্যা ভামতীটীকার নামকরণে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে ঊর্দ্ধ্বস্রোতস্কলভ্য সকল প্রকার মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পাতঞ্জল যোগ তত্ত্ব সমূহেরও অনুভবের অযোগ্য হইয়া ছিলেন, একথা বেদান্তানুরাগী এবং ভামতী টীকায় প্রকটিত বাচস্পতিপ্রতিভার সহিত পরিচিত, কাহারও হৃদয় সহসা গ্রহণ করিতে

পারিবে না। * অবশ্য শাঙ্করবেদান্তে আস্থাশূন্য কাহারও পক্ষে 'ভামতী' টীকায় প্রকটিত অনুভবের অনুধাবনই সম্ভবপর নহে। সত্যবটে, প্রতিপক্ষমতপরিচিন্তনে বহির্মুখতার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্দ্বারা চিত্ত অল্পবিস্তর বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষগণের আক্রমণ দ্বারা স্বমতের দুর্ভেদ্যতাবধারণে বাচস্পতি যে পরিমাণ সূক্ষ্মচিন্তাপ্রসূত একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুধাবন করিতে পাঠকগণেরও সম্প্রজ্ঞাতসমাধিকল্প বা তৎস্বরূপ একাগ্রতা আসিয়া যায়, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রণিধান যদি সপ্তাঙ্গযোগের সমকক্ষ হয়, তাহা হইলে সত্যনির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রপ্রণিধান বা তত্ত্বপ্রণিধান, ঈশ্বরকৃপাবিবর্জ্জিত হইয়া যোগফলে বঞ্চিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতানুভবরূপ যে "অস্পর্শযোগ" † প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহার সহিত তুলনায় বহ্বায়াসসাধ্য পাতঞ্জলযোগ বৃথা পরিশ্রম বলিয়া অনুভূত হয়, বাচস্পতি যে সেই যোগের সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উক্ত 'ভামতী'গ্রন্থ হইতে সহজেই প্রতীত হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের (যিনি নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন) "তত্ত্ববৈশারদী"-রচনার অনেক পরে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসভাষ্যের "যোগবার্ত্তিক" নামে অপর এক টীকা রচনা করেন। তাহাতে 'তত্ত্ববৈশারদী'র প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা 'তত্ত্ব-বৈশারদী'র ন্যায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও বহ্বর্থমূলক অর্থাৎ সর্ব্বগুণান্বিত

* বলিতে কি, সম্প্রদায়বিশেষে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে মণ্ডনমিশ্র (সন্ন্যাসী হইয়া যিনি সুরেশ্বরাচার্য্য নাম পাইয়াছিলেন) মুক্ত হইয়াও লোকহিতার্থে বাচস্পতিমিশ্র হইয়া পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পত্নী উভয়ভারতী জন্মান্তরীণ পতিদর্শনলালসাবশে 'ভামতী' হইয়া আসিয়াছিলেন।

† এই "অস্পর্শযোগ" একটি স্বতন্ত্র যোগ বা যোগপ্রণালী নহে। ইহা শৈবযোগের অন্তর্গত রাজযোগেরই চরম ফল বা অবস্থা। ইহার সহিত কষ্টসাধ্য সম্প্রজ্ঞাত নামক পাতঞ্জল যোগের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইলেই, ইহার 'রাজ'রূপতার বা অনায়াসসাধ্যতার অপলাপ করা হয়। এই "অস্পর্শ" যোগের অর্থ আচার্য্যপাদ মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্যে এইরূপে বুঝাইয়াছেন:— "অস্পর্শযোগো নামায়াং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শবর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধমুপনিষৎসু"। (৩।৩৯)। ইহার ব্যাখ্যায় আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন—"তত্র বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মেণ পাপ-দিমলেন চ স্পর্শো ন ভবতি অস্মাৎ ইতি অদ্বৈতানুভবোঽস্পর্শঃ।" আবার (৪।২) কারিকার টীকায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"স্পর্শনং স্পর্শঃ ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎ কদাচিদপি সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব।"

টীকা নহে এবং তাহাতে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থলে স্থলে অবশ্য তিনি বাচস্পতির অনেক কথার প্রতিবাদ করিয়া নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল ব্যাখ্যার খণ্ডন, আধুনিককালে, উদাসীন স্বামী বালরামের টিপ্পনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার অর্থাৎ মাত্র দুই বৎসর হইল, শ্রীমদ্ধরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় এই ব্যাসভাষ্যের "ভাস্বতী" নামে আর একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকায় ব্যাসভাষ্যের অনেকস্থল, যাহা বাচস্পতির বা বিজ্ঞান ভিক্ষুর টীকার দ্বারা আধুনিক অল্পসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের নিকট সহজে পরিস্ফুট হয় না, তাহা সুগম হইয়াছে। বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত ও বহ্বর্থ বাচস্পতিটীকা দুই এক শতাব্দী মধ্যে প্রাচীনতায় ব্যাস ভাষ্যেরই সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর টীকার তদ্রূপ হইতে কিছু বিলম্ব হইবে। এই হেতু সরল সংস্কৃতে বিরচিত 'ভাস্বতী' টীকাখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

উক্ত তিন টীকাই ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যা করিবার জন্যই বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালবরাজ শ্রীমান্ ধারেশ্বর ভোজদেব, সাক্ষাৎ পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া "রাজ মার্ত্তণ্ড" নামে এক টীকা রচনা করেন এবং এই টীকাকে অবলম্বন করিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনন্তদেব "চন্দ্রিকা" নামে এক টীকা রচনা করেন। তাহাতে পাতঞ্জল সূত্রের অক্ষরার্থমাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য ভাবাগণেশ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া "প্রদীপ" নামে অপর এক টীকা রচনা করেন এবং এই টীকাকে অবলম্বন করিয়াই নাগোজীভট্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "যোগসূত্রবৃত্তি" নামে এক টীকা রচনা করেন। এই টীকায় নাগোজীভট্ট, ভাবাগণেশকৃত "প্রদীপের"ই শব্দ ও অর্থের অনুসরণ করিয়াছেন এবং স্থলে স্থলে প্রদীপের খণ্ডনও করিয়াছেন। যাহা হউক, সেই সকল খণ্ডনের বিশেষ সার্থকতা নাই, এবং যোগব্যাখ্যাতা বলিয়া খ্যাতিলাভের নিমিত্তই টীকাকার উক্ত যোগসূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ব্যাসভাষ্য ব্যতীত অপর যে সকল ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে তত্ত্ব-বৈশারদী, যোগবার্ত্তিক ও ভাস্বতী কেবল ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। অপর টীকাগুলি পাতঞ্জলসূত্রের অর্থব্যাখ্যানে ও তাৎপর্য্য-পরিস্ফুটীকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দানন্দশিষ্য রামানন্দ যতি, ব্যাসভাষ্যের

তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করিয়া এবং ভাষ্যের অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া এবং তৎসঙ্গে যোগসূত্রের অক্ষরার্থেরও ব্যাখ্যা করিয়া, "যোগমণিপ্রভা" নামে যে এক সরল টীকা রচনা করেন, তাহাতে ব্যাসভাষ্যের ও যোগদর্শনের তাৎপর্য্যগ্রহণ স্বল্পায়াসসাধ্য হইয়াছে। অন্যান্য টীকার সহিত তুলনা করিলে এই টীকায় নিম্নলিখিত গুণগুলি, পাঠমাত্রেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ—

(১) সূত্রসমূহের অর্থাবিষ্করণ সহ ব্যাসভাষ্যের তাৎপর্য্যাবধারণ ইহার প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে ব্যাসভাষ্যের অনেক অবান্তর কথা পরিহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে দর্শনপ্রতিপাদ্য বিষয়টি সমগ্রভাবে বুঝিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই।

(২) এই টীকার ভাষা বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষা অপেক্ষা অনেক সরল এবং ব্যাখ্যা সহজবোধ্য।

(৩) ইহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি অতি সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে।

(৪) সূত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে, প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ (বা ন্যায়ানুগত সঙ্গতি) এবং অপেক্ষিত বস্তু, প্রায় সকল স্থলেই পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

(৫) ইহা সর্ব্বত্রই মূলানুসরণ করিয়া চলিয়াছে ; প্রস্তুতবিষয়ের অনুসন্ধান কোথাও পরিত্যক্ত হয় নাই।

(৬) যে স্থলে প্রসঙ্গ বা প্রকরণ অতিক্রম করিয়া কোনও সূত্র সংযোজিত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই ক্রমভঙ্গের কারণও উদ্দেশ্য, সুযুক্তির সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৭) অতি সরল ভাষায় যোগশাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভেদন করা হইয়াছে।

(৮) এই টীকায় সিদ্ধান্ত মাত্রই প্রকটিত হইয়াছে।

(৯) এই টীকায় উপনিষদের ও গীতার অনেক বচন প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

এই সকল কারণে বাচস্পতিমিশ্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাহায্যে ব্যাসভাষ্য বুঝিবার পক্ষে, "যোগমণিপ্রভাই" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপক্রম গ্রন্থ। 'যোগমণিপ্রভা' এরূপ সুগম হইলেও, বর্ত্তমান শতাব্দীতে সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী নামে দাক্ষিণাত্যের এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী 'অনুভবসিদ্ধ যোগপ্রক্রিয়া' প্রদর্শনের ব্যবদেশে "যোগসুধাকর" নামে এক যোগসূত্রবৃত্তি রচনা করেন।

অনন্তদেব, নাগোজীভট্ট ও সদাশিবেন্দ্র যতি বিরচিত এই তিন আশ্রিত বৃত্তির

একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই তিন বৃত্তিতে উপজীব্য বৃত্তির উক্তিগুলিই প্রায়শঃ সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

'যোগমণিপ্রভা'র উক্তরূপ বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই উহা বঙ্গানুবাদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু ও কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যোগসূত্রের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎপরে বিদ্বদ্বর্য্য শ্রীমদ্ধরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় ব্যাসভাষ্যের সহিত যোগদর্শনের অনুবাদ করিয়া, তৎসহ অনেক টীকাটিপ্পনী যোজনা করিয়া এবং যোগসূত্রের বার্ত্তিকসহ লঘু অনুবাদ রচনা করিয়া যোগদর্শনকে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সুগম করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস করিয়াছেন। ব্যাসভাষ্যের এইরূপ আক্ষরিক অনুবাদে উক্ত ভাষ্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে দুর্ঘট বলিয়া অনুবাদের উপর বিস্তর টীকাটিপ্পনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াও সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ব্যাসভাষ্য বুঝিবার পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাসভাষ্যের আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্ত্তে যদি উক্ত ভাষ্যের সকল কথা, দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যার সহিত সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইত, তাহা হইলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক অধিকতর উপকৃত হইতেন। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ইত্যাদির সাহায্যে পাতঞ্জলদর্শনোক্ত অনেক তত্ত্বের পরিস্ফুটীকরণ পাতঞ্জল সাহিত্যে নূতন। ইহার দ্বারা পাশ্চাত্য বিদ্যাভিজ্ঞ পাঠকের, বস্তুর সহিত পরিচয়াভাবজনিত মানসিক আড়ষ্টভাব অনেকটা কাটিয়া যাইবে এবং পাঠকের কৌতূহলও উদ্দীপিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির সহিত এইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টি অনুভবলব্ধ, কোন্‌টি বা অনুমান লব্ধ, তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত না হওয়ায়, আধ্যাত্মিককল্যাণকামী যোগাভ্যাসীর অন্তঃকরণে বিচিকিৎসা বা দ্বৈধীভাব কাটিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-গণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করায় এবং তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক শারীরবিজ্ঞান না থাকায়, বা তদ্বিষয়ে গবেষণা অতি অপরিস্ফুট ভাবে সম্প্রতি আরব্ধ হওয়ায়, পাশ্চাত্যমনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপরীত সংস্কারাপন্ন প্রাচ্য ঋষিগণের বর্ণিত বিষয়ের সহিত সঙ্গতিকরণ বা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াস স্বভাবতঃই বিচিকিৎসিত হইতে পারে। তথাপি এইরূপ প্রয়াস ইদানীন্তনকালে অতীব প্রয়োজনীয়। সেইহেতু অনুমানলব্ধ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হইতে অনুভবলব্ধ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে এবং তাহা অধিকতর সুনির্দ্দিষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে উপন্যস্ত হইলে, এইপথে ভবিষ্যদ্‌গবেষণার দিগ্দর্শনস্বরূপ

হইত। কেননা অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্ত, তর্কশাস্ত্রবিহিত পরীক্ষাদ্বারা পরীক্ষিত হইলে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে বাধা পায় না, কিন্তু অনুভবলব্ধ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত সংস্কারাদি দ্বারা রঞ্জিত হইয়া, বাদানুবাদের বিষয় হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে বিশুদ্ধিখ্যাপনের নিমিত্ত তাহাকে তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় উপনীত হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় (২।৪৭ সূত্রের) "অনন্তসমাপত্তি" পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্কারাপন্ন ব্যাখ্যাতার নিকট আকাশাদির আনন্ত্যের ধ্যানভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাঁহারা প্রাচ্য-সংস্কারাপন্ন অনেক টীকাকারের, "বিশ্ববাহক অনন্তনাগরূপে" আত্মধ্যানের কথা শুনিয়া পরিহাস করিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যারণ্য স্বামী শেষোক্ত মতেরই সমর্থক। তিনি বলেন, ইহা এক প্রকার অদৃষ্টকলক (অহং-গ্রহ) উপাসনা। উপাসনার বস্তু মিথ্যা হইলেও, তাহার ফল সত্য হইতে পারে, এই তথ্যটি স্মরণপথে রাখিলে বিশ্ববিধারক অনন্তনাগকে আর পরিহাসের বস্তু করা চলে না।

যাহা হউক এই সকল বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ধরিহরানন্দ আরণ্যস্বামিমহাশয় এবিষয়ে পথপ্রদর্শক হওয়াতে, আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি "কল্যাণ" পত্রের 'যোগাঙ্কে' যোগবিষয়ক অনেক অসম্বদ্ধ আলোচনা হইয়াছে, দেখা যায়। এই যোগাঙ্কের অনুষ্ঠাতৃগণ যদি এই সকল বিবাদাস্পদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ করিতেন এবং যোগ-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির সারসংগ্রহ করাইয়া লোকসমাজে প্রাচীন যোগদর্শন-সাহিত্যের পরিচয়প্রদান করিতেন, তাহা হইলে "কল্যাণ" পত্র 'কল্যাণতম রূপ' ধারণ করিত, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠকগণের নিকট নিবেদন—যোগমণিপ্রভার অনুবাদে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, ইহা যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য হইয়াছে, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পার না। শিরঃপীড়া নিবন্ধন ইহার প্রুফ্-সংশোধনে অনেক স্খলন ঘটিয়াছে। আশাকরি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন, ইতি ধাত্রীনবমী, ১৯শে কার্ত্তিক, সন ১৩৪২ সাল।

নিবেদক—**শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মা**—

(চট্টোপাধ্যায়োপাধিক।)

কলৌ যোগসাধনম্।

(শ্রীদুর্গাচরণশর্ম্মণোপলব্ধং শ্লোকনিবদ্ধঞ্চ।)

স্বয়ম্ভুরিত্থং ব্যমৃশৎ কদাচিৎ ঃ—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু" *
রিত্থং শ্রুতির্মাং তনুজা † ব্যনিন্দৎ।
দয়াবতী যোগিনি মোঘবীর্য্যে
স্বরূপসন্ধানপরে চ নিত্যম্॥ ১

যুগং কৃতং নাম হিতং যমায় ‡
ধ্যানানুকূলং বিগতং হি যস্মাৎ।
মনাংসি বাহ্যার্থরতানি পুংসাং
যুগে যুগে যোগপথাচ্চ্যবেরন্॥ ২

কলিকালে যোগসাধনা।

কোনও সময়ে (সত্যযুগাবসানে) পরমাত্মা চিন্তা করিলেন ঃ—

যোগী নিরন্তর আত্মস্বরূপে আপনাকে স্থাপন করিতে তৎপর থাকিয়াও বিফলপ্রয়াস হইতে থাকিলে, আমার আত্মজা * শ্রুতি, তাহার প্রতি দয়াবতী হইয়া আমাকে এইরূপে নিন্দা করিলেন—'পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের প্রতি হিংসা (অহিতাচরণ) করিয়াছেন। †

সত্যযুগ যমনামক যোগাঙ্গের (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইগুলির পক্ষে) উপকারক ; (কেন না সত্যযুগে এইগুলি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ)। এইহেতু এই সত্যযুগ ধ্যানাভ্যাসের অনুকূল। ‡ সেই সত্যযুগ অতীত হইয়াছে বলিয়া, লোকের মন বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া যুগে যুগে যোগপথ হইতে স্খলিত হইতে থাকিবে। ২।

---

* কঠ উ-৪।১।

† "তস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বাসিত মেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদি, (বৃহদা. উ ২।৪।১০)

‡ ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ ভাগবতটীকায়—
শ্রীধরের উদ্ধৃত বচন।

অতোহি যোগেন নিবধ্য ভক্তিং
যোগস্য শক্তিং বিদধামি যাসৌ।
ধবে কলৌ ক্ষীণদশাং প্রযাতে
বহির্মুখং জীবমবেদপায়াৎ ॥৩
তথাহি জীবা ময়ি দেহবদ্ধে
প্রেমার্দ্রচিত্তেন সদা রমন্তাম্।
ইতি প্রদেষ্টুং সুদৃঢ়ং ত্রিকৃত্বঃ
ভবামি ভূম্যামিহ রামনাম্না ॥৪
দধামি ভক্তিং জনকে বিধিৎসু
জীবেষু মূলানুস্মৃতিপ্রবৃত্তিম্।
তনুঞ্চ গৃহ্ণামি বিশুদ্ধসত্বাম্
সত্বং শ্রয়ধ্বেতি দিশন্ মনুষ্যান্ ॥৫
সত্বং গুণং তীব্ররজোঽভিভূতং
পুন পুনস্ত্রাতুমরে যতধ্বম্।
ইতি প্রদেষ্টুং বিকটাং নিষেবে
তনুঞ্চ বৈপ্রীং পরশূগ্রসারাম্ ॥৬

এইহেতু যোগের সহিত ভক্তিকে বাঁধিয়া দিয়া আমি যোগের শক্তি বিধান করিব, যাহাতে সেই ভক্তি,কলিযুগে যোগরূপ পতি ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইলে, বহির্মুখ জীবকে (সংসার সমুদ্রে নিমজ্জনরূপ) বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। ৩।

এই উদ্দেশ্য এই প্রকারে সিদ্ধ করিব—আমি দেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হইলে, (বহির্মুখ) জীবগণ প্রেমার্দ্রচিত্তে আমাতেই নিরন্তর ক্রীড়া করুক—বহির্মুখতা চরিতার্থ করুক—ইহাই দৃঢ়ভাবে শিখাইবার জন্য, আমি এই ধরাধামে রাম নাম লইয়া তিনবার অবতীর্ণ হইব। ৪

জীবের যাহাতে স্বমূলানুসন্ধানে (আত্মানুসন্ধানে) প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবার জন্য আমি তিন রামাবতারেই পিতায় ভক্তি স্থাপন করিব। '(হে জীব, কৈবল্যলাভের জন্য) সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ কর' ইহাই শিখাইবার জন্য আমি শুদ্ধসত্ত্ব (দাশরথি-)রাম শরীর গ্রহণ করিব। ৫

সত্ত্বগুণ তীব্র রজোগুণের দ্বারা অভিভূত হইতে থাকিলে, সত্ত্বগুণের উদ্ধার সাধন জন্য—'ওরে জীব, বার বার যত্ন কর' ইহাই শিখাইবার জন্য আমি পরশু-সাহায্যে বর্দ্ধিতশক্তি বিকট ব্রাহ্মণ শরীর ধারণ করিব।

যুগে তৃতীয়ে তমসাভিভূতে
সত্ত্বে তমো ব্যেতু রজঃপ্রভাবাৎ।
ইতি প্রদেষ্টুং মদিরাবিলাসাং
তনুং বিভর্ম্মীহ হলপ্রচণ্ডাম্॥ ৭
তনুং তজ্যন্ তাং মুখতো হি শেষং
বহিঃ ক্ষিপন্ যোগনিরূপকেশম্।
গতার্থতাং তস্য নিবেদ্য ভক্ত্যা
স্বরূপসিদ্ধৌ বিনয়ামি লোকম্।৮
তদৈব যোগেশ্বরকৃষ্ণমূর্ত্তিং
বিধৃত্য গোব্রাহ্মণধর্ম্মগোপ্ত্রীম্।
জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ তথৈব কর্ম্ম
সহৈব ভক্ত্যা প্রদিশামি লোকে।৯
কলৌ প্রধানেষু ক্ষয়ং গতেষু
শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়জীবিতা সা।

তদনন্তর দ্বাপর যুগে, তমোগুণ সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিতে থাকিলে, 'রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ বিনষ্ট হউক'—ইহাই শিখাইবার জন্য আমি মদ্যপানাসক্ত এবং হলাস্ত্র ধারণহেতু ভয়ঙ্কর (বলরাম-)শরীর ধারণ করিব। ৭

সেই শরীর পরিত্যাগকালে, মুখদিয়া যোগাচার্য্যশ্রেষ্ঠ শেষনাগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া, জগতে 'যোগাভ্যাসের আর প্রয়োজন নাই'—এই কথা প্রচার করিব এবং ভক্তি দ্বারাই স্বরূপসিদ্ধি বা কৈবল্য লাভ করিবার জন্য, লোকসমূহকে শিক্ষিত করিব। ৮

সেই সময়েই আমি (কর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ) গোজাতি, মন্ত্রের ও জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ ব্রাহ্মণ এবং (যোগ দ্বারা আত্মদর্শন রূপ) ধর্ম্মের * রক্ষক—যোগেশ্বর কৃষ্ণশরীর ধারণ করিয়া, সংসারে ভক্তির সহিত জ্ঞান ও যোগানুষ্ঠানের উপদেশ করিব। †

---

* "অয়মেব পরোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্"। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† যথা গীতায়।

বিনৈব যত্নেন দদাতি নৃভ্যঃ
জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ ততশ্চ মোক্ষম্ ॥১০
প্রতিধ্বনিঃ কৃষ্ণতনোশ্চ তস্যাঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি প্রদিষ্টঃ।
অবাপ্য যোগং হি বিকল্পহীনং
লভেত কাষ্ঠামিহ কান্তভক্তেঃ ॥১১
প্রতিধ্বনির্দেহযুগস্য তস্য
'রামা'দি'কৃষ্ণ'স্তু বিশুদ্ধভক্তিঃ।
জ্ঞানং তথাদ্বৈতপরঞ্চ লব্ধা
লভেত কাষ্ঠামিহ দাস্যভক্তেঃ ॥১২
রামশ্চ রামশ্চ তথৈব রামঃ
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণশ্চ তথৈব কৃষ্ণঃ।
স্মৃতাশ্চ গীতাশ্চ কলৌ স্তুতাশ্চেৎ
দাস্যন্তি ভক্তিপ্রমুখং হি যোগম্ ॥১৩
অন্ত্যৌ তু রামৌ সমুপাসনীয়ৌ
সংজ্ঞৈর্বরং লোকহিতার্থনিষ্ঠৈঃ।

কলিযুগে জ্ঞান, কর্ম্ম (যজ্ঞ) ও যোগরূপ প্রধানগণ (অঙ্গিগণ) অবশ হইয়া পড়িলে, সেই ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণের নামমাত্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিয়া, লোককে আনায়াসেই জ্ঞান, যোগ এবং তদুভয়ের সাহায্যে, মোক্ষ প্রদান করিবে। ১০।

সেই কৃষ্ণশরীরের প্রতিধ্বনি, যিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই নামে সূচিত হইবেন, তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া কান্তভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন। ১১।

সেই শরীরদ্বয়ের প্রতিধ্বনিস্বরূপ, নিষ্কামভক্তিভাবাপন্ন, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করিয়া দাস্যভক্তির চরমসীমা প্রাপ্ত হইবেন। ১২।

এইরূপে কলিযুগে (দাশরথি-)রাম, (পরশু-)রাম এবং (বল-)রাম, আর (বাসুদেব)কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই ছয় মূর্ত্তির যদি স্মরণ, নামকীর্ত্তন ও স্তুতিপাঠ ইত্যাদি দ্বারা নিরন্তর আরাধনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা ভক্তির সাহায্যে যোগ অর্থাৎ সমাধি ও কর্মযোগসিদ্ধি প্রদান করিবেন। ১৩।

কলৌ নৃবুদ্ধৌ প্রলয়ক্ষমায়া
মেবং সদা তৌ হ্যভিযাচনীয়ৌ ॥১৪
"হে রাম হে বিপ্র কুঠারপাণে
রাজন্যহীনামবনীং কুরুষ্ব।
বৈরাগ্যশস্ত্রেণ লুনীহি লোভং
পৃথ্বী যথা স্যাৎ সমরৈর্ন দীনা" ॥১৫
"হে রাম হে গৌর গৃহাণ সীরং
দেশস্য ভাণ্ডাংস্তু তমেব দুগ্ধি।
যথান্যদেশ্যৈর্ন হি বঞ্চিতাঃ স্যু
র্দুঃস্থা হি বাণিজ্যমিষেণ দেশ্যাঃ" ॥১৬
কলিস্তু ভক্ত্যেকরসং বিদধ্যাৎ
গর্ব্বেণ ভক্তের্হৃদয়ং বিশুষ্কং।
যথৈব রত্নাকরগর্ভদেশং
মরুস্থলং ক্ষৌণিতলস্থবহ্নিঃ ॥১৭
কলিস্তহিংসাদিবিধানুপায়ান্
উপেয়রূপেণ পুমর্থবিৎসু।

কিন্তু যে দুই রাম শেষে অবতীর্ণ হইবেন, লোকহিতার্থনিরত জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিলেই ভাল হয়। কলিকালে মানুষের বুদ্ধি যখন প্রলয় ঘটাইতে সমর্থ হইবে, তখন সেই দুই রামকে এইরূপে প্রার্থনা করিতে হইবে :—

"হে রাম, হে বিপ্র, হে কুঠারধারিন্, তুমি যুদ্ধবৃত্তিক লোকগণকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত কর। তুমি বৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা লোকের লোভকে ছেদন কর, যাহাতে পৃথিবী যুদ্ধের বশে আর দুরবস্থা প্রাপ্ত না হয়"। ১৫।

"হে রাম, হে গৌর, তুমি লাঙ্গল গ্রহণ কর এবং কোনও দেশের পণ্যদ্রব্যসম্ভার সেই দেশ হইতেই দোহন (উৎপাদন) কর, যাহাতে অন্য দেশের লোকে বাণিজ্যের ছলে কোনও দেশের দুর্ব্বল প্রজাগণকে প্রতারণা না করে"। ১৬।

কিন্তু কলি, বিশুদ্ধভক্তিযোগে একান্তসরস হৃদয়েও ভক্তির গর্ব্ব উৎপাদন করিয়া তাহাকে বিশুষ্ক করিয়া দিবে; যেমন ভূগর্ভস্থ বহ্নি রত্নপ্রসবভূমি প্রভৃত-সরস সমুদ্রতলদেশকেও মরুভূমিরূপে পরিণত করে, সেইরূপ। ১৭।

বিবোধ্য ঘোরং কলহং বিরোপ্য
স্বনামবৈয়র্থ্যবিঘাতকঃ স্যাৎ ॥১৮
তদা চতুর্ব্বর্গবিধৌ হি সাধনম্
প্রকল্প্য ভক্তিং পুরুষার্থপঞ্চমম্ ।
ভিদাঞ্চ মত্তঃ পরিকল্প্য যোগিনঃ
ক্রিয়েত কৈবল্যপদং নিরীশ্বরম্ ॥১৯
প্রেম্নে স্পৃহাস্য রসিকস্য নিরাশকস্য
বন্ধায় তন্তুরিতি বেত্তি ন কোঽপি জন্তুঃ ।
ইত্থং হি গোপবনিতাদিজনা বিদৃপ্তাঃ
ক্ষীবার্জ্জুনৌ * বিনয়তাং দুরিতং হি তেষাম্ ॥২০
সর্ব্বাংশ্চ মাং সমধিগন্তুমুপায়ভূতান্
ধর্ম্মান্ বিহায় শরণং সমধিব্রজন্ মাম্ ।

কলি আবার অহিংসাদির ন্যায় উপায় সকলকেও পুরুষার্থনির্ণয়কারী পণ্ডিতগণের নিকট উপায়রূপে (লক্ষ্যরূপে) প্রতিপাদন করিয়া ঘোর কলহ উৎপাদন করিবে এবং এইরূপে আপনার 'কলি' (অর্থাৎ 'কলহ') নামকে নিরর্থক হইতে দিবে না। ১৮।

তখন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সিদ্ধির উপায়ভূত ভক্তিকে (এক শ্রেণীর বৈষ্ণবের নিকট) পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এবং (এক শ্রেণীর যোগীর নিকট) সিদ্ধ যোগীর অবস্থা আমা হইতে (ঈশ্বর হইতে) পৃথক্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া, কৈবল্যপদকে ঈশ্বরশূন্য (এবং সেইহেতু নিরানন্দ) করিয়া তুলিবে। ১৯।

এই সর্ব্বভোগবিহীন রসিক পুরুষের মনুষ্যহৃদয়ের প্রেম উপভোগ করিবার যে ইচ্ছা, তাহাই ইঁহাকে বাঁধিবার ডোর, ইহা (আমি ভিন্ন) কোন প্রাণীই জানেনা—এইরূপে আভীররমণীগণ (আমাকে বাঁধিয়াছে মনে করিয়া) যে গর্ব্ব অনুভব করে, আমাদ্বারা সংঘটিত 'ক্ষীবার্জ্জুনসংবাদে'র ক্ষীব ও অর্জ্জুন * তাহাদের সেই পাপ প্রক্ষালন করুক।

---

* অগ্রে বর্ণিতবৃত্তান্তৌ।

মোহাদ্ধি সাধনবিধৌ ধৃতসাধ্যবুদ্ধি
র্যোগী লভেত সুসুখং মম যৎস্বরূপম্ ॥২১

যে সকল ধর্ম্ম আমাকে পাইবার উপায় স্বরূপ, সেই সকলগুলিকেই পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র আমার আশ্রয় লইতে পারিলেই, যে যোগী মোহবশতঃ সাধনে সাধ্যবুদ্ধি ধরিয়া বসিয়া আছেন, অর্থাৎ অহিংসা, সমাধিসাধন প্রভৃতিকেই চরম লক্ষ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহেন না, সেই যোগী (মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া) পরমানন্দময় আমারই স্বরূপ লাভ করেন। ("সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।)

অথ ক্ষীবার্জ্জুনীয়ম্ ।

কদাচিদর্জ্জুনোঽচিন্তয়ৎ :—

অথাভিযুক্তাঃ প্রবদন্তি কৃষ্ণম্ :—
"জ্যোতীংষি শুক্রানি চ যানি লোকে
"ত্রয়ো লোকা লোকপালাস্ত্রয়ী চ
"ত্রয়োগ্নয়শ্চাহুতয়শ্চ পঞ্চ
"সর্ব্বে দেবা দেবকীপুত্র এব ॥"

যে তৎকৃপাবিরহিতা স্ত ইমাং হি বাণী
মুৎপ্রেক্ষয়োপচরিতাং বিমৃশন্তি দীনাঃ।
শোচন্তি তে পরমসৌখ্যমবাপ্য সাক্ষা
ন্মীনা ইবোপহসিতাঃ সলিলে তৃষার্ত্তাঃ ॥১

প্রত্যক্ষতোঽদর্শয়তৈব কৃষ্ণঃ
বিশ্বাত্মমূর্ত্তিঃ সমরাঙ্গনে মাম্।
প্রত্যেতু লোকো জগতাঞ্চ নো বা
নিজানুভূতিং কিমপহ্নুবীয় ? ॥২

ক্ষীবার্জ্জুনীয়।

অর্জ্জুন কোনও সময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন :—

জ্ঞানবৃদ্ধগণ কৃষ্ণবিষয়ে বলিয়া থাকেন :—'ব্রহ্মাণ্ডোদরে যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডল দৃষ্ট হয় তাহারা, আর তিন লোক—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, ঋগাদি বেদত্রয়, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়, পঞ্চাহুতি ও সমস্ত দেবতা—এই সব গুলিই এক ঐ দেবকীপুত্র কৃষ্ণ।'

যাহারা ভাগ্যহীন, কৃষ্ণকৃপায় বঞ্চিত, তাহারা এই কথাটিকে উৎপ্রেক্ষারঞ্জিত চাটুবচন বলিয়া মনে করে; তাহারা নিরতিশয়ানন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে সমক্ষে পাইয়াও শোকগ্রস্ত থাকিয়া যায়; সেইহেতু তাহারা সলিলনিমগ্ন, তৃষ্ণার্ত্ত মীনের ন্যায় হাস্যাস্পদ হয়।

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে কৃষ্ণ, বিশ্বই যে তাঁহার নিজ মূর্ত্তি, তাহা আমাকে প্রত্যক্ষভাবেই দেখাইলেন। জগতের লোকে, বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, আমি নিজের অনুভূতির অপলাপ করি কি প্রকারে ?

সোঽয়ং মমাদ্য প্রণয়েন বদ্ধঃ
স্বস্রুঃ প্রিয়ায়াঃ ময়ি সম্প্রদাতা।
রথস্য যন্তা সমরাজিরে মে
ধনঞ্জয়ত্বেন তথাত্মমানী ॥৩
অহন্তু কিঞ্চিন্ন করোমি তস্মৈ
দুঃখানি তস্যাপনয়ামি সৌখ্যৈঃ।
স আপ্তকামোঽপি রতিং পিপাসুঃ
কোঽতো মদন্যো ভুবি ভাববেত্তা? ॥৪
কিয়চ্চিরং বৈ হৃদয়স্য সাক্ষিণঃ
চিতিস্বরূপাচ্চ কুপথ্যহারিণঃ।
মদঃ স্বভক্তেরপি নিহ্নুতিং গতঃ
প্রিয়ে হি তিষ্ঠেন্নিজমূলঘাতনঃ? ॥৫

সেই কৃষ্ণ আজ আমার প্রণয়ে আবদ্ধ; তাঁহার প্রিয়া ভগ্নী (সুভদ্রাকে) আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। সমরাঙ্গনে তিনি আমার রথের সারথি হইলেন। আবার তিনি 'পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়' এই বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। ৩।

সেই কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য আমি কিন্তু কিছুই করি না। আমি নিজে সুখে থাকিলেই, তাঁহার সকল দুঃখ অপনীত হয়। তিনি পূর্ণকাম হইলেও ভক্তির লোভ রাখেন। এই হেতু পৃথিবীতে আমার ন্যায় ভক্তিরসের অনুভবী কে আছে? ।৪।

অখণ্ড ব্যাপক চেতনাই যাঁহার স্বরূপ, তিনি সকল চেতন জীবেরই হৃদয়ের সাক্ষী। (হৃদয়ে যে কোন চিন্তা উদিত হউক না কেন, তাঁহার অগোচর থাকিতে পারেনা।) আর শিশু কুপথ্যাসক্ত হইলে মাতা যেমন তাহা কাড়িয়া লন, সেইরূপ ভগবানের প্রিয়জন, কুভাব লইয়া চিত্ত কলুষিত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিলোপ করিয়া দেন। সকল প্রকার গর্ব্বই চিত্তকে কলুষিত করে; ভগবদ্ভক্তি লইয়াও সেই গর্ব্ব জন্মিলে, তাহাকেও ভগবান্ বিনষ্ট করিয়া দেন; কেন না সেই গর্ব্ব তাহার জননী ভক্তিকেই বিনষ্ট করে। অর্জ্জুনের ভক্তিগর্ব্ব চিত্তে উঠিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের অগোচর রহিল না।

"চিতিস্বরূপাৎ হৃদয় স্য সাক্ষিণঃ"—অখণ্ড ব্যাপক চৈতন্যই যাঁহার নিজমূর্ত্তি, সর্ব্বজীবচৈতন্যের সাক্ষিস্বরূপ, সেই ভগবানের দৃষ্টিপথ হইতে; "কুপথ্যহারিণঃ"—

'কথং হি শল্যং হৃদয়াৎ সুখাবহং
সমুদ্ধরেয়ং রুধিরস্রুতিং বিনা'।
হরিঃ সখিপ্রীতিবশাদচিন্তয়ৎ
য়দীশবৃত্তেঃ সখিতা সুদুর্ল্লভা ॥৬
অথৈকদা দেহভৃদন্তরাত্মা
হরির্বিরিঞ্চেরপি গর্ব্বহারী
নিনায় পার্থং বনভূমিমার্গং
যদৃচ্ছয়া চঙ্ক্রমনাপদেশাৎ ॥৭
দদর্শ দূরেঽর্জ্জুন আদদানং
সব্যেন হস্তেন কৃপাণবল্লীম্।
নগ্নং নরংকঞ্চিদদন্তমগ্রে
স্থিতানি শুষ্কাণি তৃণানি ভূমৌ ॥৮

যিনি (মাতার ন্যায়) কুপথ্য কাড়িয়া লন তাঁহার নিকট হইতে; "স্বভক্তেঃ অপি মদঃ"—ভগবানের নিজের প্রতি ভক্তিরও অহঙ্কার—"কিয়চ্চিরং নিহ্নুতিং গতঃ"—কতক্ষণ লুক্কায়িত থাকিয়া; "মিত্রে তিষ্ঠেৎ" ভগবানের প্রিয়জনের হৃদয়ে থাকিতে পারে? যেহেতু সেই গর্ব্বঃ "নিজমূলঘাতনঃ"—আপনার জননী ভক্তিকেই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ৫।

ভগবান হরি সখার প্রতি প্রীতিপরবশ হইয়া চিন্তা করিলেন, সখার হৃদয় হইতে শোণিতস্রোত না বহাইয়া—হৃদয়ে প্রবল আঘাত না দিয়া, কি প্রকারে সেই সুখপ্রদ শল্যের উদ্ধার করি (গর্ব্ব বিনষ্ট করি)? ভগবানের চিন্তিত হইবার কারণ এই যে, যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় (অপক্ষপাতী হইয়া কর্ম্মফল প্রদান করিতে হয়), তাঁহাদের পক্ষে, (জীবের মধ্যে) সখা পাওয়া সুকঠিন।৬।

অনন্তর একদা সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা হরি, যিনি (গোহরণপর্ব্বে) ব্রহ্মারও গর্ব্ব হরণ করিয়াছিলেন তিনি, যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণের ছলে, অর্জ্জুনকে বনস্থলীর পথে লইয়া গেলেন। ৭।

অর্জ্জুন দেখিলেন, সম্মুখে কিছুদূরে এক উলঙ্গ মনুষ্য বাম হস্তে অসিলতা ধারণ করিয়া, ভূমিতে পতিত শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। ৮।

দৃষ্টৈ্বব সঞ্জাতকুতূহলঃ সঃ
পপ্রচ্ছ নাট্যং ন বিশঙ্কমানঃ।
"কমেব যোনিং সমলঙ্করোতি।
সৃষ্টৌ সখে তে পুরুষোদয় এষঃ" ? ॥৯
"অসংশয়ং ক্ষীব ইবৈষ দৃশ্যতে"।
উবাচ কৃষ্ণোঽভিনয়ংশ্চ বিস্ময়ম্
"তথাপি বৈচিত্র্যমিবাস্য ভোজনে
ক্ষমং হি গত্বা সবিশেষমূহিতুম্" ॥১০
বিহায় কৃষ্ণং দৃষদাসনস্থং
সসার পার্থঃ প্রতি নগ্নমূর্ত্তিম্।
উবাচ "মাং ভদ্র সহস্ব পান্থং
কুতূহলেনৈব তবাত্র নীতম্। ১১।
পৃচ্ছামি পুণ্যব্রত তে বুভুক্ষা
বিহায় ভোজ্যানি কথং বিশুষ্কে।
তৃণোৎকরে যাতি ন মানবার্হে ?
জহাতি কিং বা নবশষ্পকানি ?" ॥ ১২।

তাহা দেখিয়াই তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি কৃষ্ণের এই নাট্যলীলা কোন ক্রমেই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'সখে, এই পুরুষরত্নটি তোমার সৃষ্টির কোন্ জীবজাতিকে শোভান্বিত করিয়াছে ?'। ৯।

কৃষ্ণ বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া বলিলেন, 'নিঃসন্দেহ, এই মনুষ্যটিকে মাতালের মতো দেখাইতেছে ; ইহার ভোজনও যেন বিচিত্র। তথাপি ইহার নিকটে যাইয়া ইহার ভোজনের বৈচিত্র্য সবিশেষ লক্ষ্য করিতেই পার'। ১০।

কৃষ্ণ পথপার্শ্বস্থ উপলাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া সেই নগ্নমূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইলেন। গিয়া, তাহাকে বলিলেন 'হে ভদ্র এই পথিককে ক্ষমা করুন ; কৌতূহলই এই পথিককে আপনার এই স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে'। ১১।

'হে পুণ্যব্রত, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার ভোজনেচ্ছা, (মনুষ্যের) আহারযোগ্য বস্তুর প্রতি গমন না করিয়া মানবভোজনের অযোগ্য তৃণরাশির দিকে কেন গেল ? আর তাহা হইলেও, কেনই বা কোমল নব নব তৃণগুলি পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক তৃণ গ্রহণ করিতেছেন ?'। ১২।

"ন মেঽস্তি তুচ্ছাশনবস্ত্রলব্ধৌ
ক্ষণো বৃথা মন্তুমথার্জ্জিতুং কিম্ ?
নিবর্ত্তয়েঽহং কুতুকং কদা তে ?
শিবোঽস্তু পন্থাস্ত" উবাচ নগ্নঃ ॥ ১৩ ।
"ইমং হি ধর্ম্মং প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ"
প্রোবাচ পার্থস্তমুবাচ নগ্নঃ ।
"ধর্ম্মেণ কিং যস্য সখা নিরুদ্ধঃ ?
জড়স্য কিং বা বহুনা শ্রুতেন ?" ॥ ১৪ ।
"অহার্য্যনির্ব্বন্ধতয়া তবাত্র
বক্তব্যমেতচ্ছৃণু সংগ্রহেণ ।
ব্যাপাদ্যতে কিং জঠরস্য তৃপ্ত্যৈ
দগ্ধস্য জীবন্নবশষ্পজালম্ ?" ॥ ১৫ ।
শ্রুত্বার্জ্জুনো ন্যস্তকরঃ কপোলে
উবাচ "যোগেশ নমোঽস্তু তুভ্যম্ ।

সেই নগ্নমূর্ত্তি বলিলেন—"তুচ্ছ গ্রাসাচ্ছাদনলাভের জন্য বৃথাচিন্তা করিবারও আমার অবসর নাই, তাহা অর্জ্জন করিবার কথা আর কি বলিব ? আমি কখন তোমার কৌতূহলনিবৃত্তি করি ? (সময় কোথায় ?) । তোমার (প্রস্থান-)পথ নিরাপদ হউক" । ১৩ ।

পার্থ বলিলেন, "ধর্ম্মবিদ্‌গণ ইহাকে (পথিকের কৌতূহলনিবৃত্তি করাকে) ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন । নগ্ন মনুষ্যটি তাঁহাকে বলিলেন "সখাকে যে (প্রীতি দ্বারা চিত্তে) আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্ম্মের প্রয়োজন কি ? আর যে ব্যক্তি জড়, তাহারই বা অধিক শুনিবার প্রয়োজন কি ?" (সে সকল ব্যাপার বুঝিতে অক্ষম) । ১৪ ।

"দেখিতেছি, এবিষয়ে তোমার (জানিবার) নির্ব্বন্ধকে পরিহার করিবার উপায় নাই । সেই হেতু সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি শুনিয়া লও । (তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি) পোড়া উদরের তৃপ্তির জন্য কি কোমল জীবিত শিশুতৃণরাজির প্রাণবধ করিতে হইবে"? ।১৫ ।

ত্বৎসার্ব্বভৌমাদ্যমহাব্রতায় *
সর্ব্বেষু ভূতেষভয়প্রদায়" ॥ ১৬।
"পরন্তু বৃত্তং গহনীকৃতং তে
জড়োঽস্মি যোগিন্ বিদিতং হি পূর্ব্বম্।
অহিংসকস্য ব্রতিনঃ করে কিং
নিস্ত্রিংশ এষোঽপি পিধানমুক্তঃ ?" ॥ ১৭।
স এবমুক্ত স্তমুবাচ পার্থং
"নিরঙ্কুশং তে কুতুকং ব্রবৈমি।
অসঙ্গতং তৎ সহসা ক্ষমস্ব
সখ্যু বিয়োগং মনসি ক্ষমে নো ॥ ১৮।
ঋতেঽস্য রূপাৎ কুতুকং ন মেঽভূৎ
রূপেঽনুভূতে কুতুকং নিরস্তম্।
অথাশ্রুতং মে তব সাহচর্য্যং
বৈরিক্ষয়ে মাং তদবেহি দাসম্ ॥১৯।

অর্জ্জুন শুনিয়া গালে হাত দিলেন; বলিলেন "হে যোগীশ্বর, আপনাকে প্রণাম; আপনার সার্ব্বভৌম (অহিংসারূপ) আদ্য মহাব্রতকে প্রণাম, কেননা, এই মহাব্রত সমস্ত জীবকেই অভয় প্রদান করিতেছে"। ১৬।

"পরন্তু, হে যোগিন্ আপনি আপনার চরিত্রকে, এই অধমের বুদ্ধির পক্ষে দুরবগাহ করিয়া দিলেন। আপনি ত' পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে আমি জড়-বুদ্ধি। আপনি অহিংসাব্রত ধারণ করিয়াছেন, তথাপি আপনার হস্তে এই তরবারিখানি কেন? আবার তাহাও দেখিতেছি নিষ্কোষিত"। ১৭।

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে তিনি উত্তর প্রদান করিলেন—"দেখিতেছি তোমার" কৌতূহল নিরঙ্কুশ (দুর্ব্বার); এই অসঙ্গত কৌতূহল মনোবলপ্রয়োগে সহন করিয়া যাও, (যেহেতু তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে গেলে) চিত্তে সখার সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিবে, তাহা আমি সহন করিতে পারিব না।" ১৮।

সেই সখার রূপ ছাড়িয়া অন্য কিছুতেই কখন আমার কৌতূহল জন্মে নাই এবং তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া আমার সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। তবে যদি তুমি এইরূপ প্রতিশ্রুত হও, যে আমার শত্রুবধে তুমি সহায়তা করিবে, তবে জানিও, আমি তোমার দাস। ১৯।

---

* "জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতমি" ত্যত্রাদ্যং মহাব্রতং সূচিতম্। "যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চে"ত্যত্র বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্যাদ্যনিকেতবাসাদিরূপং পঞ্চমাদি-সপ্তমভূমিকান্তং ত্রৈভূমিকমন্ত্যং মহাব্রতং সূচিতম্।

অ। কিং তেঽপি বৈরী ? জগতঃ স নূন
মসংশয়ং মে স বধার্হ এব।
ক্ষী। নাসাবনন্যোঽস্তি তথাপরৌ দ্বৌ
ত্রিভিঃ সখা মে স কদর্থিতোঽভূৎ ॥২০।
অ। কে তে নিবেদ্যা নিবসন্তি কুত্র
কো বাপরাধশ্চ সখা ক এব।
দদামি বাচং তব বৈরিমর্দ্দে
গেহেপ্রগল্‌ভঃ খলু নৈষ জীবঃ ॥২১।
ক্ষী। সুপ্তো জগৎপালনখেদভারাৎ
সখা পদা যো হৃদি তাড়িতঃ সন্।
কেনাপি বিপ্রাপসদেন তীব্র
মুবাচ কচ্চিদ্ব্যথসে ন বিপ্র ॥২২।

অর্জ্জুন। আপনারও কি শত্রু আছে? সে, তাহা হইলে, জগতের শত্রু। (তাহা হইলে) নিঃসন্দেহ (জানিবেন) আমি তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত।

ক্ষীব। সে-ই একমাত্র শত্রু নহে, আরও দুইটি আছে। সেই তিনটায় মিলিয়া আমার সখাকে অবমানিত করিয়াছে। ২০।

অ। তাঁহারা কে বলুন, তাহাদের নিবাসস্থান কোথায়? আর তাহারা কি অপরাধ করিয়াছে? আর আপনার সখাই বা কে? আমি আপনার শত্রুবিনাশ করিব, প্রতিশ্রুত হইতেছি। (জানিবেন) এই জীব কখনই বৃথাত্মশ্লাঘী নহে। ২১।

ক্ষী। জগৎপালনের গুরু পরিশ্রম বশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, যাঁহার হৃদয়ে এক বিপ্রাধম, যখন তীব্র পদাঘাত করিল, তখন যিনি কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন "হে বিপ্র তোমার চরণ ব্যথিত হয় নাই ত'?"—তিনিই আমার সখা। সেই সখা তাঁহার চরণখানিতে হাত বুলাইবার জন্য নিজের অঙ্কে ধারণ করিলে, সেই ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া রহিল; তাঁহার হৃদয়ে নিজ পদচিহ্নের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিল না। যখনই আমি ধ্যানে আমার মিত্রকে হৃদয়ে দর্শন করি, তখন সেই পদচিহ্ন আমার হৃদয়ে শূলের ন্যায় বেদনা দেয়। যখন আমি সেই

সখ্যা ধৃতেঽঙ্কে চরণে মৃজার্থং
দদর্শ নাসৌ বিমুখঃ পদাঙ্কম্।
ধ্যানেন পশ্যামি যদৈব মিত্রং
শূলায়তে মে হৃদি তৎপদাঙ্কঃ ॥২৩
প্রমার্জ্জিতুং নাহমলং তদঙ্কং
প্রমার্জ্‌মি বিপ্রং তু ভুবঃ কলঙ্কম্॥

অ। কিং ব্রহ্মহত্যা তব বন্ধুকৃত্যম্?
নাশোঽপি তত্ত্বজ্ঞকুলস্য হেতোঃ? ॥২৪
ক্ষী। বন্ধোঃ কৃতে তস্য কিমস্ত্যকার্য্যম্?
অ। কো নাম বধ্যঃ খলু তে দ্বিতীয়ঃ?
ক্ষী। কা নাম সেতীতি কথং ন পৃচ্ছা?
অ। নার্য্যা বিনাশো নিরয়স্য পন্থাঃ ॥২৫

পদচিহ্ন বিলুপ্ত করিতে পারিলাম না, তখন আমি সেই ধরিত্রীকলঙ্ক ব্রাহ্মণেরই বিলোপ-সাধন করিব। (২২, ২৩, ২৪½)।

অ। ব্রহ্মহত্যা করিয়াই কি আপনি বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবেন? আবার সেই ব্রহ্মহত্যা অন্য কাহারও নহে, যিনি স্বয়ং জ্ঞানিকুলের আদিপুরুষ, তাঁহার। ২৪।

ক্ষী। সেই বন্ধুর জন্য কোন্ অকার্য্য করিতে না পারি?

অ। আপনি অন্য কোন্ পুরুষকে বিনাশ করিতে চান?

ক্ষী। পুরুষকে বলিতেছ কেন? কোন্ নারীকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন?

অ। নারীবধ নরকেরই পথ,। ২৫। তাহা কথনই আপনার সখাকে সুখী করিবে না, ইহা কেন বুঝিতেছেন না?

ক্ষী। নরকে কি তাঁহার চিন্তা যায় না? অথবা নরক হইতে আমার চিন্তা তাঁহার প্রতি যাইবে না?

অ। ভাল পূতনাকে তিনি ত পূর্ব্বেই পান করিয়াছেন। ।২৬। সেইরূপ তাটকাকেও ভোজন করিয়াছেন।

সখ্যু ন´সৌখ্যায় কথং ন বুদ্ধম্ ?

ক্ষী কিং তস্য চিন্তা নিরয়ে ন যাতি
তস্মিন্ ন বা মে নিরয়ে চ চিন্তা ?

অ। সা পূতনা তেন পুরৈব পীতা ॥২৬
সা তাটকা তেন তথৈব জগ্ধা।

ক্ষী। শ্রুতা ত্বয়া কিং ন হি পঞ্চপত্নী
দুর্ব্বাসসঃ শাপজিহাসয়া যা
ভুক্তাবশিষ্টং হ্যদদাচ্চ সখ্যে ॥২৭
যজ্ঞেশ্বরায়ামৃতভুগ্বরায় ?
সা চেৎ কদাচিন্মম মার্গমায়াৎ
নূনং ভবেৎ সা মম খড়্গলেহ্যা।

অ। জানামি তাং পাণ্ডবধর্ম্মপত্নীং ॥২৮
যৎসূদমুগ্ধো মধুসূদনস্তে
মহানসদ্বারমধিষ্ঠিতঃ সন্
কৃষ্ণেতি মিত্রীয়তি যাচমানঃ।

ক্ষী। নিযচ্ছ বাচং তব নষ্টবুদ্ধে ॥২৯
কিমাপ্তকামস্য রসানুবৃত্তিঃ ?
তৃপ্তায় ভুক্তেঃ স্বদতে হি ভক্তিঃ
ভারং হি তস্যা বসুধা ন বোঢ়া ॥

ক্ষী। তুমি কি শুন নাই, যাহার পাঁচটি পতি, সেই নারী দুর্ব্বাসামুনির শাপ এড়াইবার জন্য আপনাদের ভোজনাবশিষ্ট (শাক) আমার সখাকে দিয়াছিল—।২৭। যিনি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর এবং অমৃতভোজিগণেরও অধীশ্বর। সেই নারী যদি কখনও আমার পথে পড়ে, তখন আমার খড়্গ তাহাকে লেহন করিবে।

অ। পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী সেই নারীকে আমি জানি।২৮। যাহার স্বহস্তপ্রস্তুত ব্যঞ্জনাদির লোভে মুগ্ধ হইয়া, আপনার মধুসূদন তাহার রন্ধনশালার দ্বারে আসন গাড়িয়া বসেন এবং "কৃষ্ণা" "কৃষ্ণা" বলিয়া তাহার সহিত মিতালি করিয়া ব্যঞ্জনাদি চাহিয়া থাকেন।২৯।

অ। বিপ্রস্য নার্য্যশ্চ বধায় যোগিন্ ॥৩০

স্তন্যং মমাম্বা কিমপায়য়ন্মাম্ ?

ক্ষারেণ কিং সা ন হরেন্মমায়ুঃ

ক্ষাত্রোচিতং বৈ দিশতু ব্রতং মে ॥৩১

ক্ষী। ক্ষাত্রে হি বীর্য্যে যদি তেঽভিমানঃ

ক্ষাত্রং কুলং তৎ কুরু নিষ্কলঙ্কম্।

ক্ষত্রাধমং তং জহি যোদ্ধৃপাশং

যঃ সারথিং মে কৃতবান্ সখায়ম্ ॥৩২

শঙ্কাস্পদং ভীষ্মবলেন নীতে

স্বজীবিতে যঃ প্রণয়াৎ সখায়ম্।

অত্যাজয়ৎ স্বাং সমতাপ্রতিজ্ঞাং

ক্লীবঃ স যোধো মরণায় জাতঃ ॥৩৩

যৎপক্ষপাতং সমরে প্রমার্ষ্টুং

দেবব্রতপ্রেষ্যনিভঃ সখা মে।

ক্ষী। ওরে দুর্ব্বুদ্ধি, চুপ্ কর। যিনি আপ্তকাম, তিনি আবার সুস্বাদুদ্রব্যের পিছনে দৌড়ান্ একি সম্ভব ? যিনি ভোগে পরিতৃপ্ত, তাঁহার ভক্তিতেই রুচি হয়। সেই নারীর ভার পৃথিবী কখনই বহন করিবে না। ৩০।

অ। হে যোগিন্, ব্রহ্মহত্যার জন্যও নারীহত্যার জন্যই কি আমার মাতা আমাকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন ? তাহা হইলে তিনি কি শৈশবেই লবণ গিলাইয়া আমার প্রাণবধ করিতেন না ? ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যদি কোন কায থাকে তবে বলুন। ৩১।

ক্ষী। আপনাকে ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া যদি তোমার অভিমান থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষত্রিয়কুলকে নিষ্কলঙ্ক কর। তুমি সেই ক্ষত্রিয়াধম নিকৃষ্ট যোদ্ধাকে বিনাশ কর, যে আমার সখাকে আপনার সারথি করিয়াছিল। ৩২।

(ভীষ্ম যাহার জীবনকে) সংশয়াপন্ন করিলে, যে আমার সখাকে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া, সখাকে, 'এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা, পরিত্যাগ করাইয়াছিল, সেই ক্লীব যোদ্ধার জন্ম, কেবল মরিবার জন্য। ৩৩।

তন্মৃত্যুশয্যামভিতঃ স্থিতঃ সন্
শুশ্রাব সূক্তং বত সাবহাসম্ * ॥৩৪
উপাত্তবীর্য্যোঽপি স বীরমানী
সমক্ষমায়াৎ ত্বমিবাদ্য বন্ধো।
নূনং স গণ্যো জগদাততায়ী
কদর্থয়েত্তো জগতাং হি নাথম্ ॥৩৫

অ। কদাপি নায়াৎ পুরতো মমাসৌ
যতো হি মত্তো স মনাঙ্ন হীনঃ।
নাহঞ্চ যায়াং পুরতোঽস্য জাতু
যতঃ স মত্তো ন মনাগ্বরীয়ঃ ॥৩৬
অথাভিকাঙ্ক্ষস্যধুনৈব নশ্যেৎ
পাপঃ স তূর্ণং তব দেহি খড়্গম্।
ইমং বনোদ্দেশমভি ভ্রমন্ সঃ
দৃষ্টো বয়স্যেন সহাগতেন ॥৩৭
প্রদর্শয়িষ্যামি তদীয়মুণ্ড
মহ্যায় যোগিন্ বচনং গৃহাণ।

যুদ্ধে যাহার প্রতি পক্ষপাত করিয়া অপরাধ করিলে, সেই অপরাধের ক্ষালন জন্য, আমার সখাকে ভীষ্মের শরশয্যার সম্মুখে তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, এবং "আমার প্রাণান্তকারী অর্জ্জুনের যিনি সখা, তাঁহার প্রতি যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি অচলা হইয়া থাকে", হায়, ভীষ্মের এইরূপ অবহাসগর্ভ স্তোত্র শুনিতে হইয়াছিল, (তাহার জন্ম কেবল মরিবার জন্য)।

হে মিত্র, অপরের নিকট শক্তি ধার করিয়া যে আপনাকে বীর মনে করে, সেই কৃত্রিম বীর যদি কোনও দিন, তোমার সম্মুখে পড়ে, আজ যেমন আমার সম্মুখে তুমি আসিয়াছ, তাহা হইলে তাহাকে জগতের আততায়ী বলিয়া জানিবে, কেননা যিনি জগতের নাথ, তাঁহার সে অবমাননা করিয়াছে। ("আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্"—'আততায়ীকে আসিতে দেখিলেই বিনা বিচারে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে', এই নীতিকে লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ উপদেশ)।

* "বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা।" ভাগবত ১।৯।৩৩।

ক্ষী। গৃহাণ নিস্ত্রিংশমথাশিষো মে
"মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণা চ্ছাদয়ামি
"সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানুবস্তাম্।
"উরোর্ব্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু
"জয়ন্তস্ত্বানু দেবা মদন্ত ॥৩৮

খড়্গাং গৃহীত্বা তমুবাচ পার্থঃ
"শম্ভোঃ প্রসাদাৎ পুনরুক্তিরেষা।
আপৃচ্ছনেনেদমবেহি যোগিন্
গচ্ছামি সম্যক্ সময়াদ্বিমুক্তঃ ॥৩৯

অ। সে আমার সম্মুখে কখনই আসিয়া দাঁড়াইবে না, কেননা সে আম অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নহে। আমিও কখনই তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব না কেননা সে আমাঅপেক্ষা কিছুতেই বড় নহে। তবে যদি আপনি চাহেন যে সেই পাপিষ্ঠ এখনই বিলুপ্ত হউক, তাহা হইলে, শীঘ্র আপনি আপনার খড়্গাখানি আমাকে দিন। আমার সখা, যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তিনি তাহাকে এই বনের দিকে ভ্রমণ করিতে আসিতে দেখিয়াছেন। হে যোগিন্ আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, এইক্ষণেই আমি আপনাকে তাহার মুণ্ড দেখাইব।

[প্রাণত্রাণেঽনৃতং বাচ্যমাত্মনো বা পরস্য চ।
গুর্ব্বর্থে স্ত্রীষু চৈব স্যাদ্বিবাহকরণেষু চ ॥

নিজের বা অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য, গুরুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, পত্নীর নিকট এবং বিবাহসঙ্ঘটনের জন্য মিথ্যা বলা চলে।] ৩৬,৩৭।

ক্ষী। তবে এই তরবারির সহিত আমার এই আশীর্ব্বাদও লও। [যজুর্ব্বেদোক্ত (১৭।৪৯) এই আশীর্ব্বচনের অর্থ—] "তোমার মর্ম্মস্থানসমূহ আমি বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। তদনন্তর রাজা সোম তোমাকে অমৃত দ্বারা আচ্ছাদন করুন; বরুণদেবও তোমার সেই বর্ম্মকে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট করুন; তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিতে থাকিলে দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হউন"। ৩৮।

খড়্গাখানি লইয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—"শম্ভুর কৃপায় আপনার এই আশীর্ব্বাদ পুনরুক্তি মাত্র। আমি আপনার নিকট বিদায় চাহিতেছি; আর এই সঙ্গেই বিদিত হউন, আমি আপনার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে একেবারেই বিমুক্ত হইয়া চলিলাম"।

সখড়্গমায়ান্তমথাচ্যুতস্তং
প্রত্যুদ্ব্রজন্নাহ "সখে নিরস্ত্রম্।
ত্বাং প্রেষ্য মত্তং প্রতি নগ্নখড়্গ
মাসং ত্বহং ত্বৎপথমীক্ষমাণঃ" ॥৪০

অ। পৃথ্বীংমদর্থং চরতোঽতিচণ্ডং
ক্ষীবস্য হস্তে রুধিরং মদীয়ম্।
পিপাসুখড়্গঃ পুরতোঽপ্যবাপ্য
স্থিতো নিবৃত্তোঽস্বভবং যদৈব ॥৪১
তদৈব বুদ্ধং হ্যবিতোঽস্মি কাভ্যাং
যাভ্যামসি ত্বং পিহিতঃ পরাত্মা।
সম্ভাবনাঽভাববপুর্মতি র্যা
তথাপরা যা বিপরীতরূপা ॥ ৪২
বুদ্ধশ্চ কো মাং পুনরানয়ত্ত্বাং
যো বুদ্ধিযোগো ভজতে হি নিত্যম্।

অর্জ্জুনকে খড়্গ লইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আগুবাড়াইয়া গেলেন ; কহিলেন, 'লোকটা ত' একে মাতাল, তাহার উপর হাতে খোলা তরবারী ; নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে উহার নিকট পাঠাইয়া, আমি তোমার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম'। ৪০।

অ। মাতালটা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকেই পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে যে তরবারি, তাহা আমারই রক্তের জন্য পিপাসু হইয়া রহিয়াছে। আমার সেই রক্ত সম্মুখে পাইয়াও, যখন তাহার তরবারি তাহা পান করিতে নিবৃত্ত রহিল, তখনই বুঝিতে পারিলাম, তোমার কোন্ দুই শক্তি আমাকে রক্ষা করিল— যে দুই শক্তিদ্বারা তুমি পরমাত্মা হইয়াও আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সেই দুই শক্তি জীবে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপে বিদ্যমান্। [এই ব্যক্তির অর্জ্জুন হওয়া অসম্ভব,—অসম্ভাবনা। এই ব্যক্তি একজন পথিক-মাত্র, অর্জ্জুন নহে, ইহাই বিপরীতভাবনা।] ৪১, ৪২।

প্রতিশ্রুতস্তে সুলভো ন যোগৈ
বিয়োগবৎ সংশয়মোহমত্যোঃ ॥ ৪৩
ভৃগোঃ পদাঘাতমবাধমচ্যুত
কথং হি মৃষ্যন্নকরোর্দ্বিজাগ্রণীম্।
ত্বদীয় ভক্তেক্ষণশূলদুঃসহম্
যথা স হন্যেত শৃগালকোকবৎ ॥ ৪৪

কৃ। ঐশে সত্ত্বে বিশুদ্ধে ভবতি হি নিকষোঽহংকৃতেঃ সন্নিবৃত্তি
র্হ্যেবং মত্বা স লত্তাপ্রহরণমকরোন্মে হৃদি স্বাপকালে ॥
অক্ষোভ্যানন্দরূপত্বমপি চ ভবতি প্রেষ্ঠশুদ্ধৌ প্রমাণম্
খ্যাতুর্ধৈতন্নিরার্ত্তিং চরণমকরবং তস্য সম্বাহনাদ্যৈঃ ॥ ৪৫
বিন্দৌ সিন্ধুং নিরীক্ষ্য ব্রজতি ময়ি লয়ং জ্ঞানমিশ্রা হি ভক্তিঃ
সিন্ধুং বিন্দৌ নিরুন্ধ্যাকলয়তি বত মাং জ্ঞানহীনা যদা সা।

আরও বুঝিলাম, কে আমাকে তোমার নিকট আবার ফিরাইয়া আনিল; যে তোমাকে নিত্য ভাবনা করে, তাহাকে যে বুদ্ধিযোগ দিতে তুমি প্রতিশ্রুত আছ, তাহাও সেই বুদ্ধিযোগ; তাহা উক্ত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার অপনয়নের ন্যায়, ভক্তিযোগভিন্ন অন্যযোগসাধ্য নহে। ৪৩।

হে অচ্যুত, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি ভৃগুর পদাঘাত অবাধে সহ্য করিয়া সেই দ্বিজবরকে তোমার ভক্তগণের নিকট চক্ষুঃশূলের ন্যায় দুঃসহ করিয়া রাখিলে, তাহাতে তিনি শৃগাল বৃকের ন্যায় (তাহাদের হাতে) নিহত হইতে পারেন। ৪৪।

কৃ। ভৃগু ভাবিয়াছিলেন, যে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ, অহঙ্কারের একান্ত নিবৃত্তিই তাহার নিকষ (বিশুদ্ধিপরীক্ষার উপায়)—সত্ত্বগুণের সহিত অহঙ্কারের লেশও না থাকিলে তাহাই ঈশ্বরের নিজমূর্ত্তি। এই ভাবিয়া তিনি (ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে পরীক্ষা করিবার পর) যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম, তখন আমার বুকের উপর লাতিপ্রহার করেন। (তিনি বুঝেন নাই যে) আরাধ্য দেবতার স্বরূপভূত আনন্দ, (সর্ব্বাবস্থায়) অবিচলিত থাকিলে, তাহাই তাঁহার সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধির প্রমাণ; এই তত্ত্বটি তাঁহার বুদ্ধিতে পৌছাইয়া দিবার জন্য, তাঁহার চরণ টিপিয়া, হাত বুলাইয়া, আমি তাঁহার চরণের ব্যথা দূর করি। ৪৫।

আবিষ্কুর্ব্বন্ তদাহং শিশুমুখবিলগা লোকসংস্থা দ্বিসপ্ত
হ্রস্বী কুর্ব্বন্নভীক্ষ্ণং শিশুকরনহনং জ্ঞানমীহে প্রদাতুম্ ॥ ৪৬
গত্বা প্রদর্শয় শিরস্তব সংশ্রুতং যৎ
ক্ষীবায় বেদয় সখে তব কিং ন যোগিন্.
জ্ঞাতং সখা তব রিপো হৃদয়ে নিলীনো
হ্যাস্তে তবাদরবিদারমপেক্ষমানঃ ॥ ৪৭

অ। ক্ষীবং সশস্ত্রং হ্যগমং ন ভীতঃ
তস্মাদশস্ত্রাত্তু বিভেতি চিত্তম্।
ন বেত্তি হেতুং তৃষিতং তু বেত্তুং
কৃষ্ণা কিমর্থং মরণায় কৢপ্তা ॥ ৪৮

কৃ। পাঞ্চালী মাং বিপদিশরণং পাণ্ডবানাঞ্চ মত্বা
পাঞ্চালীং মামিব কৃতবতী সূদতৃপ্তং করস্থাম্।
নাভূমত্বং সুখরিবহিতং কেবলং মৃত্যুরূপং
খ্যাতুঞ্চৈতন্নিখিলজঠরে বহ্নিমূর্ত্তি হৃ্যকাশে ॥ ৪৯

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই বিন্দুতে সিন্ধু দেখিতে পাইয়া, আমাতে লয় পায়। সেই ভক্তি জ্ঞানহীনা হইলে, সিন্ধুকে বিন্দুতে আবদ্ধ করিয়া, যখন আমাকে ধরিতে যায়, তখনই আমাকে শিশুমুখগহ্বরে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখাইয়া, শিশুকরবন্ধনের রজ্জুকে বার বার ছোট করিয়া, আমাকে জ্ঞানপ্রদান করিতে হয়, (জ্ঞানহীনা ভক্তিকে জ্ঞানমিশ্রা করিতে হয়)। ৪৬।

সখে, এখন যাও, তুমি যে মুণ্ড সেই মাতালকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ, তাহা দেখাইয়া তাহাকে বলিও 'হে যোগিন্, তোমার সখা তোমার শত্রুর হৃদয়ে লুকাইয়া আছেন, এবং তাঁহার প্রতি তোমার অত্যন্ত আদরজনিত খড়্গবিদারণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। ৪৭।

অ। মাতালটা যখন সশস্ত্র ছিল, তখন তাহার নিকট যাইতে আমার আদৌ ভয় হয় নাই। এখন সে নিরস্ত্র; এখন কিন্তু তাহার নিকট যাইতে মন ভয় পাইতেছে। মন ইহার কারণ বুঝে না, জানিতে কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক। আর দ্রৌপদীকে মারিবার জন্য কেনই বা তাহার সঙ্কল্প ?

কৃ। পাঞ্চালী আমাকে নিজের ও পাণ্ডবদিগের,বিপদে আশ্রয় বলিয়া জানিয়া, উত্তম উত্তম ব্যঞ্জনাদি খাওয়াইয়া আমাকে হাতের পাঞ্চালী বা পুত্তলিকা করিয়া

নিশম্য চৈতদ্বিমৃশংশ্চ ভাবম্
সসার নপ্তাভিমুখং স পার্থঃ।
দিক্‌চক্রবালে ন বিবেদ কঞ্চিৎ
স্বপ্নাদ্বিমুক্তা প্রহিতেব দৃষ্টিঃ ॥ ৫০
মুখং পরাবর্ত্ত্য সখায়মীক্ষিতুং
দদর্শ ক্ষীবং প্রবিশন্তমর্চ্চিষা
হরেরুরঃ কৌস্তুভবাস্তলেখয়া
ভুজপ্রসারৈঃ কৃতশোভনাগতম্ ॥ ৫১

অ। অহো সখে কিং নরঘাতকস্য
সিংহাসনং তে হৃদি নির্ম্মিতং স্যাৎ?।

কৃ। ন্যস্তো হি মৌলৌ সুখয়েন্ন নেত্রে
মজ্জীব সর্ব্বেষ্বভয়স্য দাতা ॥ ৫২

অ। তথাপি নারীদ্বিজজীবহন্তা।

কৃ। **মৈবং, স লোকে মম মুখ্যভক্তঃ।**

রাখিয়াছে। যাহা ক্ষুদ্র বা সসীম তাহা যে কেবল সুখহীন,তাহা নহে ; তাহা মৃত্যুরূপ (গাঢ় অজ্ঞানস্বরূপ)। এই তত্ত্ব তাহাকে বুঝাইবার জন্যই আমি সকলজীবের (বিশেষতঃ সশিষ্য দুর্ব্বাসার) জঠরে বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে দ্রৌপদীর নিকট প্রকটিত হইয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া এবং তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অর্জ্জুন সেই ন্যাংটার অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু দিঙ্মণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্ন দেখিবার পর চক্ষু খুলিলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কিছুই দেখা যায় না, সেইরূপ।

তখন সখা-শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য অর্জ্জুন যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি দেখিলেন সেই মাতালটা, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েই প্রবিষ্ট হইতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অবস্থিত কৌস্তুভমণি হইতে যে সকল জ্যোতির্লেখা বিনির্গত হইতেছে, তাহারা যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে স্বাগতাভ্যর্থনা করিতেছে।

অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'সখে নরহন্তার সিংহাসন তোমার হৃদয়েই নির্ম্মিত হইবে না কি ?

কৃষ্ণ। তাহাকে মস্তকের চূড়ায় রাখিলে, সে যে (সর্ব্বক্ষণই) আমার নয়নে আনন্দ দিতে পারিবে না। সে যে আমার সমস্ত জীবকেই অভয় দিয়াছে।

অ। তাহা হইলেও সে যে নারীহন্তা, বিপ্রহন্তা ও জীবহন্তা।

কৃ। এমন কথা বলিও না, ত্রিভুবনে সে-ই আমার প্রধান ভক্ত।

অ। বুদ্ধের্গতিস্তে গহনা সদৈব
প্রীতে র্মিষেণ ত্বয়ি ভক্তিদম্ভী। ৫৩
হত্বাপি লোকান্ দিবি দায়ভাক্ স্যাৎ
বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যবদীশনিন্দা॥

কৃ। জ্ঞাতং কিমর্থং তৃণমত্তি শুষ্কং
ন ধারয়েদ্ যন্মনুজস্য জীবং ?।

অ। জ্ঞাতং হ্যহিংসাব্রতমেব হেতুঃ॥ ৫৪

কৃ। যঃ প্রাণানাং শরীরং সপদি বিজহতাং পাতি কৃত্যামহিংসাং
মত্বা মাং ধর্ষিতং যঃ পরিহরতি চ তাং তৎক্ষণাদস্মদর্থে।
নূনং তেনৈব বুদ্ধং কথমিহ বিসৃজন্ সর্ব্বধর্ম্মান্ মনুষ্যো
মামেব প্রাপ্য মুখ্যং শরণদমচিরং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ॥ ৫৫

ইতি শ্রীদুর্গাচরণবিরচিতং ক্ষীবার্জ্জুনীয়ং সমাপ্তম্॥

সুধীভিঃ কৃপয়া শুদ্ধিঃ কার্য্যা।

পৃষ্ঠায়াং	পংক্তৌ	অশুদ্ধং	শুদ্ধম্
১।৶০	৪	শুক্রানি	শুক্রাণি।
১৷৷/০	৯	চঙ্ক্রমনা	চঙ্ক্রমণা।
১৷৷৵০	১৭	শষ্পকানি	শষ্পকাণি।
২/০	১১	মনাগ্গরীয়ঃ	মনাগ্গরীয়ান্।

অ। তোমার বুদ্ধির গতি চিরদিনই দুর্ব্বোধ্য। তোমার প্রতি ভক্তির ছলনা করিয়া যে আপনাকে ভক্ত বলিয়া দম্ভ করে, সে লোকের প্রাণবধ করিয়াও স্বর্গ-বাসের অধিকারী হইল! ইহাতে পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় ঈশ্বরের নিন্দাই রটিবে।

কৃ। তুমি কি জান, কিজন্য সে শুষ্ক তৃণ খাইতেছে?

অ। জানি, অহিংসাব্রতই তাহার কারণ।

কৃ। প্রাণ শরীরকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেও, সেই প্রাণকে অনাদর করিয়া যে অহিংসাকে কর্ত্তব্য বলিয়া পালন করে, সে, যখনই মনে হইল, আমি অবমানিত

হইয়াছি, তখনই সে আমার জন্য অহিংসাব্রত পরিত্যাগ করিল, (ব্রহ্মহত্যাদি করিতে প্রস্তুত হইল !) বস্তুতঃ কেবল সেই ব্যক্তিই বুঝিয়াছে, লোকে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই শরণদাতা বলিয়া আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে অচিরে সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইতে পারে।

ইতি—শ্রীদুর্গাচরণবিরচিত “ক্ষীবার্জ্জুনীয়” সমাপ্ত।

পাতঞ্জলদর্শনের বিষয়সূচী।

সমাধিপাদ।

সাধন পাদ।

বিভূতিপাদ।

কৈবল্যপাদ।

উপক্রমণিকা।

জগৎপ্রপঞ্চে প্রকৃতির জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই তিনটি শক্তিই পরিলক্ষিত হয়।* জ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য, ক্রিয়া রজোগুণের কার্য্য, এবং বল (সঞ্চিত শক্তি) তমোগুণের কার্য্য। (গীতার ১৭শ অধ্যায়ে এই গুণত্রয়ের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়)। এই হেতু জগৎপ্রপঞ্চ উক্ত গুণত্রয় নির্ম্মিত বলিয়া বুঝা যায়।

অন্তঃকরণ জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত একটী প্রপঞ্চ। সেই হেতু অন্তঃকরণও উক্ত গুণত্রয়নির্ম্মিত। তবে অন্তঃকরণোপাদানের মধ্যে সত্ত্বগুণেরই আধিক্য-বশতঃ অন্তঃকরণকে সাত্ত্বিক বলা হয়। অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ, জ্ঞানোৎপত্তির প্রধান কারণ; রজোগুণ, রাগাদি চেষ্টার উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং তমোগুণ, স্থিতির বা সংস্কারধারণের প্রধান কারণ।

অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ, রাগাদিচেষ্টারূপ, ও সংস্কাররূপ এই তিন ধর্ম্মকে চিত্ত বলা হয়।

চিত্তকে অনুভবের বিষয় করিতে গেলে, দেখা যায় যে চিত্তের কতকগুলি ভাব পরিস্ফুট ও কতকগুলি গুপ্ত। পরিস্ফুট ভাবগুলির নাম প্রত্যয় এবং গুপ্ত ভাবগুলির নাম সংস্কার। জ্ঞান ও রাগাদি চেষ্টারূপ চিত্তধর্ম্ম পরিস্ফুট; এইহেতু প্রত্যয়ের অন্তর্গত। চিত্তের অপর ধর্ম্ম সংস্কারের অন্তর্গত। পরিস্ফুট শব্দের অর্থ লয়োদয়শীল।

প্রত্যয়ের লয়োদয়শীল জ্ঞানরূপ অবস্থাই যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নামে অভি-হিত। খণ্ড খণ্ড জ্ঞানাবস্থাই চিত্তবৃত্তি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সকল প্রাণীর চিত্ত স্বভাবতঃ মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ অবস্থার কোন না কোনটিতে থাকে। মনুষ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় অযোগী ও যোগী। সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত মূঢ় ও ক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে বলিয়া মনুষ্য সাধারণতঃ অযোগী। মূঢ়ের চিত্ত তমোগুণ প্রধান, ক্ষিপ্তের চিত্ত

---

* মোটামুটি বুঝিতে গেলে জগৎপ্রপঞ্চে Potential, Kinetic ও Sentient এই তিন প্রকার energy দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দুই প্রকার energy, Physics শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; Sentient energy, psychology শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; উক্ত দুই শাস্ত্র ভারতীয় জড়বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত।

রজোগুণ প্রধান, এইমাত্র প্রভেদ। এই অযোগিগণের চিত্তকে অশ্রেয়ঃ, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকে।

বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগের প্রারম্ভ; বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রচিত্তে যোগের সাধনা এবং নিরুদ্ধচিত্তে যোগের পরিসমাপ্তি বা উদ্‌যাপন।

বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র ভূমিকার যোগী তিন প্রকার হইয়া থাকেন যথা (১) প্রথমকল্পিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ।

প্রথমকল্পিক যোগীর চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য এবং অপ্রধান রজঃ ও তমোগুণতুল্যবল। মধুভূমিক ও প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ যোগীর চিত্ত সত্ত্বপ্রধানরজোগুণযুক্ত কিন্তু বিতমস্ক। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই দুই প্রকার যোগীর চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই দুই প্রকার যোগীর মধ্যে প্রভেদ এই, ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞা নামক অলৌকিক জ্ঞানলাভ হইলে, যোগীর নাম মধুভূমিক এবং ভূতেন্দ্রিয়জয় হইলে তাঁহার নাম প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ।

নিরুদ্ধ ভূমিকায় পৌঁছিলে, যোগীর নাম অতিক্রান্তভাবনীয়। নিরুদ্ধভূমিকারূঢ় যোগীর চিত্ত, "শুদ্ধসত্ত্ব" অর্থাৎ তাঁহার চিত্তের সত্ত্বগুণ বিধূতরজস্তমোমল। এই ভূমিকায় বিবেকখ্যাতি (বুদ্ধি ও পুরুষের পৃথক্‌ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা) প্রসঙ্খ্যান (বিবেকার্জ্জন) ও ধর্ম্মমেঘ (পুরুষমাত্র ধ্যান) যোগীর চিত্তকে আশ্রয় করে; তাহার পরিণাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং তদ্দ্বারা কৈবল্যলাভ। ইহাই সংক্ষেপতঃ পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের তৎপর্য্য।

———

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীরামানন্দযতিবিরচিত "যোগমণিপ্রভা" টীকার

অনুবাদ সহিত

পাতঞ্জল দর্শন।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বন্দে ক্লেশাদ্যসংস্পৃষ্টং পুরাণপুরুষং হরিং।
প্রকৃত্যা সীতয়া জুষ্টং যোগেশং যোগদায়িনম্ ॥১॥

অন্বয়। (অহং) ক্লেশাদিভিঃ অসংস্পৃষ্টং পুরাণপুরুষং প্রকৃত্যা সীতয়া জুষ্টং যোগেশং যোগদায়িনং হরিং বন্দে ॥১॥

অনুবাদ। প্রকৃতিরূপিণী সীতা যাঁহাকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন এবং যিনি যোগেশ্বর বলিয়া যোগিগণকে যোগসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় প্রভৃতির দ্বারা অকলঙ্কিত * সনাতন পুরুষ হরিকে বন্দনা করি।

পতঞ্জলিং সূত্রকৃতং প্রণম্য ব্যাসং মুনিং ভাষ্যকৃতং চ ভক্ত্যা।
ভাষ্যানুগাং যোগমণিপ্রভাখ্যাং বৃত্তিং বিধাস্যামি যথামতীড্যাম্ ॥২॥

অন্বয়। সূত্রকৃতং পতঞ্জলিং, ভাষ্যকৃতং ব্যাসং মুনিং চ ভক্ত্যা প্রণম্য ভাষ্যানুগাং যোগমণিপ্রভাখ্যাং ইড্যাং বৃত্তিং যথামতি বিধাস্যামি ॥২॥

অনুবাদ। সূত্রকার পতঞ্জলিকে এবং ভাষ্যকার মুনি ব্যাসকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, ভাষ্যানুসারিণী যোগমণিপ্রভানাম্নী টীকা আমি স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে রচনা করিব, যাহাতে ইহা সজ্জনসমাদৃত হইতে পারে।

ভগবান্ পতঞ্জলি, বিচারশীল ব্যক্তিদিগের, এই শাস্ত্রের বিচারে যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, এই নিমিত্ত সেই প্রবৃত্তির প্রযোজক শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়টী সূত্রের দ্বারা সূচনা করিতেছেন :—

---

* সমাধি পাদে ২৪ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥১॥

অথ যোগানুশাসনম্ (কথ্যতে)।

এস্থলে "অথ" শব্দের অর্থ "আরম্ভ"; যোগশাস্ত্রের আরম্ভ করা হইতেছে, ইহাই ইহার অর্থ। যদিও হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) এই যোগশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই শাস্ত্র অত্যন্ত বিস্তৃত, এই মনে করিয়া সেই শাস্ত্রের অনুযায়ী এই শাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে, এই কথাই সূত্রকার "অনুশাসনম্" শব্দের দ্বারা সূচনা করিতেছেন। (অনু—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ, ব্রহ্মার যোগোপদেশের পশ্চাৎ, তাহারই অনুসরণে, পতঞ্জলি এই যোগোপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া এই উপদেশকে 'অনুশাসন' বলিয়াছেন।) এই সূত্রে যোগই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য **বিষয়** (১) ইহাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ইহতে জানা যাইতেছে যে যাঁহার যোগসম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা আছে, তিনিই এই শাস্ত্রের **অধিকারী** (২)। যোগের ফল বা **প্রয়োজন** (৩) কৈবল্য বা স্বরূপে অবস্থান। আর বিষয়, অধিকারী ও ফল এই তিনের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহাই গ্রন্থের **সম্বন্ধ** (৪) নামক অনুবন্ধ, (অর্থাৎ যোগরূপ বিষয় এবং কৈবল্যরূপ ফল, এই দুয়ের মধ্যে উপায়-উপেয় সম্বন্ধ, অধিকারী ও ফল এই দুয়ের মধ্যে প্রাপক-প্রাপ্য সম্বন্ধ) এই রূপে এই শাস্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় সিদ্ধ হয়, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে যোগ দুই প্রকারের, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সেই যোগ চিত্তেরই ধর্ম্ম, কেননা চিত্তের বৃত্তিসকল চিত্তেরই ধর্ম্ম বলিয়া সেই বৃত্তি সকলের নিরোধরূপ যোগও চিত্তের ধর্ম্ম *। সেই চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা যথা,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে ক্ষিপ্তনাম যে ভূমি রজোগুণের প্রভাবে অত্যন্ত চঞ্চল, তাহা দৈত্যদিগের ভূমি। মূঢ় নামক যে ভূমি তমোগুণের প্রভাবে নিদ্রাদিবিশিষ্ট, তাহা রাক্ষসদিগের ভূমি। বিক্ষিপ্তনামক যে ভূমি, তাহা ক্ষিপ্তনামক ভূমি হইতে ভিন্ন; তাহা দেবতা ও তজ্জাতীয় জীবের ভূমি। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত এই দুই ভূমির মধ্যে প্রভেদ এই যে বিক্ষিপ্ত ভূমিতে অত্যন্ত চঞ্চল চিত্তও কখন কখন স্থিরতা লাভ করে। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই দুই ভূমিতে যোগের গন্ধও নাই অর্থাৎ সেই দুই ভূমিতে যোগসিদ্ধি একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ কখন কখন উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা প্রচুর

* যোগ চিত্তের পক্ষে আগন্তুক হইলে যোগাভ্যাস কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক হইত, এবং বক্ষ্যমাণ উপদেশও নিরর্থক হইত।

বিক্ষেপরূপ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে (নবোদ্গত অঙ্কুরের ন্যায়) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া নিষ্ফল হয়; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যাহাকে যোগ বলে, তন্মধ্যে তাহাকে গণ্য করা যায় না।/ কিন্তু যে চিত্ত একাগ্র, সত্ত্বগুণপ্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্যে অবস্থিত, সেই চিত্তে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নিরোধ সহ এক প্রকার সাত্ত্বিকবৃত্তিরূপ **সম্প্রজ্ঞাত যোগ** উৎপন্ন হয়।, তদ্দ্বারা, শব্দপ্রমাণ এবং অনুমানপ্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া যে বস্তু পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অননুভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং সাক্ষাৎকার লাভ হইলে অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর **অসম্প্রজ্ঞাত যোগ** উৎপন্ন হয়। তাহাতে সাত্ত্বিক বৃত্তিরও নিরোধ ঘটে। সেই যোগ কেবল সংস্কাররূপে অবশিষ্ট নিরুদ্ধচিত্তে উৎপন্ন হয়। ভগবান্ ভাষ্যকার ব্যাস এই কথাই (এইরূপে) বলিতেছেন—"কিন্তু যে যোগ একাগ্রচিত্তে সৎস্বরূপ বস্তুকে প্রকাশিত করে, ক্লেশসমূহের বিনাশ সাধন করে, কর্ম্মবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়, এবং চিত্তের নিরোধকে নিকটবর্ত্তী করে, সেই যোগ **সম্প্রজ্ঞাত** যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে"।, এক্ষণে উক্ত দুই প্রকার যোগের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন :—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥২॥

চিত্তস্য বৃত্তয়ঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ, তাসাং নিরোধঃ যোগঃ (উচ্যতে)।

চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। ইহাই সূত্রের অর্থ। এইহেতু সম্প্রজ্ঞাত যোগে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকিলেও অর্থাৎ তাহার নিরোধ না হইলেও তাহাকে যোগ বলে এবং যোগের উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি বা একাংশবৃত্তিতারূপ দোষ ঘটে না। (প্রশ্ন) আচ্ছা চিত্ত নামক বস্তু একটি হইলেও তাহার অনেকগুলি অর্থাৎ ক্ষিপ্ত প্রভৃতি পাঁচটী ভূমি কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইরূপ যদি আশঙ্কা করা হয়, (তদুত্তরে আমরা বলি) ইহাতে দোষ হয় না, কেননা চিত্ত ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণদ্বারা নির্ম্মিত। চিত্ত, জ্ঞানসুখাদিস্বভাব বলিয়া, প্রবৃত্তিগুণাদিবিশিষ্ট বলিয়া এবং আলস্যদৈন্যাদিযুক্ত হওয়াতে, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তন্মধ্যে, যখন রজঃ ও তমোগুণ দুইটি, সত্ত্বগুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকিয়া পরস্পর সমান হয়, তখন চিত্ত

সত্ত্বগুণবশতঃ ধ্যানাভিমুখ হয়, এবং তখন তাহা তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে এবং রজোগুণবশতঃ ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া বিষয়প্রিয় হইয়া পড়িলে, তাহাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে। কিন্তু যখন চিত্ত তমঃপ্রধান হইয়া মূঢ় হইয়া পড়ে, তখন অশ্রেয়, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ভোগ করে। এ স্থলে অজ্ঞান অর্থে ভ্রম ও নিদ্রা বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন চিত্ত রজঃপ্রধান হয়, তখন তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। এই ক্ষিপ্ত ও মূঢ় নামক ভূমিদ্বয় সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ যোগিভিন্ন লোকের হয়। কিন্তু বিক্ষিপ্তনামক ভূমি প্রথম যোগীরই (যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত নূতন সাধকেরই) হইয়া থাকে। যোগী চারিপ্রকার, যথা—(১) প্রথমকল্পিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, ও (৪) অতিক্রান্ত ভাবনীয়। তাহাদের লক্ষণ পরে বলা হইবে। আবার যদি চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া একেবারে তমোগুণশূন্য কিন্তু রজোগুণযুক্ত হয়, তখন সম্প্রজ্ঞাত যোগে * সিদ্ধ দুইপ্রকার মধ্যমযোগীর চিত্ত একাগ্র হইয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। কিন্তু যখন চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া একেবারে রজস্তমোমলশূন্য হয়, তখন যোগী বিবেকখ্যাতি করিয়া ধর্ম্মমেঘনামক কেবলমাত্র পুরুষধ্যান করে। তাহার পর 'প্রসংখ্যান' হয়; ধ্যানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তখন চিত্ত এইরূপ নিশ্চয় করে যে "চিতিশক্তি অপরিণামিনী অর্থাৎ তাহার সুখদুঃখাদি আকারে পরিণাম হয় না; তাহা অপ্রতিসংক্রমা অর্থাৎ বিষয়সঙ্গশূন্যা অর্থাৎ নির্লেপা, তাহা দর্শিতবিষয়া অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হইয়া, চিতিশক্তিকে বিষয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা শুদ্ধা এবং অনন্তা"। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিবেকখ্যাতি নামক যে সত্ত্বগুণের বিকার, তাহাতেও আসক্তিশূন্য হইয়া, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ চিত্তের অবস্থা চতুর্থ প্রকার যোগীরই হইয়া থাকে। তাহাই পূর্ব্বোক্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি; এই অবস্থায় কিছুই প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এই পর্য্যন্ত বলিলে আপাততঃ পর্য্যাপ্ত হইবে। "চিতিশক্তি" হইতে 'অনন্তা' পর্য্যন্ত শব্দগুলি ব্যাসভাষ্য হইতে উদ্ধৃত অংশ বিশেষের অনুবাদ। এস্থলে 'অপ্রতিসঙ্ক্রমা' এই শব্দের অর্থ এই যে সর্প যেরূপ গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ সঞ্চরণ করে না সেইরূপ চিতিশক্তি বুদ্ধ্যাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া সঞ্চরণ করে না। বুদ্ধি কর্তৃক বিষয় দর্শিত হয়, যাহার প্রতি, তাহাকে 'দর্শিতবিষয়া' বলে। 'শুদ্ধ' শব্দের অর্থ সুখ-দুঃখ-মোহশূন্য ॥ ২ ॥

---

* ১৭শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

আচ্ছা, পুরুষ ত' স্বরূপতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বৈ আর কিছুই নহে ; তাহা হইলে বুদ্ধি বৃত্তির নিরোধ ঘটিলে পুরুষের অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকে ? এই আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত সূত্র করিতেছেন :—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥৩॥

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্ (ভবতি)।

তখন দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের নিজরূপে অবস্থান হয়। যখন চিত্তের শান্ত অর্থাৎ সাত্ত্বিক, ঘোর অর্থাৎ রাজসিক, মূঢ় অর্থাৎ তামসিক, সকল বৃত্তিরই নিরোধ ঘটে, তখন দ্রষ্টার অর্থাৎ চিদাত্মার স্বাভাবিকরূপে স্থিতি ঘটে। স্ফটিকের সন্নিহিত জবাকুসুমকে সরাইয়া লইলে স্ফটিকের যেরূপ অবস্থা হয় সেইরূপ। চৈতন্যমাত্রই পুরুষের স্বরূপ, বৃত্তিগুলি পুরুষের স্বরূপ নহে। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥৩॥

ভাল, তাহা হইলে ত' ব্যুত্থান হইলে অর্থাৎ বৃত্তিনিরোধের পর বৃত্তির প্রচার হইলে, পুরুষের আপন স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

ইতরত্র বৃত্তিসারূপ্যম্ (ভবতি)।

অন্য সময়ে (পুরুষের), চিত্তবৃত্তির সহিত সমানরূপতা ঘটে।

অন্যসময়ে অর্থাৎ নিরোধ ছাড়িয়া ব্যুত্থান অবস্থা ঘটিলে, শান্ত, ঘোর প্রভৃতি চিত্তের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহার সহিত সমানরূপতা ঘটে অর্থাৎ বৃত্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধিকে পৃথক করিয়া না জানা হেতু পুরুষের 'আমি শান্ত, আমি দুঃখী ও আমি মূঢ়' এই রূপে বৃত্তির সহিত একরূপতাভ্রম ঘটে। ইহাই সূত্রের অর্থ। এই হেতু পুরুষের স্বরূপাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ স্খলন ঘটে না। নিকটে জবাফুল থাকা হেতু, যখন স্ফটিককে লোহিত বলিয়া ভ্রম হয়, তখন তাহার প্রকৃত শুভ্র-স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটে না। ইহাই ভাবার্থ। চিত্তের নিরোধে মুক্তি এবং ব্যুত্থান অবস্থায় বন্ধ, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য ॥৪॥

যে সকল বৃত্তির নিরোধসাধন করিতে হইবে, সেই সকল বৃত্তি সংখ্যায় কতগুলি, তাহাই এই সূত্রে বলিতেছেন :—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ, ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

বৃত্তয়ঃ (প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ইতি) পঞ্চতয্যঃ।

(পরমার্থসাধনাপেক্ষয়া দ্বিতয্যঃ) ক্লিষ্টাঃ, অক্লিষ্টাঃ।

বৃত্তি সকল পাঁচ প্রকারের, (কিন্তু পরমার্থসাধনের জন্য তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। ভোজরাজকৃত "বার্ত্তিকে" এই বিশেষ কথা উক্ত হইয়াছে, যে দ্বিতীয় সূত্রে যে "চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই পদের উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে "নিরোধ" অর্থাৎ নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সূত্রকার তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে "চিত্তের" ব্যাখ্যা করিলেন এই রূপে—যাহার নিরোধে মুক্তি ও ব্যুত্থানে বন্ধন, তাহাকেই চিত্ত বলে। এক্ষণে এই পঞ্চম সূত্রের দ্বারা "বৃত্তির" ব্যাখ্যা করিয়া, ("অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্" ইত্যাদি) দ্বাদশ সূত্র হইতে প্রথম পাদের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা "নিরোধ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চতয্যঃ—পঞ্চন্+অবয়বার্থে তয়প্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=পঞ্চতয়ী শব্দ ১মার বহুবচন। বৃত্তিশব্দে সাধারণতঃ সকল প্রকার বৃত্তিকে বুঝিতে হইবে। চৈত্র নামক, মৈত্রনামক ইত্যাদি নানাব্যক্তির চিত্তভেদে, বৃত্তির প্রকারও বহু বলিয়া এই সূত্রে "বৃত্তয়ঃ" এই পদটি বহু বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। অগ্রিম সূত্রে অর্থাৎ ষষ্ঠ সূত্রে "প্রমাণ" প্রভৃতি পাঁচটি ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বৃত্তি নামক জাতির পাঁচটি অবয়ব। পাঁচ হইয়াছে অবয়ব যাহাদিগের, তাহারা পঞ্চতয়ী।

সেই পাঁচ প্রকারের বৃত্তির কোন্‌গুলি হেয় ও কোন্‌গুলি উপাদেয়, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই শ্রেণীতে আর এক প্রকার বিভাগের উল্লেখ করিলেন। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি ক্লেশের হেতু বলিয়া তাহাদিগকে "ক্লিষ্ট"নামক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। বন্ধনই এই সকল বৃত্তির ফল। "প্রমাণ" প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, সকল জীবই সেই সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি বশতঃ কর্ম্ম করিয়া সুখ প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়। যে সকল বৃত্তি ক্লেশের বিনাশ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে, সেই হেতু, "অক্লিষ্ট" বলা হইয়া থাকে। তাহারাই মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। যে সকল অক্লিষ্ট বৃত্তি, সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের ভিন্নতা অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করে, তাহারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা, ক্লিষ্ট বৃত্তির স্রোতের মধ্যে উৎপন্ন হয়, এবং তাহারা নিজে যে সকল অক্লিষ্ট সংস্কার উৎপাদন করে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ সেই সকল সংস্কার বৃদ্ধি পাইলে, ক্লিষ্ট সংস্কারের নিরোধ

দ্বারা ক্লিষ্টবৃত্তিস্রোতকে নিরোধ করিয়া, পরবৈরাগ্যবশতঃ তাহারা নিজেও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর চিত্ত, সংস্কারমাত্ররূপে পর্য্যবসিত হইয়া বিলীন হইলে, মুক্তি হয়। ইহাই পঞ্চম সূত্রের ভাবার্থ ॥৫॥

এই স্থানে সেই পাঁচটি বৃত্তির উল্লেখ করিতেছেন :—

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥৬॥

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ (ইতি পঞ্চতয্যঃ বৃত্তয়ঃ)।

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি ; এতদ্ভিন্ন অন্যবৃত্তি নাই। ইহাই এই সূত্রে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখের ফলরূপে, জানা গেল ॥৬॥

তন্মধ্যে প্রমাণ নামক বৃত্তির বিভাগ করিতেছেন।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি (ভবন্তি)

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ)—এই তিনটিই প্রমাণ। প্রমাণ তিনটি বৈ নহে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। এস্থলে প্রমার করণকে প্রমাণ বলে, ইহাই প্রমাণরূপ জাতির সাধারণ লক্ষণ। অজ্ঞাতপদার্থবিষয়ক লৌকিক বোধ যাহা চিত্তের বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার নাম প্রমা। বৃত্তি তাহার করণ, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা ঘটাদি বস্তুর সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ঘটিলে, যে বৃত্তি, জাতি ও ব্যক্তিরূপ পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ নির্দ্ধারণ করে তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলে। তন্মধ্যে পদার্থাকারা বৃত্তিতে চিদাত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাও বৃত্তিদ্বারা বিষয়রূপে আকারিত হইয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলরূপ হয়। এইরূপে কোনও অতীন্দ্রিয় পদার্থ সামান্যরূপে অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জ্ঞাত থাকিলে, সমাধি অর্থাৎ চিত্তসংযমের দ্বারা তাহাতে যদি কোনও বিশেষ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনুমান প্রমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞানের * এবং আগম প্রমাণে, সঙ্গতি জ্ঞানের † অপেক্ষা আছে বলিয়া বহ্নিত্ব প্রভৃতি জাতিতে সেই সেই জ্ঞান হয়। সেই হেতু

* 'পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু সেখানে ধুম রহিয়াছে' এইরূপ অনুমানে যে, যেখানে যেখানে ধুম থাকে, সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে—এইরূপ জ্ঞানের আবশ্যক, সেই জ্ঞানের নাম ব্যাপ্তি-জ্ঞান। এস্থলে পর্ব্বত পক্ষ, ধুম লিঙ্গ এবং বহ্নি সাধ্য। উক্ত অনুমানে যে বহ্নিজ্ঞান হয় তাহা বহ্নিজাতিরই জ্ঞান, বহ্নিব্যক্তির নহে।

† সঙ্গতি শব্দে যোগ্যতা অর্থাৎ অর্থের অবাধ বুঝিতে হইবে। যেমন 'অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে' এই বাক্যে অর্থের বাধা হইতেছে।

উক্ত দুই প্রমাণ জাতিবিষয়ক বটে। তন্মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে "পক্ষে" অবস্থিত "লিঙ্গের" জ্ঞান হইতে, যে বৃত্তির দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদক জাতির * নির্দ্ধারণ হয় তাহাকে অনুমান (প্রমাণ) বলে।

কোনও আপ্ত ব্যক্তি নিজে কোন বিষয় দেখিয়া অথবা অনুমান করিয়া যে শব্দের দ্বারা উপদেশ করেন, সেই শব্দ হইতে শ্রোতার মনে সেই বস্তুবিষয়ক যে বৃত্তি হয়, তাহাকে আগমপ্রমাণ বলে। পরম আপ্ত ঈশ্বর বেদপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইবে ॥৭॥

বিপর্য্যয়ের লক্ষণ করা হইতেছে,—

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥

অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ মিথ্যাজ্ঞানম্ বিপর্য্যয়ঃ (ভবতি)।

যে পদার্থের যাহা স্বরূপ, সেই পদার্থের জ্ঞান যদি সেই স্বরূপানুযায়ী না হয়, তবে সেই জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান বলে, অর্থাৎ এক দ্রব্যকে অন্যরূপ বলিয়া জানা, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। তদ্রূপে অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে যাহার প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি নাই, তাহাকে অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ বলে।

যে যে বস্তুর যাহা যাহা প্রকৃত রূপ, জ্ঞান যদি সেই সেই রূপবিষয়ে প্রতিষ্ঠা-শূন্য হয় অর্থাৎ কোনও বাধা থাকাহেতু সেই সেই প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে "অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ" জ্ঞান বলে। এইরূপ বিচারে (নবমসূত্রোক্ত) বিকল্প 'অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ' হইয়া পড়ে, সুতরাং লক্ষণে যাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ না ঘটে, এই হেতু "মিথ্যাজ্ঞান" এই শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। সেই 'মিথ্যাজ্ঞান' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান যাইতেছে যে সেই মিথ্যাজ্ঞান তদ্বিষয়ক বস্তুর ব্যবহারবিলোপকারিনী যে বাধা নিজে জন্মাইয়াছে,তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, কিন্তু বিকল্পে সেইরূপ বাধা নাই। সেইহেতু কোন কোন পণ্ডিতের সেই বিষয়ে বাধাবুদ্ধি থাকিলেও পূর্ব্ববৎ ব্যবহারের লোপ হয় না। সংশয়, (দ্বিকো-টিক জ্ঞান হইলেও অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ বলিয়া) লক্ষ্যের মধ্যেই পরিগণিত হওয়াতে তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিল না। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। পাঁচ প্রকার ক্লেশ (দ্বিতীয়পাদের তৃতীয় সূত্রে কথিত) এই বিপর্য্যয়েরই ভেদ, ইহা পরে কথিত হইবে।

এক্ষণে বিকল্পের লক্ষণ বলিতেছেন :—

---

* অর্থাৎ বহ্নিজাতির; কোনও বিশিষ্ট কাষ্ঠাদির দ্বারা নির্ম্মিত বিশিষ্ট উত্তাপালোক বিশিষ্ট বহ্নির নহে।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৯॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যঃ (কিন্তু ব্যবহার্য্যবৃত্তিরূপঃ) বিকল্পঃ (ভবতি)।

যে বৃত্তি কেবলমাত্র শব্দজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তদনুসারে উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাহার অবলম্বনস্বরূপ কোন বস্তু নাই, তাহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। যেমন মনুষ্যশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি শব্দ শুনিবার পর 'অবশ্য আছে' এই প্রকার যে বস্তুশূন্যবৃত্তি জন্মে, তাহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। এই বিকল্পবৃত্তি বস্তুশূন্য বলিয়া ইহা প্রমাণ নহে অর্থাৎ কোন যথার্থ জ্ঞানের কারণ নহে। এই বিকল্পবৃত্তি, অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইলেও, ইহা অবশ্য থাকিয়া যায় এবং ব্যবহারের হেতু-স্বরূপ হয় বলিয়া, ইহাকে বিপর্য্যয় বলা যায় না। যেমন চৈতন্যই পুরুষ এই উভয়ের কোনও ভেদ নাই, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলেও লোকে যেমন 'পুরু-ষের চৈতন্য' এইরূপ বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা মিথ্যা ভেদ কল্পনা করে; তাহাই বিকল্পের দৃষ্টান্ত। (অথবা সংসারে ভাবপদার্থের অতিরিক্ত অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলেও লোকে যেরূপ বলিয়া থাকে "পুরুষঃ সর্ব্বধর্ম্মাভাববান্" অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের অভাবকে একটী বস্তুস্বরূপ ধরিয়া তাহার সহিত পুরুষের বিশেষণবিশেষ্যভাব কল্পনা করিয়া থাকে; তাহাও বিকল্পের দৃষ্টান্ত। এইরূপ 'রাহুর মুণ্ড' প্রভৃতি আরও (দিক্, কাল ইত্যাদি) বিকল্পের দৃষ্টান্ত আছে ॥ ৯ ॥

নিদ্রার লক্ষণ করিতেছেন—

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥১০॥

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিঃ নিদ্রা (ভবতি)।

যে তমোগুণ, আবরণরূপে উদিত হইয়া বস্তুসমূহের অভাব প্রতীত হয়, সেই তমোগুণকে অভাবপ্রত্যয় বলে। যে বৃত্তি, সেই তমোগুণকে আপনার বিষয়ীভূত করে তাহাকে নিদ্রা বলে। (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের) অভাবের প্রত্যয় অর্থাৎ হেতু (যে তমোগুণ) তাহাই যে বৃত্তির অবলম্বন, সেই বৃত্তির নাম নিদ্রা। [প্রত্যয়+ প্রতি+অয়্+অচ্; কার্য্যের প্রতি'অয়তে'অর্থাৎ'গচ্ছতি'গমন করে বলিয়া প্রত্যয় শব্দে 'হেতু' বুঝায়। তমোগুণই জাগ্রদ্বৃত্তি ও স্বপ্নবৃত্তি সমূহের অভাবের কারণ। সেই তমোগুণই আলম্বন অর্থাৎ বিষয় যে বৃত্তির, সেই বৃত্তিকে নিদ্রা বলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'বৃত্তি' এই পদের অনুবৃত্তি চলিতেছে বলিয়া, এই সূত্রে তাহার উচ্চারণ না করিলেও চলিত, কিন্তু উচ্চারণ করিবার কারণ এই যে, কেহ কেহ

বলেন যে নিদ্রা একটী বৃত্তি নহে, উহা জ্ঞানের অভাব মাত্র। সেই মত খণ্ডন করিবার নিমিত্তই এই সূত্রে 'বৃত্তি' শব্দের পুনরুচ্চারণ দেখা যায়। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে লোকে কখন কখন স্মরণ করে, 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম'। এই প্রকার স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে,যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ সেই অনুভব বুদ্ধিসত্ত্বসম্মিলিত তমোগুণকে অবলম্বন করিয়া জন্মিয়াছিল। লোকে আবার যখন স্মরণ করে 'আমি দুঃখে ঘুমাইয়াছিলাম,' তখন সেই স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ, সেই অনুভব রজোগুণযুক্ত তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার যখন লোকে স্মরণ করে, 'মূঢ় হইয়া গাঢ়ভাবে ঘুমাইয়াছিলাম' তখন সেই স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ,তাহা কেবল তমোগুণকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অনুভব বুদ্ধির ধর্ম্ম, তাহাকে নিদ্রা বলে। সেই বৃত্তি, একাগ্রবৃত্তির প্রায় অনুরূপ হইলেও তমোগুণজনিত বলিয়া যোগার্থিগণ অবশ্য তাহার নিরোধ করিবেন। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ॥ ১০ ॥

স্মৃতির লক্ষণ করিতেছেন—

অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ॥ ১১॥

অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ (ভবতি)।

যে বিষয় অনুভব করা গিয়াছে তাহার যে অসংপ্রমোষ অত্যাগ বা অনুভব-জনিত অনুসন্ধান, তাহাকেই স্মৃতি বলে।

(ষষ্ঠ সূত্রে প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৃত্তি দ্বারা,) যথার্থ জ্ঞান,(মিথ্যাজ্ঞান,) প্রভৃতি যে সকল অনুভব হয়, সেই সকল অনুভবহইতেই স্মৃতি জন্মে বলিয়া,তাহারাই স্মৃতির জনক বা পিতা। সংসারে পিতার ধন যেরূপ পুত্রের নিজস্ব হয়, সেইরূপ অনুভবের বিষয়ও স্মৃতির নিজস্ব হয়। স্মৃতি যদি পিতা-অনুভবের বিষয়ের অধিক বিষয় গ্রহণ করে, তবে তাহা পরস্বাপহরণ অর্থাৎ সম্প্রমোষ বা চুরি হয়। সেইরূপ অনুভবের বিষয় সম্বন্ধে যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তদধিক বিষয়ের অগ্রহণ, বা অনুভূত বিষয় মাত্রেরই গ্রহণ, তাহাকে স্মৃতি বলে। লোকের জ্ঞান যখন তাহার চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখন তাহাকে অনুভব বলে। সেই অনুভব স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তাহাকে জানিবার জন্য লোকের অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সেই অনুভব সকল সংস্কার উৎপাদন করে; সেই সকল সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি, অনুভবের বিষয় সকলকে

আপনার বা নিজস্ব করিয়া লয়। (শঙ্কা)।—আচ্ছা, কোন লোকে নিজ শরীরে (জাগ্রদাবস্থায়) গজের সহিত সংযোগ অনুভব না করিলেও, স্বপ্নে কেন তাহা স্মরণ করে (করিতে পারে, বা লোকের সেইরূপ করা সম্ভব হয়?) (উত্তর)। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা সেই স্বপ্নের গজ বিপর্য্যয়ের বিষয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান।

এক্ষণে উক্ত প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহের যাহাতে নিরোধ হইতে পারে, তাহারই উপায় বলিতেছেন :—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ (ভবতি)।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। (যেমন তীব্রবেগশালী নদীপ্রবাহকে অগ্রে বাঁধনির্ম্মাণ দ্বারা নিবারণ করিয়া, পরে তাহা হইতে ছোট ছোট প্রণালী প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রবাহরূপে পরিণত করা হয়, সেইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীর বিষয়াভিমুখ প্রবাহকে নিবারণ করিয়া সমাধির অভ্যাস দ্বারা প্রস্তুত প্রবাহরূপে পরিণত করা যায়।)

সকল প্রাণীরই চিত্তবৃত্তিরূপ নদী স্বভাবতঃই রূপরসাদি বিষয় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সংসাররূপ সাগরের (অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর) অভিমুখে ধাবিত হয়। যোগী (রূপরসাদি) বিষয়ে চিত্তবৃত্তির প্রবাহকে বৈরাগ্যের দ্বারা ভাঙ্গিয়া দেন এবং বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্যবিচার অভ্যাস করিয়া, সেই নদীর প্রবাহকে অন্তর্মুখ করিয়া দেন। সাধারণতঃ, লয় প্রাপ্ত হওয়া বা নিদ্রিত হওয়া এবং বিক্ষিপ্ত হওয়া, এই দুইটী চিত্তের স্বভাব। তন্মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া স্বভাবটি বৈরাগ্যদ্বারা বিনষ্ট হইলে, যদি সেইসঙ্গে অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে নিদ্রাই আসিয়া থাকে। সেই হেতু লয় বা নিদ্রার নিবৃত্তির জন্য বিবেকাভ্যাস, ও বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস এই দুই প্রকার নিরোধই একসঙ্গে করিতে হইবে, ইহাই বুঝান হইতেছে ॥১২॥

অভ্যাসের স্বরূপ বলিতেছেন :—

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥১৩॥

তত্র (তয়োঃ অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ মধ্যে) স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ (ভবতি)।

(স্থিতি শব্দের অর্থ নিশ্চলতা বা নিরোধ। 'যত্ন' শব্দের অর্থ মানসিক উৎসাহ। 'চিত্ত স্বভাবতঃই বহির্মুখে প্রবাহিত হইয়া যায়, আমি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে নিরোধ করিব'—এই প্রকার উৎসাহের আবৃত্তি করিলেই তাহাকে

অভ্যাস বলে। এখানে টীকাকার কিন্তু অভ্যাসের অর্থ আপাততঃ অন্যরূপ, ফলতঃ একইরূপ, করিতেছেন যথা :—)

সেই পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্যের' মধ্যে, 'অভ্যাস' শব্দের অর্থ করিতেছেন। রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিশূন্য চিত্তের একাগ্রতাকে স্থিতি বলে। সেই স্থিতি অভ্যাস করিতে যম, নিয়মাদি যে যে সাধন অবলম্বন করিতে হয়, সেই সেই সাধন সম্বন্ধে প্রযত্ন বা অনুষ্ঠানকে অভ্যাস বলে ॥১৩॥

(শঙ্কা) আচ্ছা, অনাদিকালের প্রবল রাজসিক ও তামসিক বিরোধী সংস্কার, অভ্যাসকে বাধা দিয়া কুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে। সেই অভ্যাস কি প্রকারে স্থিতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে ? এই আশঙ্কার সমাধানহেতু সূত্র করিতেছেন :—

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

সঃ (অভ্যাসঃ) তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সৎকারসেবিতঃ দৃঢ়ভূমিঃ (ভবতি)।

সেই অভ্যাস কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর ও আদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে, দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ স্থির হয়।

সূত্রে "তু" (কিন্তু) শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা ও শ্রদ্ধারূপ আদরের সহিত অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হইলে, দৃঢ়সংস্কারবিশিষ্ট হয়। তখন সেই অভ্যাস ব্যুত্থানকালের সংস্কারসমূহের দ্বারা পরাভূত হয় না, কিন্তু টিকিয়া থাকিতে পারে। শ্রুতিতে (প্রশ্ন, উপনিষৎ ১·১০) আছে "**অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্য।**" 'আর অনাবৃত্তিসাধক উত্তরপথে (অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া'। এইরূপে শ্রুতি, 'সৎকার' শব্দের অর্থ বুঝাইলেন ॥১৪॥

বৈরাগ্যের স্বরূপ বলিতেছেন :—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ (ভবতি)।

দৃষ্টবিষয়ে অর্থাৎ ইহলোকের অদিব্যভোগ্যবস্তুসমূহে এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে

অর্থাৎ বেদোক্ত নন্দনকাননাদি দিব্যভোগ্যবস্তুসমূহে, একান্ত স্পৃহাশূন্য হইয়া যোগীর যে স্থিতি হয়, তাহাকে 'বশীকার'নামক বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য প্রধানতঃ দুই প্রকারের যথা—অপরবৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য। তন্মধ্যে অপর বৈরাগ্য আবার চারি প্রকারের যথা :—যতমানসংজ্ঞক, ব্যতিরেকসংজ্ঞক, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞক, ও বশীকারসংজ্ঞক। তন্মধ্যে চিত্তস্থিত রাগদ্বেষাদি কষায়, যাহা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়াভিমুখে প্রবৃত্ত করে, সেই কষায়সকলের পরিপাক বা দূরীকরণের নিমিত্ত যে প্রযত্ন, তাহাই যতমানসংজ্ঞক বৈরাগ্য। তদনন্তর কয়েকটি কষায় পরিপক্ব হইলে, তাহাদিগকে, অপর যে সকল কষায়ের পরিপাক-লাভ করিতে বাকী আছে, তাহাদিগের হইতে পৃথক করিয়া অবধারণ করার নাম ব্যতিরেকসংজ্ঞক বৈরাগ্য। তাহার পর ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত করিতে পারে, এইরূপ সকলপ্রকার কষায়ই পরিপাক লাভ করিয়া কেবল মনেই ঔৎসুক্যরূপে অবস্থান করিলে, সেই বৈরাগ্যের নাম 'একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য' হয়। স্ত্রী, অন্ন, পান ইত্যাদি ইহলোকের ভোগসকলকে দৃষ্ট বা অদিব্য ভোগ বলে। আর বেদে যে ইন্দ্রাদির নন্দনকানন, অমৃত পান ইত্যাদি দিব্যভোগের কথা আছে তাহাদিগকে আনুশ্রবিক ভোগ বলে। অনু-পশ্চাৎ অর্থাৎ গুরুর উচ্চারণের পর, যাহার শ্রব অর্থাৎ শ্রবণ হয় তাহাকে অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ বলে। সেই বেদে ঐ ভোগসকল উক্ত হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে আনুশ্রবিক ভোগ বলে। এই দিব্য ও অদিব্য এই উভয় প্রকার ভোগ্যবস্তুতেই অভ্যাসের দ্বারা 'ইহারা বিনষ্ট হইয়া পরিতাপের কারণ হয়,' 'অন্য পাত্রে এই সকল ভোগের আধিক্য দেখিলে চিত্ত ঈর্ষাদি দোষে কলুষিত হয়' ইত্যাদি প্রকার দোষ দর্শন করিতে শিখিলে, সেই সকল ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা বা উপেক্ষা বুদ্ধি জন্মে। সেই বৈরাগ্যই বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য। এইরূপে অপরবৈরাগ্য বর্ণনা (করিয়া, 'পরবৈরাগ্য' বর্ণন) করিতেছেন :—॥১৫॥

তৎপরং পুরুষখ্যাতে র্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥১৬॥

পুরুষখ্যাতেঃ (যৎ) গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ তৎ পরম্ (বৈরাগ্যম্ ভবতি)।

পুরুষখ্যাতি হইতে ত্রিগুণের অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসে পটুতা লাভ করিলে, তদ্দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, পুরুষের খ্যাতি বা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। সেই সাক্ষাৎকারের ফলে সর্ব্বপ্রকার ত্রিগুণময় ব্যবহারের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য।

অপরবৈরাগ্য পরবৈরাগ্যের হেতু। যে সকল যোগাঙ্গ পরে বর্ণিত হইবে, সেই সকল যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হইলেও, বিষয় সমূহে দোষ দর্শন দ্বারা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তদনন্তর গুরূপদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ হইতে পুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা, চিত্তের তমো রজো মল বিনষ্টপ্রায় হইলে, চিত্তে সত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই চিত্ত সাতিশয় নির্ম্মল হয়। সেই প্রসন্নতা সাতিশয় শুদ্ধচিত্তের ধর্ম্ম। ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যান আরম্ভ হইবার পর হইতে, উহার আরম্ভ হয় এবং উহা সেই ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানেরই ফলস্বরূপ। গুণত্রয়ের প্রতি অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে এবং মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে মুক্তির হেতুভূত সাক্ষাৎকার বলিয়া থাকেন। এই পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, যোগীর অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি সকল প্রকার ক্লেশ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল প্রকার কর্ম্মের সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিবেকখ্যাতি (অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতা জ্ঞানের অভ্যাস) করিলেও, এখন তাহাতেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি মনে করেন আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সব করিয়াছি; যাহা লাভ করিবার ছিল, তাহা লাভ করিয়াছি, কিছুই বাকী নাই। যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার পরেই চিত্তে কেবলমাত্র অসম্প্রজ্ঞাত সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে। আর যাহাকে অপরবৈরাগ্য বলে, তাহা তমোগুণরহিত অত্যল্প রজোগুণবিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম। এই বৈরাগ্যের ফলেই যোগিগণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিবিধ প্রকার ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন। এই কথাই প্রকারান্তরে অন্যত্র বলা হইয়াছে, যথা—"বৈরাগ্য হইতে 'প্রকৃতি লয়' ঘটে" ॥ ১৬ ॥

এই প্রকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য নিরূপণ করিয়া তদুভয়ের দ্বারা যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন করা যায়, তাহারই চারি প্রকার ভেদ প্রথমে দেখাইতেছেন।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ (যোগঃ ভবতি)।

(বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই কয়েক প্রকার পদার্থের স্বরূপানুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রকার।)

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে, সে প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিঁধিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ প্রথমাভ্যাসী যোগী, ধ্যানের দ্বারা স্থূলবস্তু শালগ্রাম প্রভৃতিরই সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করেন। সেই স্থূল সাক্ষাৎকারকে 'বিতর্ক' বলে। সেই স্থূল পদার্থের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রাদি, ধ্যানের দ্বারা তাহাদিগের সাক্ষাৎকারকে "বিচার" বলে। স্থূল ইন্দ্রিয়সকল পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া, তাহারা সাত্ত্বিক। ধ্যানের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষাৎকারের নাম 'আনন্দ'। ধ্যানের দ্বারা, সেই ইন্দ্রিয়-সমূহের কারণ যে বুদ্ধি, তাহা যখন বিজ্ঞাতা পুরুষের সহিত একীভূত হয়, তখন তাহাকে 'অস্মিতা' বলে। * ধ্যানের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তাহাকেও 'অস্মিতা' বলে। তন্মধ্যে স্থূলবস্তুগুলি গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণের কারণ (যন্ত্র) এবং যাহাকে অস্মিতা বলে,তাহাই গ্রহীতা। যখন উক্ত তিনটি বস্তুতে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ, ও গ্রহীতৃরূপে ধ্যান পরিপাক লাভ করে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিটির স্বভাব অনুসরণ করে বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত যোগও চারি প্রকার, যথা, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ, ও সাস্মিত। ইহার মধ্যে, যেমন ঘটের জ্ঞানে, ঘটের উপাদান মৃত্তিকার জ্ঞানও অন্তর্গত থাকে, কেননা ঘট মৃত্তিকাত্মক, সেইরূপ, স্থূলযোগেও স্থূল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগও অন্তর্গত থাকে এবং সূক্ষ্ম যোগেও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগও অন্তর্গত থাকে। অপর দুইটি যোগের বিষয় (যথাক্রমে) দুইটি ও একটি। ভাষ্যকার (ব্যাস) এই বিশেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে মৃত্তিকার জ্ঞানের মধ্যে যেমন ঘটের জ্ঞান অন্তর্গত নাই, সেইরূপ সূক্ষ্মাদিবিষয়ক তিনটি যোগের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগটি বা যোগগুলি অন্তর্গত নাই। ভোজবৃত্তিতে কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গুলি সবিতর্ক যোগের বিষয়, তন্মাত্রগুলি সবিচার যোগের বিষয়, অহঙ্কার সানন্দ যোগের বিষয় এবং মহত্তত্ত্ব সাস্মিত যোগের বিষয়। তন্মধ্যে অন্তঃকরণ 'অহং'কে বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে অহঙ্কার বলে। অন্তঃকরণ যখন অন্তর্মুখ হয় এবং সত্তামাত্রে—মহত্তত্ত্বে-লীন হইয়া, সত্তামাত্রের অবভাসক হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলে। উভয়ের মধ্যে এইমাত্র ভেদ। পুরুষই গ্রহীতা॥ ১৭॥

এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তাহার উপায় বলিতেছেন—

---

* তাহা 'বুদ্ধিই আমি' এইরূপে অনুভূত হয়।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥১৮॥

অন্যঃ (অসম্প্রজ্ঞাতঃ যোগঃ) বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষঃ (ভবতি)।

বিরাম বা বৃত্তিশূন্যতার কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইতে যে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট সমাধি হয়, তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

বিরাম শব্দের অর্থ সকল বৃত্তির অভাব। তাহার প্রত্যয় বা কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইয়াছে "পূর্ব্ব" বা উপায় যাহার, (বহুব্রীহি)। ইহার দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপায় কথিত হইল। "অন্য" অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত "সংস্কারশেষ"। পরবৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সংস্কার সকলকে অভিভূত করিয়া, নিজের সংস্কারকেই অবশিষ্ট রাখে। সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই নির্বীজ সমাধি বলে, কেননা, তাহাতে অবলম্বন ও কর্ম্মবীজ থাকে না।

এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকারের, যথা, ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয়। তন্মধ্যে ভবপ্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি মোক্ষকামিগণের নিকট হেয়। এই কথাই পরবর্ত্তীসূত্রে বলিতেছেন ॥১৮॥

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥১৯॥

বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ভবপ্রত্যয়ঃ (নির্বীজ-অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ) (ভবতি)।

বিদেহ ও প্রকৃতিলীনদিগের ভবপ্রত্যয় নামক নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

(যাঁহারা ভূত কিম্বা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন একটী বিকাররূপ অনাত্ম বস্তুতে আত্মত্ব ভাবনা করেন, তাঁহারা দেহনাশের পর সেই ভূতে অথবা ইন্দ্রিয়ে লীন থাকিয়া ষাট্‌কৌশিক দেহ শূন্য হইয়া থাকেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে 'বিদেহ' বলে। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটি অনাত্মস্বরূপ 'প্রকৃতি' পদার্থের মধ্যে, যে কোনটিতে আত্মত্ব ভাবনা করিলে, যোগী তাহাতেই লীন হন। তখন তাহাকে প্রকৃতিলীন বলে।) এই প্রকার যোগীদিগের চিত্তে কেবল সংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের সেই সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, কিন্তু তাহা ভবপ্রত্যয় নামক শ্রেণীর অন্তর্গত। 'ভব' শব্দে অবিদ্যাকে বুঝায়। 'ভবন্তি জায়ন্তে জন্তবঃ অস্যাম্" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া 'ভব' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি, তাহাই

যাহার প্রত্যয় বা কারণ, তাহাকেই ভবপ্রত্যয় সমাধি বলে। অবিদ্যাই এই সমাধির মূল, এবং এই যোগের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা সাবসান বা অনিত্য। বায়ুপুরাণে এইরূপ আছে—

"শতমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
"ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
"বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
"পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥
'পুরুষং নিগুর্ণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥"

"যাহারা ইন্দ্রিয়ে আত্মভাবনা করে, তাহারা শত মন্বন্তর ধরিয়া এখানে অবস্থান করে। যাহারা ভূতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ সহস্র মন্বন্তর; যাহারা অহঙ্কারে আত্মভাবনা করে, তাহারা সহস্র মন্বন্তর; যাহারা মহত্তত্ত্বে বা বুদ্ধিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা দশসহস্র মন্বন্তর সর্ব্বদুঃখশূন্য হইয়া এই অবস্থায় বাস করে। যাহারা অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ শতসহস্র মন্বন্তর এইভাবে থাকে। কিন্তু যিনি নিগুর্ণ পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, তাহার পক্ষে আর কালের সংখ্যা নাই।"

এইরূপে যাহাদের বিবেকখ্যাতি হয় নাই, তাহাদের চিত্ত লীন হইয়া গেলেও, উত্থিত হইয়া, সুপ্ত ব্যক্তির চিত্তের ন্যায় আবার সংসারে পতিত হয় ॥১৯॥

মুমুক্ষু যোগীগণ যে উপায়-প্রত্যয়-নামক দ্বিতীয় প্রকার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সমাদর করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কথাই বলিতেছেন।

শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা পূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥২০॥

ইতরেষাম্ শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বকঃ (নির্বীজঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ চ ভবতি)

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়াবলম্বনপূর্ব্বক অপর যোগীদিগের অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের কৈবল্যসিদ্ধি হয়।

'শ্রদ্ধা'—পুরুষবিষয়ক সাত্ত্বিক বৃত্তি বিশেষ; তাহার সাহায্যে 'বীর্য্য' বা প্রযত্ন জন্মে। তদ্দ্বারা যমনিয়মাদির অভ্যাস পরম্পরা ক্রমে, স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে।

তাহা হইতে সমাধি হয়। সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষবিষয়ক খ্যাতির বা জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। তাহা হইতে, পরবৈরাগ্যের দ্বারা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অপর প্রকার যোগীর অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের জন্মে। ॥২০॥

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই কয়টি উপায়। সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই এই উপায়-প্রত্যয় সমাধি জন্মে। প্রাণীদিগের পূর্ব্বসংস্কারের প্রবলতাবশতঃ সেই সকল উপায় মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র এই তিন প্রকারের হয়। তদনুসারে যোগীরও এই তিন প্রকারভেদ হইয়া থাকে যথা মৃদুপায় যোগী, মধ্যোপায় যোগী ও অধিমাত্রোপায় যোগী। তন্মধ্যে মৃদুপায় যোগী আবার তিন প্রকারের হ'ন, যথা মৃদুসম্বেগ যোগী, মধ্যসম্বেগ যোগী ও তীব্র-সম্বেগ যোগী। মধ্যোপায় যোগী এবং অধিমাত্রোপায় যোগীরও এইরূপ তিন তিন প্রকারভেদ আছে। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকারের যোগী আছেন। উপায়ের তারতম্যানুসারে তাহাদের সিদ্ধিও দীর্ঘকালে, দীর্ঘতর কালে, শীঘ্র এবং শীঘ্রতর কালে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, শীঘ্রতরকালে কোন্ প্রকার যোগীর সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে? এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তীব্র সম্বেগানামাসন্নঃ ॥২১॥

তীব্রসম্বেগানাম্ আসন্নঃ (সমাধিলাভঃ) ভবতি।

যাঁহাদের বৈরাগ্য তীব্র, তাঁহাদের সমাধিলাভ অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। "সম্বেগ" শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্য, যাঁহাদের তীব্র এবং উপায়ও অধিমাত্র শ্রেণীর, সেই যোগিগণের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অতি নিকটবর্ত্তী। তাহা হইতে তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥২১॥

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥২২॥

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততঃ অপি বিশেষঃ (ভবতি)।

তাহাতেও (অর্থাৎ তীব্র সম্বেগ থাকিলেও) আবার সম্বেগের মৃদুতা, মধ্যতা ও অধিমাত্রতাহেতু বিশেষ, অর্থাৎ সমাধি লাভের কালভেদ হয়।

তীব্র সম্বেগেরও আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র এই তিন প্রকার ভেদ আছে। যে সকল যোগীর তীব্রসম্বেগ মৃদু প্রকারের, তাহাদের সমাধিলাভ নিকটবর্ত্তী হইলেও, যাহাদের তীব্রসম্বেগ মধ্যম প্রকারের তাহাদের সমাধি লাভ আরও

নিকটবর্ত্তী, এবং যাঁহাদের তীব্র সম্বেগ অধিমাত্র শ্রেণীর, তাহাদের সমাধি লাভ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে ॥২২॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥২৩॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা (আসন্নঃ সমাধিলাভঃ ভবতি)।

(অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যেরূপ হয়) ঈশ্বরে কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রণিধান অর্থাৎ এক বিশেষ প্রকারের ভক্তি জন্মিলে, সমাধি লাভ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয়। সূত্রে যে "বা" শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার দ্বারা ইহা বুঝান হইতেছে যে ভক্তিরূপ উপায়টি পূর্ব্বোক্ত উপায়ের বিকল্প। ভক্তি অন্য কোনও উপায়েরই অপেক্ষা রাখে না বলিয়া, ঈশ্বর, ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, 'ইহার এই ইষ্ট সিদ্ধ হউক'—এইরূপ অনুগ্রহ করেন ॥২৩॥

(এক্ষণে) ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ॥২৪॥

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ (ভবতি)।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়ের সহিত কোনরূপে সম্বদ্ধ নহেন, এইরূপ এক বিশিষ্ট পুরুষই ঈশ্বর।

'ক্লেশ'—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীকে ক্লেশ বলে। 'কর্ম্ম'—ধর্ম্মাধর্ম্ম। 'বিপাক'—উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল (দেহ, আয়ু ও সুখদুঃখভোগ)। 'আশয়'—উক্ত ফল যাহাদের অনুকূল (উৎপাদক) এইরূপ (বাসনা নামক) সংস্কারকে আশয় বলে, (আ+শী+অচ্); মনে ইহারা 'শয়ন' করিয়া থাকে, এই হেতু ইহাদিগকে আশয় বলে। যেমন, মনুষ্য যদি হস্তিজন্ম লাভ করে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের কাষ্ঠভোজনের সংস্কার হয়; কেননা, তাহা না হইলে, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেই ক্লেশাদি যে জীবের চিত্তে অবস্থান করিয়া, সেই জীবের সহিত সম্বদ্ধ হয়, সেই জীবকে 'সাংসারিক' জীব বলে; কেননা সেই জীব, আপনাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ বলিয়া না জানিয়া, 'ভোক্তা' হইয়া পড়ে। উক্ত ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে, যে পুরুষের সম্বন্ধ ঘটে না, তিনিই ঈশ্বর। সূত্রে 'বিশেষ' এই শব্দটি থাকাতে, তিনকালে

ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকা সূচিত হইতেছে। যে জীবগণ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অতীতকালে, উক্ত ক্লেশাদির সম্বন্ধ ছিল। সেইজন্য মুক্ত জীবগণ ঈশ্বর নহেন। (বন্ধন তিন প্রকার, যথা— প্রাকৃত বন্ধ, বৈকারিক বন্ধ এবং দক্ষিণাবন্ধ)। যাঁহারা এখন মুক্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহাদের উক্ত তিনটি বন্ধন ছিল বলিয়া, তাঁহারা ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন। যাঁহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়াছেন তাঁহাদের বন্ধনকে প্রাকৃতবন্ধ বলে। যাঁহারা পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিকার-পদার্থে লীন হইয়া বিদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের বন্ধনকে বৈকারিক বন্ধ বলে। দেব, নর প্রভৃতি অপর সকল জীবের বন্ধনের নাম দক্ষিণাবন্ধ, (১) কেননা তাঁহাদিগকে চিত্ত নামক অপরের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আবদ্ধ হইতে হয়।

(শঙ্কা) আচ্ছা, ঈশ্বর নামক পুরুষ যদি পরিণামরহিত হইলেন, তাহা হইলে, জ্ঞানশক্তিসম্পন্নতা, ক্রিয়াশক্তিসম্পন্নতা প্রভৃতি পরম ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

(সমাধান) বলিতেছি। ঈশ্বরের যে শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণস্বরূপ নিরতিশয় জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট চিত্ত আছে তাহা অনাদিসিদ্ধ এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ভগবান সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায়, সেই চিত্ত গ্রহণ করেন, কেননা সেইরূপ চিত্ত না থাকিলে জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, যে চিত্তগ্রহণের পূর্ব্বে ভগবানের কি প্রকারে ইচ্ছাদি রাখিতে পারে? তদুত্তরে বলি এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, কেননা, সৃষ্টিপ্রলয়ের প্রবাহ বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। যখন সমস্ত সৃষ্টির প্রলয় হইয়া যায়, তখন ভগবান এইরূপ সংকল্প করেন যে ভবিষ্যৎকল্পে লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সেই চিত্ত, সেই সংকল্পের সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার সৃষ্টির প্রারম্ভে, সেই চিত্ত জন্মে। তদ্দ্বারা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যান নির্দ্দোষ!

(শঙ্কা) আচ্ছা (ঈশ্বরের) যে সেইরূপ চিত্ত আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

(সমাধান) বেদবাক্য তাহার প্রমাণ, যথা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (৬।৮)। সেই পরমেশ্বরের পরাশক্তি অনেকরূপ বলিয়া বেদে শুনা যায়। জ্ঞানক্রিয়া

(১) "দক্ষিণঃ সরলোদারপরচ্ছন্দানুবর্ত্তিষু" ইতি পরেচ্ছানুপালনপরঃ দক্ষিণঃ।

অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞান-প্রবৃত্তি, এবং বলক্রিয়া অর্থাৎ নিজের সন্নিধিমাত্রেই সকলকে স্ববশে আনিয়া নিয়মিত করা, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। (মাণ্ডূক্যো-পনিষদেও "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ" (৬) ইত্যাদি। "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ।" অন্যত্র এইরূপ আরও অনেক বাক্য আছে। নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইহেতু বেদের প্রামাণ্য বা বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ইহাই বক্তব্যের সংক্ষেপ; (ইহাতেই সকল কথা রহিল) ॥ ২৪ ॥

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আছেন, ইহা বেদের প্রমাণ হইতে অর্থাৎ শব্দ—প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আবার অনুমানের দ্বারাও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। ইহাই এই সূত্রে বলিতেছেন:—

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

তত্র সর্ব্বজ্ঞবীজম্ নিরতিশয়ম্ (ভবতি)।

সেই ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়তা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত অনুমান এইরূপ:—আমাদিগের ন্যায় জীবের জ্ঞান, নিরতিশয় জ্ঞানবিনা থাকিতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, আমা-দিগের ন্যায় জীবের জ্ঞান সাতিশয়, অর্থাৎ তাহাতে তারতম্য আছে। যে বস্তুতে তারতম্য আছে, তাহা তারতম্যের অতীত তৎসমানজাতীয় বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না। যেমন কুম্ভের পরিচ্ছিন্নপরিণাম, বিভু (অর্থাৎ সর্ব্বপরি-চ্ছেদের অতীত) পরিমাণ ভিন্ন, থাকিতে পারে না। এইরূপে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ, নিরতিশয় (অর্থাৎ তারতম্যের অতীত) জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞের বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা প্রমাণ। যেস্থানে জ্ঞান নিরতিশয় হইয়াছে* অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই সর্ব্বজ্ঞতা আছে, ইহা বুঝা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ। এইরূপে সাধারণ ভাবে যে সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাঁহারই শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহেশ্বর প্রভৃতি বেদপুরাণাদিপ্রমাণসিদ্ধ নামসমূহ শুনা গিয়া থাকে। যথা বায়ুপুরাণে আছে—

"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদি বোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
"অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥

---

* "সত্ত্বগুণ জ্ঞানশক্তির উপাদান। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অপরিমেয় বলিয়া, জ্ঞানশক্তিও অপরিমেয়। সেই অপরিমেয় জ্ঞানশক্তিকে, অতিক্ষুদ্র হইতে ক্রমবিবর্দ্ধমান অসংখ্য অংশে বিভক্ত করিলে, চরম অংশও পরিশেষে অপরিমেয় বা 'নিরতিশয়' থাকিয়া যাইবে। সেই নিরতিশয় জ্ঞানশক্তিমানই ঈশ্বরপদবাচ্য"।

"জ্ঞানবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
"স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেবচ॥
"অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।" ইতি—

তথা মহাভারতে—(বিষ্ণুসহস্রনাম)—

"অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
"লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ॥ ২৫॥ ইত্যাদি"

শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন যে বিভু মহেশ্বরের ছয়টি অঙ্গ, যথা সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্ত শক্তি (যে শক্তির কোনও কালে হ্রাস হয় না, সেই শক্তি) ও অনন্তশক্তি (যে শক্তির কোনও কালে লোপ নাই, সেই শক্তি।) (অপরে বলেন) যে, শঙ্করে এই দশটি গুণ অব্যয় ও নিত্যরূপে বিরাজমান আছে, যথা—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, সৃজনশক্তি, আত্মবিষয়ক সম্যগ্‌জ্ঞান, এবং (সৃষ্টির) অধিষ্ঠাতৃত্ব। আর মহাভারতেও আছে:—"অনাদিনিধন সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, লোকাধ্যক্ষ বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন করিয়া লোকে চিরদিনই সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।" ইত্যাদি। ২৫

ব্রহ্মাদি হইতে সেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিতেছেন:—

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥ ২৬॥

সঃ পূর্ব্বেষাম্ অপি গুরুঃ, কালেন অনবচ্ছেদাৎ।

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষদিগেরও গুরু, কেননা, কালের দ্বারা তাঁহার অবচ্ছেদ করা যায় না।

পূর্ব্বেষাং—সৃষ্টির প্রারম্ভে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহাদের স্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট, তাঁহাদিগের। গুরুঃ—ঈশ্বর বা নিয়ন্তা; তাহার হেতু কি? উত্তর-"কালেন অনবচ্ছেদাৎ" কেননা তিনি অনাদি ও অনন্ত। বেদেও আছে—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্, যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (শ্বেতা, উ ৬।১৮)। যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে বেদসমূহ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন ইত্যাদি॥ ২৬॥

এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, ঈশ্বরপ্রণিধান বর্ণনা করিবার জন্য ঈশ্বরের গোপনীয় বা অব্যক্তমহিমাত্মক নাম উল্লেখ করিতেছেন:—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ ২৭॥

প্রণবঃ তস্য বাচকঃ (ভবতি)

প্রণব বা ওঁকার সেই ঈশ্বরের বাচক।

সূত্রটি সহজবোধ্য বলিয়া ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে,

তাহা এই। (পূর্ব্বপক্ষ) শব্দের বাচকতা বলিতে শব্দের অর্থের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই ত বুঝায়? তাহার নামান্তর "অভিধাশক্তি"। আচ্ছা, সেই সম্বন্ধ, সঙ্কেতদ্বারা নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে অথবা সেই সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে থাকে এবং সঙ্কেত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র? যদি বলা হয় সঙ্কেতের দ্বারা সেই সম্বন্ধের নূতন সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বলি এইরূপ ত' বলা চলে না; কেননা, প্রতিকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর যদি অপর সকল পদার্থ সৃজনের ন্যায়, উক্ত সম্বন্ধের ও সৃজন করেন, তাহা হইলে, সেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র (স্বাধীন) বলিয়া, প্রতিকল্পে তাঁহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত নিরূপণ করা অসম্ভব নহে। তাহা হইলে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ পরবর্ত্তী কল্পে না থাকাই সম্ভব। (সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকৃত হইলে বেদও প্রতিকল্পে নূতন এবং সেইহেতু অনিত্য, বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। আর যদি বলা যায়, উক্ত সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে থাকিয়া সঙ্কেতের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, তবে বলি তাহাও বলিতে পারা যায় না, কেননা মনে কর কেহ 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা পুত্রের নাম করণ করিল। এক্ষণে যদি "সূর্য্য" এই শব্দের দ্বারা উহার অর্থ দিনকর এই মাত্র অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে 'পুত্র' বুঝাইবার জন্য পিতার ঐ সঙ্কেতটি বিফল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা তাহার পুত্রকে কোনরূপে বুঝান যায় না। কেননা 'পুত্র' বুঝাইবার জন্য 'সূর্য্য' এই শব্দে, উক্ত সঙ্কেত, যাহাকে অভিব্যক্ত করিবে, এইরূপ শক্তি (বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ) নাই। আর যদি অভিব্যক্ত করিবার উপযোগী কোন সম্বন্ধ না থাকিল, তাহা হইলে ঐ অভিব্যঞ্জক শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সেইহেতু এই সঙ্কেত সূত্র ব্যর্থ।

(উত্তর পক্ষ বা সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। কেন, তাহা বলিতেছি। শব্দের শক্তি, যাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহা সঙ্কেত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যেরূপ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে থাকিয়াই 'এইটি আমার পুত্র' এই বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, সেইরূপ 'গো' প্রভৃতি শব্দ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হইয়া. তৎস্বরূপাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তি লইয়া সেই সকল শব্দ উৎপন্ন হইলে উক্ত শব্দসমূহে বিশেষ বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জিকা বিশেষ বিশেষ শক্তি, ঈশ্বর, সঙ্কেতের দ্বারা জীবকে জানাইয়া দেন, কেননা জীবের সংস্কার প্রলয় কালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। (আর 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা যে পুত্রের নাম করণের কথা বলিলে, তদুত্তরে বলি) ইদানিন্তন কালেও পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত,

শব্দের শক্তি বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ উৎপাদন করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন সকল শব্দেরই সকল অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে; সেই হেতু পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত, শক্তির উৎপাদক না হইয়া, শক্তির অভিব্যঞ্জক মাত্র। কিন্তু বেদের অর্থ স্থির রাখিবার নিমিত্ত, ঈশ্বর, 'গো' প্রভৃতি শব্দের শক্তি, সঙ্কেত দ্বারা বিশেষ বিশেষ অর্থে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের মত। ফলতঃ সকল মত হইতেই ইহা নির্ণীত হয়, যে বৈদিক শব্দ সমূহের বেদ প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত সম্বন্ধ, নির্দ্দিষ্ট (ঈশ্বরের সঙ্কেতিত) ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥

এইরূপে ঈশ্বরের বাচক বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরপ্রণিধান বর্ণনা করিতেছেন :—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্ (ঈশ্বরপ্রণিধানম্।)

প্রণবের রূপ (অ+উ+ম্+ ̐) ও প্রণবের অর্থ বুদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ সন্নিবিষ্ট করিয়া, ঈশ্বর প্রণিধান করিতে হয়।

এই স্থলে এই সূত্রের ভগবান্ ব্যাসকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে :— "প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা। যোগী প্রণব জপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা করিলে, তাঁহার চিত্ত কেবলমাত্র ভগবানে একাগ্র হইয়া শান্ত হয়"। (বিষ্ণু-পুরাণে) এই কথা এইরূপে উক্ত হইয়াছে :—

"স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
"স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥"

স্বাধ্যায়ের অর্থাৎ প্রণব জপের পরেই যোগাভ্যাস করিবে। এবং যোগাভ্যাসের পরেই পুনর্ব্বার প্রণবাবৃত্তি অর্থাৎ প্রণবজপ করিবে। প্রণবজপ ও সমাধির অভ্যাস—এই দুই উপায়ের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

সমাধি লাভ সেই ঈশ্বর প্রণিধানের আসন্নতম বা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ফল, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তদনুরূপ অন্য ফলের কথা বলিতেছেন :—

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ অপি চ অন্তরায়াভাবঃ (ভবতি)।

সেই ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে (যোগী নিজের বুদ্ধ্যভিমানী) প্রত্যক্ চেতনের

সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহার (নিম্নলিখিত) যোগবিঘ্নসকল দূরীভূত হয়।

প্রত্যকচেতন—প্রত্যক্ শব্দে যে 'প্রতীপং' অর্থাৎ বিপরীত ভাবে 'অঞ্চতি' জানে বা অনুভব করে, তাহাকে বুঝায় অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা (অবিদ্যাবিশিষ্ট পুরুষ)। ইহার দ্বারা ঈশ্বর * হইতে প্রভেদ সূচিত হইল। অথবা, প্রত্যক্ শব্দে বুদ্ধিরও অভ্যন্তর-বর্ত্তী, এই অর্থ বুঝায়। যে চেতন সেইরূপ, তাহার 'অধিগম' বা সাক্ষাৎকার, তাহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান হইতে, হয়। তাহা হইতে আর ও কি হয়? না, 'অন্তরায়াভাবঃ' অর্থাৎ সকল বিঘ্নের বিনাশ।

(শঙ্কা) আচ্ছা, ঈশ্বর ত যোগীর আত্মা হইতে ভিন্ন; সেই ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে যোগীর আত্মসাক্ষাৎকার হয়, কি প্রকারে? দেখা যায় ষড়্জ (স্বর বিশেষ) প্রভৃতির অভ্যাস কালে যদ্বিষয়ক অভ্যাস, তদ্বিষয়ক-ই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানটি ভিন্নবস্তুবিষয়ক হয়না। (সুতরাং) ঈশ্বরবিষয়ক প্রণিধান, ঈশ্বরজ্ঞানই জন্মাইতে পারে, আত্মজ্ঞান নহে।

(সমাধান) এইরূপ শঙ্কা কেন উঠিতে পারে না, বলিতেছি। ঈশ্বর যেরূপ অসঙ্গ, চিদ্রূপ, কূটস্থ ও ক্লেশাদিশূন্য, জীবও ঠিক সেইরূপ। এই সাদৃশ্যবশতঃই ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ জীবের স্বরূপসাক্ষাৎ কারের হেতু হয়। সুতরাং কোনরূপ দোষারোপ চলিতে পারে না॥ ২৯॥

যোগবিঘ্ন সকল বর্ণনা করিতেছেন :—

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ॥ ৩০॥

ব্যাধি-স্ত্যান–সংশয়-প্রমাদ-আলস্য–অবিরতি-ভ্রান্তিদর্শন--অলব্ধভূমিকত্ব--অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাঃ (ভবন্তি)। তে অন্তরায়াঃ (ভবন্তি)।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব, ইহারা চিত্তবিক্ষেপের কারণ হইয়া যোগের অন্তরায় হয়।

যাহারা চিত্তকে যোগ হইতে বিক্ষিপ্ত বা প্রচ্যুত করে, তাহাদিগকে চিত্তবিক্ষেপ বলে। যোগের অন্তরায় বা বিঘ্ন নয়টি। তন্মধ্যে ব্যাধি—বায়ুপিত্তকফের, অন্নরসের এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিষমতা। স্ত্যান—চিত্ত কর্ম্ম করিতে লুব্ধ হইলেও কর্ম্ম করিবার অযোগ্যতা। সংশয়—(ইহার অর্থ সকলেই

---

* যিনি শাশ্বতিক সত্ত্বোৎকর্ষাসম্পন্নবিদ্যাবান্।

জানেন)। প্রমাদ—যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান না করা। আলস্য—চিত্তের গুরুত্ব-হেতু অপ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয়তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শন—বিপরীত জ্ঞান, যাহা সংশয়ের ন্যায় উভয়কোটিক না হইয়া, এককোটিক হয়। অলব্ধভূমিকত্ব—সমাধিভূমি লাভ করিতে না পারা; মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমি পরে বর্ণিত হইবে। অনবস্থিতত্ব—ভূমিলাভ হইলেও চিত্তের অস্থিরতা; চিত্ত পূর্ব্বভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াই উত্তর ভূমি জয় করিতে পারে, সেই হেতু পূর্ব্বভূমিতে অস্থিরতা একটি দোষ ॥ ৩০ ॥

এই গুলি যে কেবলই বিক্ষেপ বা যোগ নাশক, তাহা নহে, ইহারা দুঃখাদিও উৎপাদন করিয়া থাকে।

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-অঙ্গমেজয়ত্ব-শ্বাস-প্রশ্বাসাঃ বিক্ষেপসহভুবঃ (ভবতি)

দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস, ও প্রশ্বাস ইহারা বিক্ষেপের সহ ভাবী হয়।

দুঃখ তিনপ্রকার ঃ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুইপ্রকার, যথা—শারীর ও মানস; প্রথমটি ব্যাধি প্রভৃতি হইতে জন্মে, দ্বিতীয়টি, কামাদি হইতে। আধিভৌতিক দুঃখ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জীব হইতে জন্মে। আধিদৈবিক দুঃখ গ্রহপীড়াদি হইতে জন্মে। দৌর্ম্মনস্য—ইচ্ছা ব্যাহত হইলে, মনে যে ক্ষোভ জন্মে তাহা। অঙ্গমেজয়ত্ব—অঙ্গমেজয়ের ভাব অর্থাৎ অঙ্গসমূহের কম্পন বা চাঞ্চল্য। শ্বাস—প্রাণীর ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রাণ যে বায়ুকে শরীরভিতরে প্রবেশ করায় তাহা। ইহা সমাধির অঙ্গ রেচকের বিরোধী। প্রশ্বাস—প্রাণীর ইচ্ছা না থাকিলেও কোষ্ঠস্থিত বায়ুর বহির্গমন। ইহা পূরক নামক সমাধির অঙ্গের বিরোধী। ইহারা বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে অর্থাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত প্রাণীরই হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাই এই সকল বিক্ষেপ তিরোহিত হইয়া থাকে, এই কথা-টির উপসংহার করিতেছেন ঃ—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ প্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ (কর্ত্তব্যঃ)।

সেই বিক্ষেপের প্রতিষেধের জন্য একতত্ত্বের অভ্যাস করা উচিত।

বিক্ষেপসমূহকে বিনাশ করিতে হইলে একতত্ত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের, অভ্যাস

অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে। এই সূত্রের ভাষ্য লিখিবার কালে ভগবান্ ব্যাস ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। [তাঁহারা বলেন, চিত্ত অপর সকল বস্তুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও প্রতি বস্তূপলব্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন (অর্থাৎ উৎপন্ন ও পরিসমাপ্ত হয়) বলিয়া সর্ব্বদাই একাগ্র ; কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে প্রত্যেক চিত্ত একবিষয়ক বলিয়া একাগ্র। সুতরাং, তাহার আবার একাগ্রতাসম্পাদনের উপদেশ ব্যর্থ।] ভাষ্যকার ব্যাস বলেন যে চিত্ত ক্ষণিক নহে, স্থায়ী (এবং তাহা একাধিক বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেইহেতু) চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের প্রয়োজন আছে। ব্যাসের সিদ্ধান্ত এই যে "আমিই সেই" এই প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা বুঝা যায় চিত্ত প্রতি বস্তূপলব্ধি পক্ষে স্বতন্ত্র নহে, তাহা এক হইয়া একাধিক বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহা স্থায়ী, (ক্ষণিক নহে। এই হেতু একাগ্রতাভ্যাসের উপদেশ ব্যর্থ নহে) ॥ ৩২ ॥

সেই চিত্ত অসূয়াদি-মলযুক্ত বলিয়া তাহা যোগাভ্যাসের অনুপযুক্ত ; সেই কারণে চিত্তের মল দূরীকরণের উপায় সকল নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সুখ-দুঃখ-পুণ্য-অপুণ্য-বিষয়াণাং মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষাণাম্
ভাবনাতঃ চিত্তপ্রসাদনম্ (ভবতি)।

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীর প্রতি যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়।

সুখী প্রাণীতে মৈত্রী বা মিত্রতা, দুঃখী প্রাণীতে করুণা বা দয়া, পুণ্যবৃত্তি প্রাণীতে মুদিতা বা হর্ষ, অপুণ্যবৃত্তি অর্থাৎ পাপে রত, প্রাণিসমূহে উপেক্ষা অর্থাৎ মধ্যস্থবৃত্তি, ভাবনা করিবে। সেইরূপ ভাবনা দ্বারা সাত্ত্বিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রতি ঈর্ষা, অপকারেচ্ছা, অসূয়া ও দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমল-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এবং তাহা দ্বারা শুক্লধর্ম্ম (কেবল সুখদ ধর্ম্ম) (কৈবল্যপাদে বা চতুর্থ পাদে ৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য।) উৎপন্ন হয় বলিয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে পর বর্ণিত উপায়সমূহের সাহায্যে একাগ্র হইয়া স্থিতি পদ লাভ করে। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য ॥ ৩৩ ॥

মৈত্র্যাদিভাবনাদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে, চিত্তের স্থিতির নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন :—

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

প্রাণস্য প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা (বক্ষ্যমাণৈঃ উপায়ৈঃ সহ বিকল্পেন)
(একত্র স্থিতিপদং লভতে)।

প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন অর্থাৎ প্রযত্নবিশেষ পূর্ব্বক ত্যাগ, এবং তৎপরে বিধারণ অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ না করিয়া তাহা বাহিরে ধারণ করা, এই দুই প্রকার প্রাণায়াম সহযোগে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে।

'প্রচ্ছর্দ্দন'—রেচন। রেচিত প্রাণকে বাহিরেই ধরিয়া রাখার নাম 'বিধারণ'। যথাশক্তি এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে চিত্ত একই লক্ষ্যে স্থিতি লাভ করে। প্রাণকে জয় করিতে পারিলেই চিত্তকে জয় করা হয়, কেননা তাহারা উভয়ে পরস্পর বিভক্ত নহে। প্রাণায়ামের দ্বারা সর্ব্বপাপনিবৃত্তি হয় এবং পাপের নিবৃত্তি হইলেই চিত্তস্থির হয়। সূত্রের 'বা' শব্দটি পশ্চাদুক্ত অন্য উপায়ের সহিত বিকল্প সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত মৈত্র্যাদি ভাবনার সহিত নহে; কেননা উক্ত মৈত্র্যাদি ভাবনা, সকল উপায়েরই সহকারী বলিয়া, সেই সেই উপায়ের সহিত এই সকল ভাবনারও সহানুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

অন্য উপায়ের কথা বলিতেছেন :—

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

বিষয়বতী প্রবৃত্তিঃ উৎপন্না (সতী) মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী (ভবতি)।

(কোন কোন অধিকারীর) চিত্তে বিষয়বতী প্রবৃত্তির উৎপত্তিও চিত্তের স্থিতিলাভের কারণ হয় ॥

নাসাগ্রে চিত্তসংযম করিলে দিব্যগন্ধের সাক্ষাৎকার লাভ হয়; জিহ্বাগ্রে সংযম করিলে দিব্যরসের জ্ঞান হয়; তালুতে সেইরূপ সংযমের দ্বারা দিব্যরূপের জ্ঞান হয়; জিহ্বা মধ্যে সেইরূপ সংযমের দ্বারা দিব্যস্পর্শের জ্ঞান হয় এবং জিহ্বা মূলে দিব্যশব্দের জ্ঞান হয়। গন্ধাদিবিষয়সম্বন্ধীয় এইসকল জ্ঞানরূপ প্রবৃত্তি অনতিদীর্ঘ সাধনের ফলে উৎপন্ন হইয়া যোগীর হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে, এবং সেই বিশ্বাসের বশে যোগী অতিসূক্ষ্ম ঈশ্বরাদির সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার মন স্থিতি লাভ করে। শাস্ত্রে বিশেষলক্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কোন বিষয়ের অনুভূতি হইলে পর, যোগী শ্রদ্ধাবশতঃ অতি সূক্ষ্ম বিষয়েও চিত্ত সংযম করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

✓বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী (প্রবৃত্তিঃ উৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ভবতি)।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতিলাভের কারণ হয়। অষ্টদল হৃৎপদ্মকে রেচকের দ্বারা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত বীজকোষের অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধমুখী যে সুষুম্নানাম্নী নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম অভ্যাস করিলে মনের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সূর্য্যের, চন্দ্রের, গ্রহদিগের ও বিবিধ প্রকার মণির যতপ্রকার জ্যোতিঃ আছে সেই সেই জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি অনুসারে মনও অনেক প্রকারের হইয়া থাকে, সেই সাত্বিক জ্যোতিঃই মন। তাহা সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং তরঙ্গহীন মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশাল। সেই জ্যোতিঃস্বরূপেও সংযম অভ্যাস করিলে (অর্থাৎ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ আমি সমুদ্রের ন্যায় বা আকাশের ন্যায় অনন্ত, এইরূপ ভাবনা করিলে) যে সম্বিৎ বা জ্ঞান জন্মে, তাহা দুই প্রকারের— যথা জ্যোতিষ্মতী (অর্থাৎ মন ও অহঙ্কার নামক জ্যোতিঃ যাহার বিধেয়), ও বিশোকা বা দুঃখশূন্যা। এই আকারের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চিত্তের স্থিতি-লাভের কারণ হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ ॥ ৩৬ ॥

✓ বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং (স্থিতিপদং লভতে)।

চিত্ত, বীতরাগপুরুষবিষয়ক হইলে অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবিশিষ্ট পুরুষের চিত্তকে ধ্যান করিলেও স্থিতিলাভ করিতে পারে। ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতির যে বীত-রাগ বা পরবৈরাগ্যবিশিষ্ট চিত্ত, তাহাতে চিত্তের ধারণা করিলে, যোগীর চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥

✓স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা (চিত্তং, স্থিতিপদং লভতে)।

স্বপ্ন ও নিদ্রার জ্ঞানকে অবলম্বন (ধ্যেয় বস্তু) করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিলে চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে॥

এস্থলে 'জ্ঞান'শব্দে জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বস্তুকে বুঝিতে হইবে। স্বপ্নে ভগবানের অত্যন্ত মনোহর মূর্ত্তিকে আরাধনা করিতে থাকিলে, জাগরিত হইয়া সেই মূর্ত্তিতেই চিত্তের ধারণা অভ্যাস করিবে। নিদ্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যে সুখের অনুভব হয়, তাহাতে চিত্তের ধারণা অভ্যাস করিবে। এইরূপে স্বপ্নে ও নিদ্রায়

যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আলম্বন করিয়া (ধ্যান করিলে) চিত্ত স্থিতিলাভ করে॥ ৩৮॥

যথাভিমতধ্যানাদ্বা॥ ৩৯॥

যথাভিমতধ্যানাৎ বা (চিত্তং স্থিতিপদং লভতে)।

যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে॥

অধিক আর কি বলিব, শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি যে মূর্ত্তিতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহাই ধ্যান করিবে। তাহাতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, তোমার চিত্ত অন্যত্রও স্থিতিলাভ করিতে পারিবে। "যথাভিমতধ্যান"—অভিমতকে অতিক্রম না করিয়া যথাভিমত, তাহার ধ্যান, তাহা হইতে। (অভিমত-মনতিক্রম্য যথাভিমতং তস্য ধ্যানং তস্মাৎ—(অব্যয়ীভাব ও 'ষষ্ঠীতৎপুরুষ') এইরূপ সমাস করিয়া, বিগ্রহবাক্য বলিতে হইবে)॥ ৩৯॥

ভাল, চিত্তস্থিতি জন্মিয়াছে কি না এ বিষয়ের নিদর্শন কি? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন:—

পরমাণু পরম মহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ॥ ৪০॥

অস্য চিত্তস্য বশীকারঃ পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তঃ (ভবতি)।

যখন স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত পরমাণু হইতে পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল প্রকার, বিষয়েরই ধ্যানে অভ্যস্ত হয়, তখন চিত্তের বশীকার হয় অর্থাৎ তখন ইহার সর্ব্ববিষয়ে নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইবার সামর্থ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

যখন স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়া পরমাণু পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে সাক্ষাৎকার করিতে পারে এবং সেই প্রকার স্থূলবিষয়ের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত পরমমহত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না, তখন চিত্তের বশীকার হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সেই পরমবশীকার দেখিয়া চিত্ত সম্পূর্ণ স্থিতিলাভ করিয়াছে, জানিয়া যোগী চিত্তস্থৈর্য্যের উপায় অভ্যাস করিতে ক্ষান্ত হয়েন, ইহাই সূত্রের অর্থ॥ ৪০॥

এই পর্য্যন্ত চিত্তকে স্থির করিবার উপায় সকল এবং চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিবার জ্ঞাপক বা নিদর্শন (চিহ্ন) বশীকার বর্ণনায় পূর্ব্বোক্ত সূত্রে বর্ণিত হইল। এক্ষণে স্থিতিলাভ করিবার পর চিত্তের কোন্ প্রকার বিষয়াবলম্বনে কিরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিম্নলিখিত সূত্র পাঠ করিতেছেন:—

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্র্হীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা, সমাপত্তিঃ॥ ৪১॥

অভিজাতস্য মণেঃ ইব ক্ষীণবৃত্তেঃ (চিত্তস্য) গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা, সমাপত্তিঃ (উচ্যতে); কিম্বা ক্ষীণবৃত্তেঃ তৎস্থস্য গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃষু তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ (ভবতি)।

যেমন অতি নির্ম্মল মণি নিকটস্থ পদার্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রহণীয় বিষয়, এই তিনটী আলম্বনে, চিত্ত যখন স্থিতি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে সমাপত্তি বলে।

যেরূপ অভিজাত (কুলীন) অর্থাৎ অতিস্বচ্ছ, স্ফটিকমণি জবাকুসুম প্রভৃতির দ্বারা উপরক্ত হইলে, তাহার নিজের রূপ অভিভূত হয় এবং তাহা রক্ত প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা রজোবৃত্তি ও তমোবৃত্তি পরিক্ষীণ হইলে, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতিরূপ গ্রহণীয় বস্তুর দ্বারা, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, এবং পূর্ব্বোক্ত অস্মিতানামক পুরুষের দ্বারা উপরক্ত হইলে, চিত্তের নিজরূপ অভিভূত হইয়া, চিত্ত যে গ্রহণীয় বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। সেই সম্প্রজ্ঞাতযোগ পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতার অনুবর্ত্তী হইয়াই চারি প্রকারের হয়, বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার কালে অর্থের ক্রম রক্ষা করিবার জন্য পাঠের ক্রম ভঙ্গ করিয়া "গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু" ইহার স্থলে 'গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃষু" এইরূপ পাঠ করিয়া, যথাক্রমে গ্রহণীয়বস্তু, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা নামক পুরুষের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া চিত্ত নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সেই বস্তুর রূপ (তদ-ঞ্জনতা) প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে সমাপত্তি বলে—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাহার কারণ এই যে চিত্ত সর্ব্বাগ্রে স্থূলের দ্বারা (গ্রহনীয় বস্তুর দ্বারা), পরে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া পরিশেষে গ্রহীতার দ্বারা উপরঞ্জিত হয়।

সূত্রের "তৎস্থ" এই পদটি ভিন্নপদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাতে বিভক্তি না থাকিলেও ইহার অন্তে "স্য" যোগ করিয়া "ক্ষীণবৃত্তেঃ তৎস্থস্য" এইরূপে পদ যোজনা করিতে হইবে। কিম্বা "তৎস্থঞ্চ তদঞ্জনঞ্চ" এইরূপে সমাস করিতে হইবে। সমাস করিলে হইবে, "তৎস্থ-তদঞ্জনম" তাহার ভাব 'তৎস্থতদঞ্জনতা'। ক্ষীণবৃত্তি চিত্তের তাহার দ্বারা সমাপত্তি হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ॥৪১॥

সেই সম্প্রজ্ঞাত নামক সমাপত্তি আবার অবান্তর ভেদানুসারে চারি

প্রকারের হইয়া থাকে যথা—সবিতর্কা, নির্ব্বিতর্কা, সবিচারা ও নির্ব্বিচারা। তন্মধ্যে সবিতর্কা সমাপত্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২ ॥

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কা সমাপত্তিঃ (ভবতি)।

শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান (যেমন গোশব্দ, তাহার অর্থ গো-প্রাণী, এবং তাহার জ্ঞান 'এইটি গো'—এই তিনটি বিভিন্ন পদার্থকে বিকল্পের*দ্বারা সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত অর্থাৎ এক জ্ঞান করিয়া, যে সাধারণতঃ চিন্তা করা যায়, সেই শব্দময় স্থূল-বিষয়ক চিন্তারূপ সমাধি-প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্ত তন্ময় হইলে, চিত্তের সেই অবস্থার নাম সবিতর্কা সমাপত্তি।

সেই সকল সমাপত্তির মধ্যে সবিতর্কা সমাপত্তি বলিয়া ইহাকে বুঝিতে হইবে। (কাহাকে ? তাহাই বুঝাইতেছেন) :—'গো' এই শব্দটি উচ্চারিত হইলে গো-শব্দ, তন্নামক প্রাণীবিশেষ, এবং তাহার জ্ঞান এই তিনটি, সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ অভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে গো এই শব্দটি একটি বিকল্প ; এই শব্দের দ্বারা গো বলিলে যে বস্তু ও তাহার সঙ্গে যে জ্ঞানের প্রতীতি হয়, উক্ত বিকল্প, সেই দুইটিকে শব্দের সহিত অভিন্ন করিয়া (অর্থাৎ একত্র করিয়া) প্রকাশ করে। সেইরূপ গোনামক বস্তুটি একটি বিকল্প। 'গো' ইহার দ্বারা যে শব্দের ও জ্ঞানের প্রতীতি হয়, উক্ত বিকল্প সেই দুইটিকে 'গো' বস্তুর সহিত অভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। সেইরূপ গো বলিলে যে জ্ঞান হয় তাহা একটি বিকল্প। গো বলিলে যে শব্দের ও অর্থের প্রতীতি হয়, উক্ত বিকল্প সেই দুইটিকে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। এই তিনটির প্রত্যেকটিকে বিকল্প বলা হইল ; কেননা যে অভেদ বাস্তবিক নাই (কেননা সেই ভেদই সত্য), সেই অভেদের বিষয়স্বরূপ হইয়া ইহারা প্রকাশিত হয়। সেইরূপ ঘট পট ইত্যাদিকেও বিকল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে শব্দ ও জ্ঞানের সহিত অভিন্নভাবে বিকল্পিত স্থূল গো প্রভৃতি বস্তুতে যোগীর চিত্ত যখন সমাহিত হয়, তখন সেই সমাধি-জনিত সাক্ষাৎকার, (শব্দ ও অর্থের সহিত) কল্পিত বস্তুকে গ্রহণ করে বলিয়া, সেই সমাধিপ্রজ্ঞা, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটীর বিকল্পের সহিত সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত হইয়া সেই সেই বিকল্পের তুল্য হয়। কেননা এই প্রজ্ঞাতেও পূর্ব্বোক্ত তিনটীর বিকল্পতার ন্যায় বিকল্পতা থাকে। তাহাকে (সেই মিশ্রিত সমাধি প্রজ্ঞাকে) সবিতর্কা সমাপত্তি বলে ॥ ৪২ ॥

---

* সমাধিপাদের নবম সূত্র দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির কথা বলিতেছেন :—

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥ ৪৩॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ (সত্যাম্) স্বরূপশূন্যা ইব অর্থমাত্রনির্ভাসা সমাপত্তিঃ নির্ব্বিতর্কা (সমাপত্তিঃ ভবতি)।

শব্দসঙ্কেত দ্বারা যে যে স্মৃতির উৎপত্তি হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইলে, ধ্যেয় বিষয়মাত্রের প্রকাশকস্বরূপ শূন্যের ন্যায় (অর্থাৎ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া—'আমি জানিতেছি', এইরূপ ভাব সম্যগ্ বিস্মৃত হইয়া) যে সমাধিপ্রজ্ঞা হয়, তাহাতে সমাপন্ন হইলে, তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

লোকে, গোপ্রভৃতি শব্দ শুনিলে, তাহাদের অর্থবোধিনী শক্তির সঙ্কেত দ্বারা, যে যে অর্থ বুঝিয়া থাকে, তাহা বিকল্পিত অর্থাৎ মিশ্রিত অর্থ। সেই সঙ্কেতের স্মৃতি হইতে (গো প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ব্যতীত) শাব্দজ্ঞান (অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ) এবং পরার্থানুমিতি (অর্থাৎ অপর লোকেও এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ বুঝিবে) এইরূপ দুই বিকল্প জন্মিয়া থাকে। সেইরূপ কোনও অর্থ শ্রুত বা অনুমিত হইলে শ্রুতিরূপ বা অনুমিতিরূপ বিকল্পমূলক যে সমাপত্তি হয়, তাহা সবিতর্ক সমাপত্তি। স্মৃতিপরিশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ চিত্ত কেবল মাত্র অর্থরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, সেই অর্থ মাত্রকে ধরিয়া থাকিয়া, সঙ্কেত স্মৃতিকে পরিত্যাগ করিলে, সেই সঙ্কেত স্মৃতি হইতে যে যে বিকল্প জন্মে, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেই হেতু তখন সমাধিপ্রজ্ঞা স্বরূপশূন্যা হইয়া, কেবলমাত্র অর্থেরই প্রকাশক হয়, অর্থাৎ তখন যে অবিকল্পিত অর্থমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই অর্থস্বরূপেই প্রকাশিত হইলে, তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে; ইহাই সূত্রের অর্থ। তন্মধ্যে যে সবিতর্ক সাক্ষাৎকার, তাহাকে অপর (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা তাহাতে বিকল্প থাকে। আর যে নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকার, তাহাকে পর (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা তাহা বিকল্পশূন্য, অর্থাৎ সত্য অর্থের প্রকাশক। সেই সত্য অর্থ গো, ঘট প্রভৃতি পদার্থকে অবয়বী বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলে বৌদ্ধেরা বলেন পরমাণুপুঞ্জের অতিরিক্ত কোন অবয়বী পদার্থ নাই। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী বলেন, যখন এক বৃহৎ (অর্থাৎ পরমাণুর বিপরীত) ঘটের অনুভব অবাধিত ভাবে হইতেছে, তখন অবয়বী পদার্থ অবশ্যই আছে, সেই

অবয়বী পদার্থ আমাদের (অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর মতে) ভূতসূক্ষ্মরূপ পরমাণু সমূহের পরিণাম মাত্র। সেই অবয়বী পদার্থের, নিজ উপাদানের সহিত ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ; ভাষ্যে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

এতয়া এব (ব্যাখ্যয়া) সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ
সমাপত্তিঃ ব্যাখ্যাতা (ভবতি)।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে যে সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির ব্যাখ্যা করা হইল, তদ্দ্বারাই সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বুঝা যাইবে। কেননা পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্থূলপদার্থবিষয়ক, এবং শেষোক্ত দুইটি সূক্ষ্মপদার্থবিষয়ক, এইমাত্র প্রভেদ।

ঘট প্রভৃতি স্থূল পরিণামের উপাদানস্বরূপে যে পরমাণুসকল ঘট প্রভৃতি বস্তুতে অনুগত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা পঞ্চতন্মাত্রের বিকার ; তাহারাই ভূতরূপে অবস্থিত হইয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তির সূক্ষ্ম বিষয় হয়। সেই সূক্ষ্ম বিষয় সকল নিজ নিজ কার্য্য, কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি নানা বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া নিজ নিজ বাচক শব্দ ও জ্ঞানের সহিত অভিন্নভাবে বিকল্পিত হইয়া থাকিলে, তত্তৎ বিষয়ে যে সমাপত্তি হয়, তাহাকে সবিচারা সমাপত্তি বলে। সেই সেই সূক্ষ্ম বিষয় সকল সর্ব্ববিশেষণশূন্য হইলে যখন সেই সেই বিষয়ে স্বরূপভূত পরমাণুমাত্রে সমাপত্তি হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বলে। সেই সত্যার্থমাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধিপ্রজ্ঞা জন্মে তাহা স্বরূপশূন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়। স্থূলবিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি জন্মে তাহা বুঝিলেই সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বুঝা যায়, কেননা, এইমাত্র প্রভেদ যে শেষোক্ত দুইটীর অবলম্বন, স্থূল বিষয় না হইয়া, সূক্ষ্মবিষয়ই হইয়া থাকে ॥৪৪॥

এই যে সূক্ষ্মবিষয়িনী সমাপত্তির কথা বলা হইল, পরমাণুই কি ইহার গ্রহণীয় বস্তুদিগের মধ্যে চরম সূক্ষ্ম বস্তু ?

উত্তর—না।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥৪৫॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বম্ চ অলিঙ্গপর্য্যবসানম্ (ভবতি)।

বিচারানুগত সমাপত্তির সূক্ষ্ম বিষয় অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) পর্য্যন্ত

হইতে পারে। এই সূক্ষ্মবিষয়িনী সমাপত্তির চরম সূক্ষ্ম গ্রহণীয় বস্তু অলিঙ্গ বা প্রধান। কেননা, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এই চারিপ্রকার তন্মাত্র গন্ধতন্মাত্রের অঙ্গ স্বরূপহইলে তাহা হইতে পার্থিব পরমাণু জন্মে। রূপ, শব্দ, স্পর্শ এই তিন তন্মাত্র রসতন্মাত্রের অঙ্গস্বরূপ হইলে অর্থাৎ গন্ধতন্মাত্রকে বাদ দিয়া রসতন্মাত্র অপর তিনটী তন্মাত্রকে অঙ্গস্বরূপ করিয়া লইলে, তাহা হইতে জলীয় তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র, রূপতন্মাত্রের অঙ্গস্বরূপ হইলে অর্থাৎ রূপ তন্মাত্র গন্ধ ও রসতন্মাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অপর দুইটী তন্মাত্রকে অঙ্গস্বরূপ করিয়া লইলে, তাহা হইতে তৈজস (আগ্নেয়) পরমাণু উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র স্পর্শ তন্মাত্রের অঙ্গস্বরূপ হইলে অর্থাৎ গন্ধ, রস, ও রূপ তন্মাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্পর্শতন্মাত্র কেবল শব্দতন্মাত্রকে অঙ্গস্বরূপ করিয়া লইলে, তাহা হইতে বায়ব্য পরমাণুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের পরমাণু উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব এই বিকারস্বরূপ পরমাণুসমূহ অপেক্ষা তাহাদের উপাদান পঞ্চতন্মাত্র সকল সূক্ষ্মতর। আবার অহঙ্কার সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতেও সূক্ষ্ম। আবার মহৎতত্ত্ব সেই অহঙ্কার হইতেও সূক্ষ্ম। প্রধান আবার সেই মহৎতত্ত্ব হইতেও সূক্ষ্ম। সেই প্রধান লয়প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, তাহাকে অলিঙ্গ অর্থাৎ লয়হীন বলে। তাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম উপাদান নাই। কেননা (অবশিষ্ট) পুরুষের সত্তাবিষয়ে কোনও উপাদানের প্রয়োজন নাই। পুরুষ যখন ভোগ ও অপবর্গের (মোক্ষের) অভিলাষী হয়েন,তখন তিনি স্বকীয় পুরুষার্থের সাধক সৃষ্টির নিমিত্তমাত্র হয়েন; সেইহেতু সূক্ষ্মবিষয়িনী সমাপত্তির গ্রহণীয় বস্তুসমূহের মধ্যে, 'প্রধান'ই চরম সূক্ষ্ম গ্রহণীয় বস্তু, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৪৫॥

এই প্রকারে, গ্রহণীয় বস্তুর স্থূলতা ও সূক্ষ্মতানুসারে চারিপ্রকার সমাপত্তির কথা বলা হইল। এক্ষণে সেই চারিপ্রকার সমাপত্তি যে সম্প্রজ্ঞাত এই কথা বলিয়া, সেই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন :—

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥৪৬॥

তাঃ সমাপত্তয়ঃ এব সবীজঃ সমাধিঃ (ভবতি)

এই চারিপ্রকার সমাপত্তি সবীজ বা সালম্বন সমাধি। প্রকৃতি অথবা তাহার কোন না কোনও বিকারকে আলম্বন করিয়া ঐ সকল সমাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে গ্রহণ বিষয়িনী (ইন্দ্রিয়বিষয়িনী) সমাপত্তি বিকল্পবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে সানন্দা সমাপত্তি বলে; আর বিকল্পশূন্য হইলে তাহাকে আনন্দমাত্রা সমাপত্তি বলে। আর গ্রহীতৃবিষয়িনী (বুদ্ধিবিষয়িনী) সমাপত্তি বিকল্পবিশিষ্ট হইলে তাহাকে সাস্মিতা সমাপত্তি বলে এবং বিকল্পশূন্য হইলে, তাহাকে অস্মিতা সমাপত্তি বলে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি তুল্যভাবে প্রয়োগ করিলে, আরও এই চারিপ্রকার সমাপত্তি পাওয়া যায়। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ আটপ্রকার সমাপত্তি হইল। তাহাদের সকলগুলিকেই সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। কেননা বিবেকখ্যাতি না হওয়ায়, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বন্ধের বীজ থাকিয়া যায় ॥৪৬॥

ফল দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার সমাপত্তির মধ্যে নির্ব্বিচার সমাপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥৪৭॥

নির্ব্বিচার বৈশারদ্যে (সতি) অধ্যাত্মপ্রসাদঃ (ভবতি)।

নির্ব্বিচার সমাপত্তির বৈশারদ্য জন্মিলে আত্মাতে, (যথার্থবস্তুবিষয়িনী) নির্ম্মল প্রজ্ঞা জন্মে।

বুদ্ধি সত্ত্ব হইতে রজস্তমোমল দূরীভূত হইলে বুদ্ধিসত্ত্বের যে স্বচ্ছভাবে অবস্থিতিরূপ বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, তদ্দারা তাহা প্রধান পর্য্যন্ত সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রজ্ঞালাভ করিতে পারে। সেইরূপ বৃত্তিপ্রবাহকে নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য বলে। সেই বৈশারদ্য জন্মিলে আত্মরূপ আধারে পরমাণু হইতে প্রধান পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার আলম্বনের যুগপৎ পরিস্ফুট প্রত্যক্ষপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় ॥৪৭॥

যোগীদিগের মধ্যে এই প্রজ্ঞার যে নাম প্রচলিত আছে, তাহা বলিতেছেন :—

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥৪৮॥

তত্র (বৈশারদ্যেসতি) প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা (ইতি উচ্যতে)।

সেই বৈশারদ্য হইলে, নির্ব্বিচার সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে। ঋত অর্থাৎ অবিকল্পিত সত্যকে, ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়া তাহার এইরূপ নাম হয় ॥৪৮॥

শব্দ ও অনুমান এই দুইটীকে ক্লৃপ্ত প্রমাণ বলে। ইহারা মিশ্রিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্য বিনা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না।

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিষয় এই দুইটি প্রমাণের বিষয় হইতে ভিন্ন; এই কথাই বলিতেছেন :—

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

(সা প্রজ্ঞা) শ্রুতানুমানাভ্যাম্ অন্যবিষয়া (ভবতি), বিশেষার্থত্বাৎ।

আগম ও অনুমান হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে, সেই প্রজ্ঞার বিষয় হইতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন; কেননা, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষবিষয়ক জ্ঞান জন্মে। (শব্দ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা কেবল সামান্যবিষয়ক অর্থাৎ জাতি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে)।

গো প্রভৃতি শব্দে গোত্ব প্রভৃতি সামান্য (জাতিবাচক) পদার্থ বুঝাইবার শক্তি আছে, কিন্তু গো প্রভৃতিতে ব্যক্তিবিশেষকে (তোমাদের কালাক্ষী, মঙ্গলা প্রভৃতিকে) বুঝাইবার শক্তি নাই, কেননা ব্যক্তি অনন্ত বলিয়া, গো প্রভৃতি শব্দসমূহ তাহাদের সকলকেই বুঝাইতে পারে না। এইরূপে (অনুমান প্রমাণে লিঙ্গের) ব্যাপ্তি (যেমন যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানেই বহ্নি), কেবল বহ্নিত্ব প্রভৃতি সামান্য পদার্থকেই (জাতিকেই) বুঝাইতে পারে। এইহেতু আগম ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহা কেবল সামান্য বিষয়ক। দেখ সংসারের লোকে শব্দজ্ঞান বা লিঙ্গজ্ঞান লাভ করিবার পর, কেবলমাত্র, গো, বহ্নি এইরূপ সামান্য বস্তু মাত্র বুঝে, কালাক্ষী বা মঙ্গলা নাম্নী গোবিশেষকে কিম্বা চৈত্রের বা মৈত্রের অগ্নিকে বুঝি না, কেননা সেই সেই গো-ব্যক্তি বা বহ্নি-ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে, তাহাদিগকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা চাই। ইন্দ্রিয়কৃত প্রত্যক্ষ দ্বারা গো পট প্রভৃতি ব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞানজন্মে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী বস্তুবিশেষের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাহারা সমাধিপ্রজ্ঞার অসাধারণ বিষয়, অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারাই তাহাদেরও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা যায়।

(শঙ্কা) আচ্ছা, আগম ও অনুমান প্রমাণ ঐ সূক্ষ্ম প্রভৃতি বিষয়কে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া দিলে, তাহার পর যখন সমাধিপ্রজ্ঞা তাহাদিগকে আপনার বিষয় করে, তখন সমাধিপ্রজ্ঞার মূলীভূত উক্ত আগম ও অনুমান প্রমাণ যে বিশেষ বস্তুকে জানিতে পারে নাই,* তাহাকে উক্ত সমাধিপ্রজ্ঞা কি প্রকারে জানিতে পারিবে?

---

* শ্রুতজ্ঞান ও আনুমানিকজ্ঞান উভয়েই শব্দের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। শব্দসকল বিশেষতঃ

(সমাধান) এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কেননা, বুদ্ধি স্বভাবতঃ সকল বস্তুই বুঝিতে সক্ষম। বুদ্ধিসত্ত্বের স্বভাব, প্রকাশ করা। তাহা সর্ব্বপ্রকার বস্তু বুঝিতে সমর্থ হইলেও, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, আগম-অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অতি অল্পবস্তুকেই জানিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন সমাধির অভ্যাসবশতঃ বুদ্ধিসত্ত্বের চক্ষু হইতে তমোগুণের ছানি কাটিয়া যায়, তখন তাহার দৃষ্টিশক্তি চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং সকল প্রমাণের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ; তখন বুদ্ধির প্রকাশ করিবার শক্তি অনন্ত হইয়া পড়িলে, কোন্ বস্তু তাহার অগোচর থাকিতে পারে ? সেই হেতু সমাধি প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষ বস্তু জানিতে পারা যায় বলিয়া, অন্য প্রমাণের বিষয় হইতে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন। ইহাই সূত্রার্থ। তাহাই এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য হ্যশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুশোচতি ॥"

পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া যেমন কেহ, ভূতলে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে দেখেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞযোগী প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া (আনন্দময় পদ প্রাপ্ত হইয়া) স্বয়ং অশোচ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শোকাকুল জনসাধারণকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েন ; কেননা জনসাধারণ সমাধির আস্বাদ না পাইয়া প্রমাণেরই দাস হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

আচ্ছা, অনাদিকালের শব্দাদিবিষয়ভোগজনিত সংস্কার অতিশয় বলবান, তাহা সমাধিপ্রজ্ঞাকে ত বাধা দেয় ; সুতরাং সমাধিপ্রজ্ঞা কি প্রকারে স্থিতি লাভ করে ? এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য বলিতেছেন ঃ—

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০॥

তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী (ভবতি)।

সেই (নির্ব্বিচার) সমাধি হইতে যে সমাধিপ্রজ্ঞা জন্মে, তাহার সংস্কার ব্যুত্থান সংস্কারের বিরোধী অর্থাৎ ক্ষয়কারী।

গুণবাচক শব্দসকল জাতির বা সামান্যের বোধক। সেই হেতু শ্রুতজ্ঞান সামান্য জ্ঞান মাত্র, বিশেষজ্ঞান নহে। আর আনুমানিকজ্ঞানে, যতটুকুর হেতু পাওয়া যায় ততটুকুরই মাত্র জ্ঞান হয়। ধূম দেখিয়া অগ্নি সামান্যেরই জ্ঞান হয় ; সেই অগ্নি কত বড়, তাহার ইন্ধন কি, ইত্যাদি জানিতে হইলে অসংখ্য হেতুর আবশ্যক, তাহা পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং আনুমানিকজ্ঞান সামান্যজ্ঞানমাত্র

নির্ব্বিচার সমাধির (সমাধিপাদ, ৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য) প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহা ব্যুত্থানসংস্কারের প্রতিবন্ধী বা বাধক। ব্যুত্থানসংস্কার অনাদি-কালের হইলেও, তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া, যে প্রজ্ঞাসংস্কার তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা উক্ত ব্যুত্থান সংস্কারের বাধক হয় অর্থাৎ তাহা হইতে ব্যুত্থান প্রত্যয়সমূহ বাধা পাইতে পাইতে, পরিশেষে আর উঠে না। কিন্তু সমাধি-প্রজ্ঞা স্থিতিলাভ করিতে থাকে। তদনন্তর সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কার পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকে বলিয়া, তাহা প্রবলতা লাভ করে এবং তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে (অবিদ্যাদি পঞ্চ) ক্লেশের বিনাশ হয়। তখন চিত্ত, ভোগে আশক্তিশূন্য হইয়া পুরুষাভিমুখ হয় এবং বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া লীন হইয়া যায়। এই বিবেকখ্যাতি করিতে পারিলেই চিত্তের সকল চেষ্টার অবসান হয়, কারণ এই স্থলেই তাহার অধিকার পরিসমাপ্ত হয়॥ ৫০॥

আচ্ছা, চিত্তে যখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইতে লাগিল, তখন উপর্য্যুপরি সেইরূপ প্রজ্ঞালাভ করিতে থাকিলে, চিত্ত কি প্রকারে নির্ব্বীজ সমাধি করিতে পারিবে? এই হেতু বলিতেছেন :—

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজসমাধিঃ ॥৫১॥

তস্য অপি নিরোধে (সতি), সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজসমাধিঃ (ভবতি)।

সেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হয়। তাহা হইলেই সমাধি নির্ব্বীজ হয়।

পুরুষখ্যাতির পর পরবৈরাগ্যের সংস্কার বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া, সেই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-প্রজ্ঞা-সংস্কারের এবং তাহার সহিত সেই প্রজ্ঞারও নিরোধ হইলে, সকলেরই নিরোধ হয়, অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও তজ্জনিত সংস্কার প্রবাহের নিরোধ হয়। তখন চিত্তের অধিকারকাল পরিসমাপ্ত হয়—চিত্তের কোনও কার্য্য অব-শিষ্ট থাকে না বলিয়া "নিমিত্ত দূর হইলে, নৈমিত্তিকও অপগত হয়" এই নিয়মানুসারে নির্ব্বীজ সমাধি উপস্থিত হয়। এই কথাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাস রসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্‌প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্‌॥"

শ্রবণ মনন ও ধর্ম্মমেঘ নামক পুরুষমাত্র ধ্যানের অভ্যাস, হইতে যে রস অর্থাৎ প্রজ্ঞার নির্ম্মলতারূপ যে পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়,এই তিন উপায়ে পুরুষের সাক্ষাৎ কার হইলে নির্ব্বীজযোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই শ্লোকের অর্থ। কালক্রমে নির্ব্বীজ নিরোধের সংস্কার বৃদ্ধি পাইলে, চিত্তের আর থাকিবার কারণ না থাকাতে তাহা স্বকীয় প্রকৃতিতে (উপাদান কারণে) লীন হইয়া যায়। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম যত দিন না পরিসমাপ্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তের থাকিবার প্রয়োজন আছে। ভোগ ও বিবেকখ্যাতি পরিসমাপ্ত হইলে, চিত্তের কর্ত্তব্য নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই হেতু চিত্ত বিলীন হইয়া যাইলে, পুরুষ স্বরূপমাত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া "কেবল" অর্থাৎ মুক্ত হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল॥ ৫১॥

ইতি সমাধিপাদ॥

সাধন পাদঃ।

পূর্ব্ব পাদে যোগ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যোগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বৃত্তি-সমূহের প্রকারভেদ নিরূপণ করিলেন এবং সেই বৃত্তিসকলকে নিরুদ্ধ করিবার উপায়স্বরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রতিপাদন করিলেন। তদনন্তর চিত্তকে স্থির করিবার কয়েকটি উপায় বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত দুই প্রকার যোগ এবং তাহাদের অবান্তরভেদ প্রতিপাদন করিলেন। তন্মধ্যে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, কেবলমাত্র চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই মনে করিয়া চিত্তশুদ্ধির উপায় ক্রিয়াযোগ বলিতেছেন :—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥১॥

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ (ভবতি)।

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম ক্রিয়া যোগ।

পূর্ব্বপাদে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে, এই পাদে তাহারই সাধন বলা হইতেছে। এইরূপে প্রথম পাদের পর সাধনপাদ বর্ণনা করা অসঙ্গত নহে। 'তপঃ'-শব্দে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, সত্যবচন, কাষ্ঠমৌন (ইঙ্গিতের দ্বারাও নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) আকারমৌন (কেবলমাত্র কথা বন্ধ করা), নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম-পালন, শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা, মানাপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্বসহন ও মিতাহার প্রভৃতিকে বুঝায়। তপঃ-শব্দে শরীর শোষণ বুঝায় না, কেননা, (বায়ু, পিত্ত, কফ) ত্রিধাতুর বৈষম্য ঘটিলে যোগের ব্যাঘাত হয়। স্বাধ্যায়—প্রণব, শ্রীসূক্ত, রুদ্রা-ধ্যায়, পুরুষসূক্ত, প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ বা আবৃত্তি এবং মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন। ঈশ্বর প্রণিধান—ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরম গুরু ঈশ্বরে তাহার সমর্পণ*। এই সকল ক্রিয়াকেই ক্রিয়াযোগ বলে, কেন না, সহ ক্রিয়াগুলি, যোগের সাধন স্বরূপ ॥১॥

এই সমর্পণের মন্ত্র—

*"কামতোহকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥"

ক্রিয়াযোগের ফল বলিতেছেন ঃ—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥২॥

ক্রিয়াযোগঃ সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থঃ চ (ভবতি)।

ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা সমাধির উৎপাদনের নিমিত্ত এবং ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত।

অগ্রবর্ত্তী সুত্রে যে সকল "ক্লেশ" উল্লিখিত হইয়াছে সেই "ক্লেশ" যদি নিবিড় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমাধিসিদ্ধি হয় না। সেই হেতু ক্রিয়াযোগ ক্লেশসমূহকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিয়া সমাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। তনুকরণ শব্দের অর্থ এই যে, যে সকল ক্লেশ সর্ব্বদা উদ্ভূত হইতেছিল, তাহাঁরা যদি কখন কখন অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগকে তনু করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। "সমাধিভাবন" শব্দের অর্থ সমাধির উৎপাদন, তাহাই হইয়াছে অর্থ বা ফল বা প্রয়োজন যাহার, তাহা সমাধিভাবনার্থ। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশশ্রেণীর মধ্যে ক্রিয়াযোগদ্বারা বিচ্ছেদ বা ব্যবধান ঘটাইলে, সমাধি সেই অবসর লাভ করিয়া বিবেকখ্যাতি (বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর ভিন্নতাবুদ্ধি), উৎপাদন করে এবং তদ্দ্বারা ক্লেশসমূহকে এবং তাহাদের সংস্কার সমূহকে দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥২॥

ভাল, ক্লেশ কি প্রকার এবং তাহার সংখ্যাই বা কত ?—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥৩॥

অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ (ভবন্তি)।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটী ক্লেশ বা দুঃখহেতু-চিত্তবৃত্তি।

উক্ত পাঁচটি, কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক হইয়া পুরুষকে, ক্লিশ্নন্তি—দুঃখ-গ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে "ক্লেশ" বলে। তাহারা সংখ্যায় পাঁচটী ॥৩॥

তন্মধ্যে শেষোক্ত চারিটী, অবিদ্যারই কার্য্য বলিয়া তাহারাও অবিদ্যাস্বরূপ, এই কথাই বলিতেছেন :—

অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্, ॥৪॥

প্রসুপ্ত তনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ উত্তরেষাম্ (অস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশানাম্) অবিদ্যাক্ষেত্রম্ (ভবতি)।

অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহাদের প্রত্যেকটী প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন

এবং উদার এই চারি অবস্থায় থাকে। অবিদ্যা ইহাদের সকলেরই ক্ষেত্র বা জন্মভূমি।

পরবর্ত্তী অস্মিতাদি চারিটির অবিদ্যাই ক্ষেত্র অর্থাৎ জন্মভূমি। সেই চারিটির অবান্তরভেদ যথাঃ—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার। যেসকল যোগী প্রকৃতিতে দেহশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের ক্লেশ প্রসুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহাদের, (সত্ত্ব ও পুরুষের মধ্যে) বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন না হওয়ায়, তাহাদের উক্ত ক্লেশ সকল দগ্ধ হইয়া যায় নাই। তাহারা শক্তিরূপে (potentially) অবস্থান করে বলিয়া পরিশেষে আবার উৎপন্ন হয়। ক্রিয়াযোগীদিগের ক্লেশ, তনু অবস্থায় থাকে। বিষয়াসক্তদিগের ক্লেশ বিচ্ছিন্ন এবং উদার এই উভয় অবস্থাতেই থাকে। যেমন চৈত্র নামক কোন ব্যক্তির যে নারীর প্রতি আসক্তি রহিয়াছে, তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হইলে সেই ক্রোধ বিচ্ছিন্ন-ভাবাপন্ন, কিন্তু আসক্তি উদারভাবাপন্ন। এইরূপে, যেস্থলে ক্রোধ উদারভাবাপন্ন, সেই স্থলে আসক্তি বিচ্ছিন্নভাবাপন্ন। তাহা কালক্রমে উদার ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষপশুকে দুঃখগ্রস্ত করে। এই ক্লেশের সকলগুলিই অবিদ্যামূলক। পুরুষের অপরোক্ষ খ্যাতি (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) হইলে সেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে অপর চারিটি ক্লেশও বিলুপ্ত হয়। যেমন জীবন্মুক্তের ক্লেশ-সমূহ (বিলুপ্ত হইয়া যায়।) এই ক্লেশসমূহের ক্ষীণাবস্থা, নামে একটী পঞ্চম অবস্থা, সূত্রে উক্ত না হইলেও আছে, বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে অবিদ্যার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

অনিত্যাঽশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম খ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মাত্মখ্যাতিঃ অবিদ্যা (ভবতি)।

অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, এবং অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি, এইরূপ বিপর্য্যয়জ্ঞানের নাম অবিদ্যা।

যে বস্তু যাহা নহে সেই বস্তুতে সেইরূপ বুদ্ধির নাম অবিদ্যা, (ইহাই অবিদ্যার সাধারণ লক্ষণ)। দেবতাগণ অমর, এইরূপে অনিত্য দেবগণে নিত্যতার ভ্রমবশতঃ লোকে দেবত্বলাভের জন্য কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হয়। এইরূপে অশুচি-

নারীশরীরে শুচিতার ভ্রমবশতঃ লোকে বন্ধপ্রাপ্ত হয়; ভগবান বেদব্যাস সেই কথা এইরূপে বলিয়াছেন :—

স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি।
কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥

শরীরের উৎপত্তির স্থান, তাহার বীজ, শরীরসংধারক ধাতু প্রভৃতি, শরীর বিনির্গত স্রাবসমূহ এবং শরীরের নিধন বিচার করিয়া এবং শরীরের শুচিতা (পুনঃ পুনঃ) সম্পাদন করিতে হয়, বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতগণ শরীরকে অশুচি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিষ্ঠামূত্রসমাকীর্ণ মাতার উদর ইহার উৎপত্তির স্থান, শুক্রশোণিত ইহার বীজ, অন্নের পরিণাম শ্লেষ্মাদি শরীরের সংধারক বস্তু, শরীরের নবদ্বার হইতে সর্ব্বদাই মল নির্গত হইতেছে এবং শরীরের মরণ, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে বেদপারগ ব্রাহ্মণের শরীরও অত্যন্ত অশুচি বলিয়া সিদ্ধ হয়। স্বভাবতঃ অশুচি শরীরের, (মৃজ্জলাদির দ্বারা) স্নান, অনুলেপন, প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া তাহাকে শুচি করিয়া লইতে হয়। আর যে ভোগ, পরিণামে দুঃখকর, তাহাকে যে সুখ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্ম বস্তুকে যে 'আমি' বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, তাহাও অবিদ্যা। অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধিনী, ইহাই ভাবার্থ। যদ্যপি শুক্তিকায় রজতভ্রম প্রভৃতিকেও অবিদ্যার অন্তর্গত বলা হয়, তথাপি উল্লিখিত চারি প্রকারের অবিদ্যাই বন্ধের কারণ॥ ৫॥

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা॥ ৬॥

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোঃ একাত্মতা ইব অস্মিতা (ভবতি)।

দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ, এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি, এই দুইটিকে ভ্রমবশতঃ এক বলিয়া মনে করার নাম অস্মিতা।

দৃক্‌শক্তি শব্দে পুরুষকে বুঝায়। যাহা দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ ভুক্ত হয়) তাহার নাম দর্শন; তাহার শক্তি (যোগ্যতা) বুদ্ধি। শক্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা। ভোক্তা হইবার যোগ্যতা আছে যাহার অর্থাৎ পুরুষের এবং ভোগ্য হইবার যোগ্যতা আছে যাহার অর্থাৎ বুদ্ধির, তাহারা পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্। তাহাদিগের একাত্মতা অর্থাৎ এক বলিয়া জ্ঞান, অবিদ্যা বশতঃ হইয়া থাকে। 'ইব' (যেন) শব্দের দ্বারা 'আমিই বুদ্ধি' এইরূপে যে পুরুষ ও বুদ্ধির একাত্মতা জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তিজনিত ইহাই বুঝাইতেছেন। তাহারই নাম অস্মিতা। ব্রহ্মবাদিগণ ইহাকেই হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া থাকেন॥ ৬॥

অস্মিতার কার্য্য রাগ বা আসক্তি, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন ঃ—

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখানুশয়ী (বুদ্ধিবৃত্তিরূপঃ) রাগঃ (ভবতি)।

বুদ্ধির যে বৃত্তি সুখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ সুখ স্মরণ করিয়া, তাহা পাইবার লোভ করে, তাহার নাম রাগ।

সুখের অনুভব হইলে পর তাহার স্মৃতিবশতঃ তজ্জাতীয় অন্য সুখে, অথবা তাহার লাভের উপায়ে, যে লোভ তাহার নাম রাগ। সুখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ আপনার বিষয় করিয়া লয়, এই নিমিত্ত ইহাকে (বুদ্ধির রাগরূপ বৃত্তি বিশেষকে) সুখানুশয়ী বলে ॥ ৭ ॥

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখানুশয়ী (বুদ্ধিবৃত্তিরূপঃ) দ্বেষঃ (ভবতি)।

বুদ্ধির যে বৃত্তি দুঃখকে অনুশয়ন করে, অর্থাৎ দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখজনক বস্তুর প্রতি, বুদ্ধির যে প্রতিকূলভাব হয়, তাহার নাম দ্বেষ।

দুঃখের অনুভব হইলে, তাহার স্মৃতিবশতঃ সেই দুঃখের প্রতি অথবা তাহার উৎপাদক বস্তুর প্রতি যে ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে ॥ ৮ ॥

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

বিদুষঃ অপি তথারূঢ়ঃ স্বরসবাহী (বুদ্ধিবৃত্তিরূপঃ) অভিনিবেশঃ ভবতি।

(সাধারণ) জ্ঞানিব্যক্তিদিগেরও (মূর্খদিগের ন্যায়) পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী যে মরণভয়, তাহা এক প্রকার বিপর্য্যয় জ্ঞান ; তাহার নাম অভিনিবেশ।

বিদ্বান হউক, মূর্খ হউক, প্রাণি মাত্রেরই যে মরণভয়, তাহাই অভিনিবেশ। মূর্খের যেমন 'আমি যেন চিরদিন থাকি' (অর্থাৎ কোনদিন যেন আমার না অভাব হয়) এইরূপ ভয় প্রসিদ্ধ আছে ; সেইরূপ (সাধারণ) বিদ্বানেরও সেই সর্ব্বজনসাধারণ ভয় দেখা যায় ; যেহেতু ভয় স্বরসবাহী অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেকবার মরণদুঃখ অনুভব করিয়াছে বলিয়া, সেই স্বরস অনুসারে (অর্থাৎ সেই মরণানুভবের সংস্কার ধারায়) বহিতে অর্থাৎ চলিতে থাকে। এই হেতু ইহার নাম স্বরসবাহী। ব্যাসদেব এই সূত্রের ভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন যে এই মরণভয় হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। সদ্যোজাত শিশুরও যে মরণ হইতে ত্রাস দেখা যায়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মরণের সংস্কার হইতে উৎপন্ন, এইরূপ না স্বীকার করিলে, তাহার অন্য

কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। এই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার এবং পাঁচটী তন্মাত্র সর্ব্বশুদ্ধ এই আটটি অনাত্মবস্তুতে যে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা, তাহার নাম তমঃ। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা এই আটটী ঐশ্বর্য্যের সহিত যে তাদাত্ম্য বুদ্ধি, অর্থাৎ আমি অণু, আমি মহান্ ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিই মোহ। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের সেই দিব্য ও অদিব্যভেদে সর্ব্বশুদ্ধদশটী প্রকার; তাহাতে আসক্তির নাম মহামোহ। পূর্ব্বোক্ত আটপ্রকার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভে বিঘ্ন ঘটিলে এবং সেই কারণে উক্ত দশপ্রকার বিষয়ের ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলে, সর্ব্বশুদ্ধ এই আঠার প্রকার ইষ্টলাভের বিঘ্নের প্রতি যে দ্বেষ, তাহার নাম তামিস্র। আর এই আঠার প্রকার অভীষ্টের, পাছে বিনাশ হয়, এই প্রকার ভয়ের নাম অন্ধতামিস্র। এই কথাই সাংখ্য কারিকায় এই ভাবে কথিত হইয়াছে :—(৪৮ সংখ্যক)

'ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ।

তমঃ (অবিদ্যা) আট প্রকার, মোহ (অস্মিতা) আট প্রকার, মহামোহ (রাগ) দশ প্রকার, তামিস্র (দ্বেষ) অষ্টাদশ প্রকার এবং অন্ধতামিস্র (মরণভয় বা ভয়মাত্রই) অষ্টাদশপ্রকার ॥৯॥

✓ সেই পূর্ব্ব বর্ণিত পাঁচটি ক্লেশ দুই অবস্থায় থাকে (১) পুরুষখ্যাতি বা পুরুষের বিবেকোপলব্ধি দ্বারা দগ্ধবীজাবস্থাপ্রাপ্ত, সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসন্ন, সূক্ষ্মাবস্থা এবং (২) ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং মৈত্র্যাদি ভাবনারূপ চিত্তের পরিকর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা, দুর্ব্বলীকৃত বীজভাবাপন্ন (অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ) স্থূলাবস্থা। তন্মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত ক্লেশসমূহকে দূর করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন :—

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥১০॥

তে সূক্ষ্মাঃ (ক্লেশাঃ) প্রতিপ্রসবহেয়াঃ (ভবন্তি)।

সেই ক্লেশসকলকে চিত্তের প্রতিপ্রসব দ্বারা (বিপরীতপ্রসব দ্বারা) অর্থাৎ চিত্তের কারণে চিত্তকে বিলীন করিয়া, পরিত্যাগ করিতে হয়।

চিত্তের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইলে, চিত্ত যে অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে প্রলীন করিয়া দিলে, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন ক্লেশ সকল বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মীর নাশ করিতে পারিলেই তাহার ধর্ম্মের অর্থাৎ (ক্লেশ-) সংস্কারের বিনাশ হয় ॥১০॥

এক্ষণে কি প্রকারে বীজভাবাপন্ন স্থূল ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন ঃ—

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ ॥১১॥

তদ্‌বৃত্তয়ঃ ধ্যানহেয়াঃ (ভবন্তি)।

ক্লেশের স্থূলবৃত্তিসমূহকে ধ্যানের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হয়, (অর্থাৎ দগ্ধবীজাবস্থা পাওয়াইতে হয়)।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা, যে সকল স্থূল ক্লেশবৃত্তি বিরলীকৃত হইয়াছে, সেই সুখদুঃখ-মোহরূপ ক্লেশবৃত্তিসমূহকে পুরুষধ্যানের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হয়, (অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থা পাওয়াইতে হয়)। যেমন বস্ত্রে, (পঙ্কাদি) স্থূল মল লাগিলে লোকে প্রথমে প্রক্ষালনের দ্বারাই তাহা দূর করে, পরে বস্ত্রের সূক্ষ্মমল ক্ষারসংযোগাদির দ্বারা পরিষ্কার করে, কিন্তু বস্ত্রে যে মলসংস্কার (দুরপণেয় দাগ থাকিয়া যায়, তাহা) বস্ত্র বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট হয় ; সেইরূপ অতি নিবিড় ক্লেশ সকল ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানের দ্বারা বিরল হয় ; সেই বিরল ক্লেশসমূহ আবার ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্মীকৃত হয়। সূক্ষ্ম হইবার পর চিত্ত বিনষ্ট হইলে তাহারা বিনষ্ট হয়, ইহাই ভাবার্থ ॥১১॥

ক্লেশবর্ণনা সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতেছে ঃ—আচ্ছা, তাহাদিগকে কেন ক্লেশ বলে ? এই আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন,—তাহারা কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের কারণ হইয়া বন্ধনের হেতু হয় ; সেইহেতু তাহাদিগকে ক্লেশ বলে।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥১২॥

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (ভবতি)।

কর্ম্মের সংস্কার, (কামক্রোধাদি-) ক্লেশ হইতে জন্মে ; তাহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জন্মে অর্থাৎ ইহজন্মে বা পরজন্মে, বেদনীয় অর্থাৎ ভুক্ত হইয়া থাকে।

সূত্রস্থ তিনটী পদের দ্বারা যথাক্রমে কর্ম্মের হেতু, কর্ম্মের স্বরূপ এবং কর্ম্মফল বর্ণিত হইতেছে। কর্ম্মাশয়—সাংসারিক পুরুষগণ যাহাতে আশয়ন করে বা অনায়ত্তভাবে অবস্থান করে, তাহার নাম আশয় ; কর্ম্মের আশয় বলিলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার বুঝায়। কামক্রোধাদি ক্লেশসকল তাহার কারণ বলিয়া তাহাদিগকে সূত্রে 'ক্লেশমূল' বলা হইয়াছে। সেই কর্ম্মাশয় দুইপ্রকার, যথা দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে দেহের দ্বারা কর্ম্ম করা যায়, সেই দেহের নাম দৃষ্টজন্ম। প্রথমোক্ত কর্ম্মসংস্কার সেই দেহেই ভুক্ত হইয়া থাকে ;

যথা নন্দীশ্বর বাল্যকালে মনুষ্যদেহের দ্বারাই তীব্রসম্বেগ সহকারে, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধির দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া, সেই দেহেই, দেবত্বজাতি, দীর্ঘ আয়ু এবং দিব্য ভোগসকল লাভ করিয়াছিলে। সেইরূপ বিশ্বামিত্র, (ব্রাহ্মণত্ব) জাতি ও (দীর্ঘ) আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। ভীত, ব্যাধিত, দীন, বিশ্বস্ত এবং মহানুভব ব্যক্তিদিগের প্রতি অপরাধ করিলে সদ্যঃসদ্যঃই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, যেমন নহুষ, মহর্ষির প্রতি অপরাধ করিয়া সদ্যঃই সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় নামক দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মাশয় জন্মান্তরভোগ্য স্বর্গ নরকাদির কারণ হয়। ইহাই সূত্রের অর্থ ॥১২॥

যাঁহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাদের এই কর্ম্মাশয় নাই, এই বিশেষ কথা বুঝাইবার জন্য সূত্র করিতেছেন ঃ—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥১৩॥

মূলে সতি জাত্যায়ুর্ভোগাঃ তদ্বিপাকঃ (ভবতি।)

ক্লেশরূপ মূল থাকিলে, কর্ম্মের জাতি (জন্ম), আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক বা ফল জন্মে।

ক্লেশরূপ মূল থাকিলেই কর্ম্মের বিপাক বা ফল জন্মে। যিনি ক্লেশশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার ভোগ নাই ; কেননা যিনি সর্ব্বকামনাশূন্য, তাঁহার কর্ম্মজনিত কোনও ফলে সুখবুদ্ধি নাই, এবং যিনি উদ্বেগশূন্য, তাঁহাকে শোক করিতে হয় না। এইহেতু বিবেকখ্যাতিরূপ অগ্নি দ্বারা ক্লেশসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইলে, কর্ম্মবীজ তুষহীন ধান্যবীজের ন্যায় আর ফল প্রসব করে না। কর্ম্মের সেই বিপাক তিন প্রকার—(১) জাতি—জন্ম অথবা দেবত্বাদি, (২ আয়ু—দীর্ঘকাল ধরিয়া দেহ ও প্রাণের সংযোগ, (৩) ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়ানুভব। তন্মধ্যে ভোগরূপ ফলই মুখ্য ; জাতি ও আয়ু তাহার অঙ্গস্বরূপ; এইরূপ বিভাগ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে একই দেহে বিবিধ প্রকারের বিচিত্র ভোগ দেখা যায় বলিয়া (একাধিক জন্মার্জ্জিত) অনেক কর্ম্ম পূর্ব্বদেহের বিনাশ-কালে, এক সঙ্গে প্রকটিত হইয়া (অব্যবহিত পরবর্ত্তী) একটীমাত্র জন্ম রচনা করে। সেইহেতু সেই প্রকটিত কর্ম্মসমূহকে 'একভবিক' কর্ম্মাশয় বলে। তাহার ফল কোনওস্থলে জন্ম (দেবত্বাদি), কোনওস্থলে আয়ু, কোনওস্থলে ভোগ,

কোনস্থলে ইহাদের দুইটি, কোনস্থলে বা তিনটি এইরূপ ফলের বিচিত্রতা ঘটে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মনো গতিঃ"—কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। এ বিষয়ে সবিস্তর বিবরণ ব্যাস-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥১৩॥

এক্ষণে জন্ম আয়ু ও ভোগ, ইহারা যে হেয় অর্থাৎ বর্জ্জনীয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য তাহাদের ফল বলিতেছেন ঃ—

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ ॥১৪॥

(তে জাত্যায়ুর্ভোগাঃ) পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ হ্লাদপরিতাপফলাঃ (ভবন্তি)।

সেই কর্ম্মাশয় সকল পুণ্যজনিত হইলে সুখফলক এবং পাপজনিত হইলে দুঃখফলক হয়।

তাহারা অর্থাৎ জন্ম, আয়ু এবং ভোগ। পুণ্য হইয়াছে হেতু বা উৎপত্তির কারণ যাহাদিগের, তাহারা পুণ্যহেতু ; সেইরূপ হইলে তাহারা সুখরূপ ফল প্রসব করে। অপুণ্য অর্থাৎ পাপ হইয়াছে হেতু যাহাদিগের, তাহারা অপুণ্য হেতু ; সেইরূপ হইলে তাহারা দুঃখরূপ ফল প্রসব করে। এস্থলে 'ভোগ'শব্দের অর্থ বিষয়ের অনুভব। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বলেন, ভোগ শব্দের অর্থ সুখ-দুঃখানুভব। সেই সুখদুঃখ উক্ত অনুভবের বা ভোগের পূর্ব্ববর্ত্তী (পূর্ব্বসিদ্ধ) হওয়াতে তাহারা সেইরূপ ভোগের ফল না হইলেও তাহারা ভোগক্রিয়ার কার্য্যরূপে ভোগের ফল বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে ; যেমন (পূর্ব্বসিদ্ধ) গ্রাম, গমন ক্রিয়ার ফলরূপে সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ॥১৪॥

আচ্ছা, তাহারা দুঃখফলপ্রদ হইলে যেন হেয় বা বর্জ্জনীয় হইল, কিন্তু সুখ ফলপ্রদ হইলে তাহারা কি প্রকারে বর্জ্জনীয় হইতে পারে? এই হেতু বলিতেছেন ঃ—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥১৫॥

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈঃ (সংযুক্তত্বাৎ) গুণবৃত্তিবিরোধাৎ চ বিবেকিনঃ সর্ব্বম্ দুঃখম্ এব ।

পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখের সহিত সংযুক্ত থাকাতে এবং

সুখ দুঃখ ও মোহরূপ গুণবৃত্তির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ ঘটে বলিয়া, বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখস্বরূপ ॥

'পরিণাম' শব্দের অর্থ অন্যথাভাব (রূপান্তরপ্রাপ্তি)। 'তাপ'—বর্ত্তমান কালীন দুঃখ। 'সংস্কার'—অতীত(সুখ-)দুঃখের। এই তিনটি দুঃখ 'তাহাদের সহিত' এইরূপে সূত্রস্থ "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈঃ" এই সমাসটির ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। দেখ, বিষয় সুখ ভোগ হইতেই কামনারূপ অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কামনা বৃদ্ধি পাইলে, যদি কাম্য বস্তু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুঃখ অনিবার্য্য। আবার কাম্যবস্তু পাইলেও যদি কোন কারণবশতঃ পূর্ণমাত্রায় তাহার ভোগ না হয়, তাহা হইলে ত' দুঃখ আছেই, (অধিকন্তু) যে কারণ হইতে ভোগের সঙ্কোচ হয়, তাহার প্রতি দ্বেষ হয়। তদনন্তর সেই কামনা এবং দ্বেষ এই উভয় হইতে পাপ বৃদ্ধি পাইলে, আবার দুঃখ। এদিকে ভোগের মাত্রা পূর্ণ হইলেও ব্যাধি ও পাপ। তাহা হইতে আবার দুঃখ। এইরূপে ভোগ পরিণামে দুঃখেরই উৎপাদক। আর সুখভোগকালে পাছে ভোগ্যবস্তু বিনষ্ট হয়, সেই ভয়ে দুঃখ ত' আছেই ; আর যাহা হইতে ভোগ্যবস্তুর বিনাশের সম্ভাবনা,তাহার প্রতি দ্বেষবশতঃ তাপ নামক দুঃখ জন্মে। এইরূপে ভোগ তাপনামক দুঃখের উৎপাদক। আবার সুখভোগ সমাপ্ত হইয়া গেলে, যে সংস্কার থাকিয়া যায়, তাহা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া আবার ভোগাসক্তি জন্মিলে পুণ্য ও পাপের অর্জ্জনহেতু আবার সুখদুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। তাহা হইতে আবার সংস্কার জন্মে। এইরূপে অনন্ত দুঃখপ্রবাহ চলিতে থাকে। যদি ভোগ সমাপ্ত হইলে তাহার সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে তখন আর দুঃখের প্রবাহ চলেনা, কিন্তু সংস্কার থাকিয়াই যায়। এইরূপে (ভোগ-) সংস্কার দুঃখের উৎপাদক। বিচারশীলযোগী অক্ষিগোলক সদৃশ। এই সকল দুঃখ, অক্ষিগোলকসদৃশ (সুকুমারচিত্ত) যোগীকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে, কিন্তু কঠিনচিত্ত কর্ম্মীদিগকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না। যেমন মাকড়সার জাল অত্যন্ত কোমল হইলেও, অক্ষিগোলককে উদ্বিগ্ন করে, অন্য অবয়বকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করে না, সেইরূপ। সেইহেতু সমস্ত ভোগোপকরণই বিচারশীল ব্যক্তির নিকট বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় দুঃখপ্রদ ; কেননা সকল উপকরণই পরিণাম-তাপ-সংস্কার দুঃখের সহিত সংযুক্ত এবং তাহারা "গুণবৃত্তিবিরোধের উৎপাদক।" গুণবৃত্তিবিরোধ—গুণশব্দে চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে বুঝায়। এই ত্রিগুণের 'বৃত্তি' শব্দে সুখ, দুঃখ ও মোহকে

বুঝায়। তাহাদের 'বিরোধ' বলিলে, তাহাদের পরস্পর একটির অপরকে অভিভূত করা অথবা তদ্দারা অভিভূত হওয়া, বুঝায়। (সেইরূপ বিরোধ থাকাতেই বিবেকী যাবতীয় ভোগোপকরণকে দুঃখ বলিয়া বুঝেন।) উক্ত গুণবৃত্তি সকল 'চল' অর্থাৎ অস্থায়ী। পুণ্যফলের আবির্ভাবহেতু, যদি চিত্তে কোন গুণবৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে কোন পাপের ফল আবির্ভূত হইয়া উক্ত পুণ্যফলকে অভিভূত করিলে, সেই গুণবৃত্তি তিরোহিত হইয়া যায় এবং সেই পাপের ফল আপনার স্বাভাবিক দুঃখরূপতা প্রকাশ করিয়া দেয়। (আর যাহাকে সুখবৃত্তি বলা যায়) সেই সুখ-বৃত্তি স্বভাবতঃ দুঃখরূপ বৈ অন্য কিছু নহে ; কেননা, তাহা দুঃখরূপ রজোগুণ-মিশ্রিত সত্ত্বগুণের পরিণাম মাত্র ; কিন্তু সেই সুখবৃত্তির দুঃখরূপতা যে স্পষ্ট বুঝা যায় না, তাহার কারণ এই যে সুখবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিলে তৎকালে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য থাকে ; আর রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা তিরোহিত হয় বলিয়াই, সেই সুখবৃত্তি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। এই কারণেই লোকে সুখ ও দুঃখকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বলিয়া থাকে। ইহা দ্বারা সুখও যে মোহরূপ, তাহা বুঝান হইল। এই হেতু ত্রিগুণের পরিণামস্বরূপ সমস্ত জগৎই দুঃখমোহরূপ, অতএব হেয় বা পরিত্যাজ্য, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ১৫ ॥

আর যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে (১) রোগ, (২) রোগের হেতু, (৩), আরোগ্য (৪) আরোগ্যের উপায়—এই চারিটি বস্তু বুঝান হইয়া থাকে, সেইরূপ এই যোগশাস্ত্রে ও (১) হেয় বস্তু, (২) তাহার হেতু, অর্থাৎ তাহা কি প্রকারে আসিল (৩) মোক্ষ, এবং (৪) মোক্ষের উপায়—এই চারিটি বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে বিশেষ করিয়া হেয় বস্তুর স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥১৬॥

অনাগতম্ দুঃখম্ হেয়ম্।

অনাগত দুঃখই হেয়।

অতীত দুঃখ, ভোগের দ্বারা ক্ষয় পাইয়াছে ; সেইরূপ বর্ত্তমান দুঃখও ভোগের দ্বারা ক্ষয় পাইতে থাকে। সেই হেতু যে দুঃখ অনাগত অর্থাৎ এখনও আসে নাই, তাহাই হেয় অর্থাৎ তাহাকেই বর্জ্জন করিতে হয়॥১৬॥

সেই হেয় বস্তুরহিতুক ? এক্ষণে ইহারই উত্তর দিতেছেন :—

দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥১৭॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ (ভবতি)।

দ্রষ্টার এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতু।

(দ্রষ্টা—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ; তিনি বুদ্ধিস্থিত ছায়াস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। দৃশ্য—বুদ্ধিসত্ত্ব। সেই দুইটির 'সংযোগ'—স্বস্বামিভাব অর্থাৎ অধিকৃত বস্তু ও অধিকারীর ভাব। বুদ্ধিসত্ত্ব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ আকারে পরিণত হয়। তাহা চৈতন্যময় পুরুষের ছায়া পাইয়া, সেই পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়।) অয়স্কান্তমণি বা চুম্বক প্রস্তর যেমন নিকটে থাকিলে লৌহাদির উপকারক হয়, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আকর্ষক-আকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেইরূপ, বুদ্ধিসত্ত্ব আপনাতে অবস্থিত ভোগ এবং মোক্ষরূপ পুরুষার্থ, পুরুষকে দেখাইয়া, পুরুষের স্ব অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ হয় এবং পুরুষ তাহার স্বামিস্বরূপ হন। (এই উভয়কে অভিন্ন বলিয়া যে ভ্রম হয় সেই ভ্রমরূপ অবিদ্যা হইতেই উভয়ের সংযোগ ঘটিয়া থাকে এবং যতদিন না পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, ততদিন সেই সংযোগ বিদ্যমান থাকে। সেই সংযোগই হেয় দুঃখের হেতু ॥১৭॥)

দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥১৮॥

দৃশ্যম্ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলম্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ ভোগাপবর্গার্থম্ (ভবতি)।

দৃশ্যবস্তু, প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি এই ত্রিস্বভাববিশিষ্ট এবং তাহা ভূতরূপে ও ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত এবং ভোগ ও অপবর্গের সাধক।

সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বভাব। রজোগুণ ক্রিয়াস্বভাব। তমোগুণ স্থিতি-স্বভাব অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকস্বভাব। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ মৃদু বলিয়া তাহা তপ্য অর্থাৎ সন্তপ্ত হইয়া থাকে। রজোগুণ তাপক অর্থাৎ তাহা তাপ দিয়া থাকে। এইরূপে সত্ত্ব ও রজোগুণ পরস্পর তপ্য ও তাপকভাবে অবস্থিত থাকাতে মমতাদ্বারা পুরুষের মোহ জন্মায়। এই তিনটি গুণ নিজ নিজ কার্য্যে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহারা অবিবেকী বা জড় এবং ভোগ্য। বিবেকী ব্যক্তির নিকট ইহারা হেয়। ইহারা পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে বটে, (কিন্তু) ইহাদের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব আছে। সত্ত্বগুণের ফলে সুখ প্রকাশ ও লঘুতা ; রজোগুণের ফলে দুঃখ,ক্রিয়া ও উৎসাহ ; এবং তমোগুণের ফলে

মোহ, আবরণ ও গুরুতা, এই সকল লক্ষণ দেখিয়া উক্ত গুণ তিনটিকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তাহারা পরস্পর অভিন্ন থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ বুঝা যায় না। সেই হেতু তিনটির সমষ্টি "প্রধান" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই গুণত্রয় "ভূতেন্দ্রিয়াত্মক" অর্থাৎ ভূতরূপে ও ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত। 'ভূত' শব্দে পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বুঝায়। 'ইন্দ্রিয়' শব্দে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনটি অন্তঃকরণকে বুঝায়। এই ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার আত্মা অর্থাৎ নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন-পরিণাম, তাহাকে ভূতেন্দ্রিয়াত্মক বলে। সেই দৃশ্য "ভোগাপবর্গার্থ" অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষের প্রযোজক বা সাধক; ইহাই সূত্রের অর্থ ॥১৮॥

এই সকল গুণের পরিণাম বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন ঃ—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥১৯॥

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি (ভবন্তি)।

বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, ইহারা ত্রিগুণের পর্ব্বস্বরূপ।

যাহাদিগকে বিশেষ করা যায় অর্থাৎ অন্য হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদিগকে বিশেষ বলা হয়। ষোলটি বিকার পদার্থ এই বিশেষ নামক শ্রেণীর অন্তর্ভূত। সেই ষোলটি বিকার এই ঃ—পাঁচটি স্থূলভূত, যথা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী ; পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ দশটি ইন্দ্রিয়, এবং মন। ইহারা বিকারমাত্র অর্থাৎ অপর কোন তত্ত্বের প্রকৃতি বা মূল কারণ হয় না। এই সকল বিকারের প্রকৃতি বা মূলকারণ ছয়টি অবিশেষ নামক পদার্থ যথা—পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার। এই ছয়টি আবার বুদ্ধির বিকার। সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ বলেন "অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি" (সাংখ্য সূত্র ১।৬১) অহঙ্কার হইতেই পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু যোগমতাবলম্বীগণ বলেন এই পঞ্চতন্মাত্র বুদ্ধির অপত্য অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, এবং তাহারা অহঙ্কারের অনুজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ সহোদর। তন্মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পঞ্চতন্মাত্র স্থূল ভূতের প্রকৃতি বা মূলকারণ। অহঙ্কার, সত্ত্বগুণের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, রজোগুণের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং উভয় গুণের সাহায্যে মনের, প্রকৃতি বা মূলকারণ অর্থাৎ উৎপাদক হয়। যাহা লয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে লিঙ্গ বলে। মহত্তত্ত্ব লিঙ্গ মাত্র। এস্থলে 'মাত্র' এই শব্দের দ্বারা বিশেষ এবং অবিশেষ এই উভয় শ্রেণী হইতেই এই মহত্তত্ত্বের পার্থক্য বুঝান হইতেছে। সেই মহত্তত্ত্ব প্রধানের

প্রথম কার্য্য, তাহা নির্ব্বিকল্পক অধ্যবসায়াত্মক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদপরিশূন্য নিশ্চয়স্বরূপ। [নিশ্চয় ও সত্তা অবিনাভাবী] গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ তুল্যবেগতাস্বরূপ প্রধান, অলিঙ্গ। এই চারিটি, গুণত্রয়ের পর্ব্ব বা পরিণাম। এই গুণত্রয় চেতনপুরুষের শেষ বা ভোগ্যস্বরূপ বলিয়া, ইহাদিগকে গুণ (অমুখ্য) বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥১৯॥

এইরূপে দৃশ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :—

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০॥

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ অপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ (ভবতি)।

দ্রষ্টা চিন্মাত্র ; তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ের সহিত অভিন্ন হইয়া, (শব্দাদি) দর্শন করেন।

দ্রষ্টা বা পুরুষ দৃশিমাত্র অর্থাৎ চিন্মাত্র ; তিনি জ্ঞানাদিধর্ম্ম বিশিষ্ট নহেন। অতএব শুদ্ধ বা অপরিণামী হইলেও প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণ করিয়া দর্শন করেন। এই কারণে তাহাকে 'প্রত্যয়ানুপশ্য' বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে তিনি বুদ্ধিকে আপনা হইতে পৃথক না করিয়া—বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া, শব্দাদি দর্শন (অনুভব) করিয়া থাকেন। সেইহেতু প্রথম পাদের চতুর্থ সূত্রে বলা হইয়াছে "**বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র**" ॥২০॥

এইরূপে দৃশ্য ও দ্রষ্টার স্বরূপ বর্ণিত হইল ; এক্ষণে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ ভোক্তৃভোগ্য ভাব বর্ণনা করিতেছেন :—

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥২১॥

দৃশ্যস্য আত্মা তদর্থঃ এব।

দৃশ্যের অর্থাৎ ভোগ্যের স্বরূপ, তাহার অর্থাৎ দ্রষ্টার জন্য—দ্রষ্টার ভোগের ও অপবর্গের সিদ্ধির জন্য।

দৃশ্যের অর্থাৎ ভোগ্যের স্বরূপ,দ্রষ্টার উদ্দেশ্যসাধক, তাহার নিজের স্বার্থসম্পাদক নহে, কেননা দৃশ্য অচেতন। (দৃশ্য দ্রষ্টার ভোগাপবর্গসম্পাদক) ॥২১॥

আচ্ছা, তাহা হইলে দ্রষ্টার বা পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পর, দৃশ্যরূপ প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া,

তাহার একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাওয়া ত' উচিত। এবং (কেহ না কেহ অবশ্যই মুক্ত হইয়া গিয়াছে) সেইহেতু এক্ষণে এই সংসারের প্রতীতিগোচর হওয়াও উচিত নহে ; এই আশঙ্কা হেতু বলিতেছেন ঃ—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥

তৎ (দৃশ্যম্) কৃতার্থম্ প্রতি নষ্টম্ অপি অনষ্টম্, অন্যসাধারণত্বাৎ।

কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নাশপ্রাপ্ত হইলেও, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয় না ; কেননা, তাহা অন্য (অকৃতার্থ) পুরুষেরও (তুল্যরূপে ভোগ্য)।

প্রধান বা প্রকৃতি একটিমাত্র, পুরুষ অসংখ্য। ইহাই স্থিতি অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা ; কেননা শ্রুতি বলিতেছেন ;—

'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ॥
অজোহ্যেকোজুষমাণোহনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৫)।

[শ্বেত রক্ত, ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট ছাগীর * ন্যায়, প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা। সেই ছাগী যেমন আপনার অনুরূপ অনেক শাবক প্রসব করে, সেইরূপ প্রকৃতি আপনার অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক কার্য্যসমূহ উৎপাদন করে। কোনও ছাগ যেমন ছাগীকে উপভোগ করিবার জন্য তাহার প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ যে পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হয় নাই, সে প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যবুদ্ধি করে। আর অপর যে ছাগের ভোগ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে যেমন সেই ছাগীকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যে পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হইয়াছে সে আপনাকে প্রকৃতির সহিত নিঃসম্বন্ধ মনে করে।]

তন্মধ্যে যে পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতি ভোগাপবর্গ সাধন করিয়াছে, সেই পুরুষ কৃতার্থ হইয়াছে, কেননা, সেই পুরুষ স্বামী। যেমন ভৃত্য জয়লাভ করিলে তাহাকে স্বামীর জয়লাভ করা বলে, (পুরুষের কৃতার্থতা ও সেইরূপ)। সেইরূপ সেই কৃতার্থ অর্থাৎ

---

* অজ শব্দের অর্থ জন্মহীন সনাতন পুরুষ। অজা শব্দের অর্থ সনাতনী প্রকৃতি। তথাপি উভয় শব্দের লৌকিক অর্থ (ছাগ ও ছাগী) গ্রহণ করিলে মন্ত্রের অলঙ্কারটি পরিস্ফুট হয় বলিয়া, উক্তরূপ ব্যাখ্যা মার্জ্জনীয়।

মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে প্রধান বা প্রকৃতি (বা দৃশ্য) অদর্শন প্রাপ্ত হইলেও, অন্য পুরুষের নিকট সে অদর্শন প্রাপ্ত হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে পুরুষার্থ বা অপবর্গ (যতদিন) অনাগতাবস্থ থাকে,অর্থাৎ বর্ত্তমানাবস্থ [প্রকটিত] হইতে বাকী থাকে, (ততদিন) প্রধান, কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত থাকে। তাহার পর, কৃতার্থ পুরুষ সম্বন্ধে প্রধানের কার্য্য করিবার কোনও কারণ না থাকাতে, তাহার প্রতি আর প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু যে পুরুষ অকৃতার্থ রহিয়াছে, তাহার প্রতি মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি আকারে প্রধানের কার্য্যপ্রবৃত্তি থাকিয়াই যায়। তাহা হইলে একটি পুরুষ মুক্ত হইলে, অপর সকল পুরুষই যে মুক্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥

এইরূপে দৃশ্য ও দ্রষ্টা বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে হেয়হেতু সংযোগ কাহাকে বলে, তাহাই বলিতেছেন ঃ—

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ সংযোগঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ (ভবতি) ॥

স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির যে স্বরূপ, তাহা তদুভয়ের সংযোগ হইলেই উপলব্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায়।

স্ব শব্দের অর্থ দৃশ্য। তাহা সর্ব্বদাই জড় বলয়া, তাহার 'শক্তি' শব্দের অর্থ, তাহার দৃশ্য হইবার যোগ্যতা। স্বামী শব্দের অর্থ পুরুষ। পুরুষের শক্তি বলিলে পুরুষ (সর্ব্বদাই) চেতন বলিয়া তাহার দ্রষ্টা হইবার যোগ্যতা বুঝায়। পুরুষের স্বরূপই পুরুষের শক্তি। "তদুভয়ের" অর্থাৎ স্ব বা দৃশ্যের দৃশ্য হইবার শক্তি এবং স্বামীর বা দ্রষ্টার দ্রষ্টা হইবার শক্তি এই দুইয়ের। বিবিধ প্রকার শব্দাদির আকারে দর্শনযোগ্য বা গ্রাহ্য বুদ্ধিরূপ দৃশ্যের স্বরূপের উপলব্ধি করার নাম ভোগ। আর স্বামীর নিজ স্বরূপের উপলব্ধির নাম অপবর্গ। সেই ভোগ এবং অপবর্গের কারণ স্বস্বামিভাব নামক সংযোগ। সেই সংযোগই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ভাব বা ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব, নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহা না থাকিলে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, এবং তাহা থাকিলেই তাহার উপলব্ধি হয়। সেই সংযোগের কার্য্যের দ্বারাই, সেই সংযোগ অনুমিত হইয়া থাকে ; ইহাই এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

এইরূপে সংযোগের স্বরূপ ও কার্য্য বর্ণনা করিয়া, তাহার কারণ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥২৪॥

অবিদ্যা তস্য হেতুঃ (ভবতি)।

অবিদ্যাই সেই (দ্রষ্টাও দৃশ্যের) সংযোগের হেতু।

ভ্রান্তিজ্ঞানের সংস্কার সংযোগের কারণ, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। আমি-রূপে (অর্থাৎ আমি বুদ্ধি, আমি অহঙ্কার এইরূপে) যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভেদ বুদ্ধি তাহাই ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তির সংস্কারাপন্ন চিত্ত, প্রলয়কালে লীন থাকিয়া অর্থাৎ প্রধানের সহিত একীভূত থাকিয়া, সৃষ্টিকালে পুরুষের সহিত তাহার স্ব হইয়া অর্থাৎ বিষয়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া জন্ম লাভ করে। সেই সংযোগের দ্বারাই,যিনি অবিবেকী তাঁহার বন্ধ, এবং যিনি বিবেকী তাহার মোক্ষ ঘটে। * এই অবিদ্যা অনাদি কালের বাসনা বা সংস্কার সঞ্চয় করিয়া বিচিত্র হইয়া, চিত্তে অবস্থান করে। মৎস্য যেমন জাল দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত হয়, পুরুষপশুও সেইরূপ এই অবিদ্যাদ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত হয়। তখন সেই পুরুষপশু (মৎস্যের ন্যায়) নিজকর্ম্মসমানীত প্রাপ্ত দুঃখ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে, বর্জ্জিত দুঃখ পুনর্ব্বার গ্রহণ করে এবং যে সকল অনাত্ম বস্তু পরিত্যাগ করাই উচিত, তাহাতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয় এবং এইরূপে বাহ্য (আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) ও আধ্যাত্মিক কারণজনিত ত্রিবিধ তাপ তাহাকে জন্মে জন্মে অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

এইরূপে হেয় ও হেয়হেতু নিরূপণ করিয়া, হেয় বস্তুর হান (সর্ব্ব দৃশ্য বস্তুর পরিত্যাগ, যাহার নামান্তর) মোক্ষ, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন—

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তদভাবাৎ সংযোগাভাবঃ ; হানম্ (ভবতি), তৎ দৃশেঃ। কৈবল্যম্ (ভবতি)।

তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার অভাব হইলে সংযোগের যে অভাব হয়, তাহাই হান অর্থাৎ দৃশ্যের বর্জ্জন। তাহাই দৃশির বা পুরুষের কৈবল্য।

---

* এস্থলে "আশুবোধ" ও "দামোদর" কৃত, যথাক্রমে কলিকাতা ও বারাণসী সংস্করণে, একই পাঠদৃষ্ট হয়। তাহা স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল এবং তাহার স্থলে এইরূপ পাঠ গৃহীত হইল :—"এতয়া হ্যনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবর্ত্তিন্যা অবিদ্যয়া সমন্ততো মৎস্যং জালেনেবানুবিদ্ধং পুরুষপশুং স্বকর্ম্মোপাহিতং দুঃখমুপাত্তং ত্যজন্তং, ত্যক্তমুপাদদানং হাতব্য এবানাত্মন্যহঙ্কার-মমকারানুপাতিনং জাত জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তাস্ত্রিপর্ব্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্তে।"

সেই অবিদ্যার অভাব হইলে, অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, সেই অবিদ্যার কার্য্য, বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ, যাহা বর্জ্জনীয় দুঃখের হেতু, তাহার অভাব বা বিনাশ ঘটে। এই বিনাশকে নিত্যমুক্ত দৃশির বা পুরুষের কৈবল্য বলে॥ ২৫॥

মোক্ষের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহার হেতুর বর্ণনা করিতেছেন :—

বিবেক খ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥২৬॥

বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা (সতী) হানো পায়ঃ (ভবতি)

বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর পার্থক্যের জ্ঞান যদি মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন না হইয়া টিকিয়া থাকে, তবে তাহাই (পূর্ব্বোক্ত) "হানের" উপায় হয়।

দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্যকে বিবেক বলে। সেই পার্থক্যের জ্ঞানের নাম বিবেকখ্যাতি। বিপ্লবশব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান। প্রথমে শাস্ত্র বিচার হইতেই সামান্যভাবে বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হয়। সেই বিবেকখ্যাতি পরোক্ষজ্ঞানমাত্র বলিয়া, তাহা অনাদি কালের অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে পারে না। যখন সেই বিবেকখ্যাতি মননের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিত্ত,সকল বস্তুর 'প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ (কেবল) পুরুষাভিমুখ হইয়া বিবেকখ্যাতি নিরন্তর অভ্যাস করিতে থাকে, তখন সেই ধ্যানের প্রগাঢ়তা হইতে, পুরুষের প্রতিবিম্বযুক্ত সাক্ষাৎকাররূপ যে বিবেকখ্যাতি জন্মে, তাহাই মিথ্যা জ্ঞান ও তাহার সংস্কার সমূহকে বিনষ্ট করে, (তদন্তর) সেই বিবেকখ্যাতি মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা ভগ্ন না হইলে পরবৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, সংস্কারমাত্রাবিশিষ্ট ও কর্ত্তব্যশূন্য বা চরিতার্থ চিত্তের নিরোধ সাধন করিয়া, প্রারব্ধক্ষয় হইলে পর, চিত্তের সম্পূর্ণ রূপ নিবৃত্তি ঘটায় এবং এইরূপে ভাবি দুঃখের বর্জ্জনরূপ মোক্ষের উপায় হয়। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ॥ ২৬॥

যাঁহার বিবেকখ্যাতি স্থিরতা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছেন :—

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥২৭॥

তস্য প্রজ্ঞা সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ (ভবতি)।

সেই বিদ্বান্ পুরুষের প্রজ্ঞা সাত প্রকারে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

"প্রান্তভূমিঃ"—প্রকৃষ্ট হইয়াছে অন্ত বা ফলপ্রাপ্তিরূপঅবসান যাহাদিগের, তাহারা 'প্রান্ত' বা চরম ; 'প্রান্ত' হইয়াছে ভূমি বা অবস্থা যাহার (অর্থাৎ

যে প্রজ্ঞার) তাহা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। (যে জ্ঞানীর আত্মখ্যাতি স্থির ও অবিপ্লব (মিথ্যাজ্ঞানশূন্য) হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা, অপর সকল প্রকার প্রত্যয় বিদূরিত করিয়া সাত প্রকার চরমাবস্থা লাভ করে। 'যাহা কিছু জানিতে বাকী ছিল, তাহা সমস্তই জানিয়াছি, আর কিছু জানিতে বাকী নাই', ইহাই উক্ত সাতটি চরমাবস্থার প্রথম। এই অবস্থায় সকল প্রকার জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া ইহা একটি প্রান্ত বা চরমাবস্থা। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে এই অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর নহে, কেননা তখন (আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে) আলম্বনযুক্ত সমাধির দ্বারা প্রধান পর্য্যন্ত সকল বস্তুর প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিলেও, আত্মজিজ্ঞাসা অবশিষ্ঠ থাকে বলিয়া, সেই প্রধানের প্রজ্ঞাও চরম বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপে যে সকল অবস্থা অগ্রে (অতঃপর) বর্ণিত হইতেছে, তাহারাও 'প্রান্ত' বা চরম বলিয়া গণ্য হইবে। যে সকল বন্ধনের হেতু বর্জ্জন করিতে অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের সকলগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। আর কিছুই বর্জ্জন করিতে আমার বাকী নাই, ইহাই উক্ত সাতটি চরমাবস্থার দ্বিতীয়। কৈবল্য প্রাপ্তি দ্বারা আমার লাভ করিতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল,তাহা সমস্তই লাভ করিয়াছি, এই হেতু আর কিছুই আমার লাভ করিতে বাকী নাই, ইহাই তৃতীয় অবস্থা। (বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া আমি সমস্ত কর্ত্তব্যই নিঃশেষ করিয়াছি, আমার আর কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নাই, ইহাই চতুর্থ অবস্থা।) এই চারিটি অবস্থাকে কার্য্যবিমুক্তি বলে। (অপর) তিনটি অবস্থা চিত্তবিমুক্তি নামে অভিহিত হয়। যথা, 'আমার বুদ্ধি-সত্ত্ব কৃতার্থ হইয়াছে', ইহাই প্রথম। যে গুণত্রয়, বুদ্ধি প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহারাও পর্ব্বতশৃঙ্গচ্যুত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় (স্ব স্ব) প্রতিষ্ঠা হারাইয়া বিনষ্ট হইবার জন্য নিজ নিজ কারণে পতিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইতেছে। তাহাদের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া,পুনরুৎপত্তিও হইতেছে না ; ইহা দ্বিতীয়াবস্থা। আর গুণাতীত হইয়া স্বরূপমাত্রে অবস্থিত হওয়ারূপ যে চিন্মাত্রাবস্থা তাহাই তৃতীয়। ইহাদের সকল গুলিই প্রজ্ঞাবস্থা। প্রথমাবস্থায় জিজ্ঞাসার অন্ত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায় জিহাসার অর্থাৎ পরিত্যাগের ইচ্ছার বন্ধহেতুবর্জ্জনের অন্ত হয়। তৃতীয়াবস্থায় প্রেপ্সার অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাপ্তির ইচ্ছার অন্ত হয়। চতুর্থাবস্থায় চিকীর্ষার অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার ইচ্ছার অন্ত হয়। পঞ্চমাবস্থায় শোকের, ষষ্ঠাবস্থায় ভয়ের ও সপ্তমাবস্থায় বিকল্পের অন্ত হয়। এইরূপে সাতটি প্রজ্ঞাভূমি, সাত প্রকার বিনাশরূপ ফলযুক্ত বলিয়া, এই সাতটি ভূমিকে প্রান্ত বা চরম ভূমি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥২৭॥

এক্ষণে প্রজ্ঞার সাধন বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

যোগঙ্গানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে (জায়মানে) জ্ঞানদীপ্তিঃ (ভবতি) আ বিবেকখ্যাতেঃ।

যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হইতে থাকিলে, যত দিন না বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হয়, ততদিন জ্ঞানের উৎকর্ষ হইতে থাকে।

যোগাঙ্গসমূহের এবং যোগের অনুষ্ঠান হেতু ক্রমে ক্রমে ক্লেশরূপ ও কর্ম্মরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইতে থাকিলে, যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বিকল্প বিবেকখ্যাতি হয়, সেই পর্য্যন্ত, জ্ঞানের দীপ্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধি হইতে থাকে। সূত্রের ভাবার্থ এই—যোগের অষ্টাঙ্গের সহিত যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে শুদ্ধি জন্মে, তদ্দ্বারাই প্রজ্ঞা সংসাধিত হয় ॥২৮॥

যোগাঙ্গ কি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ।

যম নামক অঙ্গটি অন্য কোন যোগাঙ্গের অপেক্ষা না করিয়া সফল হইতে পারে, এই নিমিত্ত যম নামক অঙ্গটি প্রথমেই উল্লিখিত হইল। নিয়ম নামক অঙ্গটি যম নামক অঙ্গের সাধনের উপর নির্ভর করে বলিয়া, তাহা পরে উক্ত হইল। আর এই দুই অঙ্গের অনুষ্ঠান হইতে যে শুদ্ধি জন্মে, তাহার উপর আসনাদির সিদ্ধি নির্ভর করে এবং আসনাদি অঙ্গ সমূহের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি পর পরটির (সিদ্ধির) হেতু বলিয়া (তাহারা সূত্রলিখিত) ক্রমে উক্ত হইয়াছে * ॥২৯॥

---

* নিষ্ঠিতাঃ যমাঃ নিয়মাঃ। যম প্রতিষ্ঠিত হইলে যমনিষ্ঠাই নিয়মরূপে দেখা দেয়। মনু বলেন—(৪।২০৪) যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥

অপর এক স্মৃতি বচন আছে ঃ—
পততি নিয়মবান্ যমেষ্বসক্তো ন তু যমবান্নিয়মালসোঽবসীদেৎ।
ইতি যমনিয়মৌ সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা যমবহুলেষ্বনুসন্দধীত বুদ্ধিম্ ॥

যমের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল নিয়মানুষ্ঠানে রত থাকিলে পতিত হইতে হয় ; কিন্তু যদি কেহ যমানুষ্ঠানে রত থাকিয়া নিয়মানুষ্ঠানে শিথিল হয়েন, তবে তাঁহাকে (শ্রেয়োলাভে) হতাশ হইতে হয় না। এইরূপে যম ও নিয়ম এই উভয়ের অনুষ্ঠানের তারতম্য বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া অধিক পরিমাণে যমের অনুষ্ঠানেই বুদ্ধিকে প্রবৃত্ত করিতে হইবে।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥৩০॥

অহিংসা—সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহাঃ যমাঃ(ভবন্তি)।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম।

তন্মধ্যে 'অহিংসা' শব্দে কায়,মন এবং বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্ব জীবের প্রতি পীড়া বর্জ্জন বুঝায়। এই অহিংসা সর্ব্বোত্তম শুক্ল ধর্ম্ম। যম নামক অপর কয়েকটি এবং নিয়মাদি দ্বারা এই অহিংসাধর্ম্মের শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কথিত হইয়াছে—

স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎস (তে?)তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপাম হিংসাংকরোতীতি।

এই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) যতই অনেকানেক ব্রতের আচরণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, ইনি ততই অনবধানতা বা বিচারাভাবজনিত ও হিংসামূলক, পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকেন, এবং এইরূপে সেই অহিংসা ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলেন।

'সত্য' শব্দের অর্থ পরহিতার্থে যথার্থকথন। বলপূর্ব্বক বা গোপনে অপরের ধন হরণকরাকে 'স্তেয়' বলে। তাহা না করাকে অস্তেয় বলে অর্থাৎ পরদ্রব্যে স্পৃহা-শূন্যতা। উপস্থেন্দ্রিয় সংযমের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য'। নারীদিগকে সস্পৃহভাবে দর্শন করা, তাহাদের সহিত আলাপ করা, তাহাদিগকে স্পর্শ করা, তাহাদের বচন ও গীতাদি শ্রবণ করা ও তাহাদিগকে ধ্যান করা পরিত্যাগ করাকেই ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ বলে। দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তু গ্রহণ না করার নাম 'অপরিগ্রহ'। যম নামক এই পাঁচটি যোগের প্রতিকূল হিংসা,অসত্য,চৌর্য্য,স্ত্রীসঙ্গ এবং পরিগ্রহ এই পাঁচটিকে অপসারিত করে বলিয়া ইহারা যোগাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥৩০॥

এই সকল সাধন, যোগিগণের পক্ষে বিশেষরূপে উপাদেয়, এই কথা বলিতেছেন ঃ—

জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৩১॥

জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনিয়মিত অর্থাৎ সার্ব্বভৌম হইলে তাহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়।

গোত্ব, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতিকে 'জাতি' বলে। 'দেশ'শব্দে তীর্থাদি বুঝায়। 'কাল'-নির্দ্দিষ্ট সময়, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি (-রূপে) অনির্দ্দিষ্ট সময় যথা ব্রাহ্মণভোজনাদির সময়। তাহা হইলে "আমি কখনই গোব্রাহ্মণ হত্যা করিব না", এইরূপ অহিংসা জাতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। "তীর্থে অথবা চতুর্দ্দশীতে আমি কাহাকেও হত্যা করিব না," এইরূপ অহিংসা দেশ ও কাল এতদুভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। "দেবতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির জন্য ভোজনাদির (আয়োজনের) সময় ব্যতীত আমি হত্যা করিব না" এইরূপ অহিংসা "সময়ের" (নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার ক্রমের) দ্বারা অবচ্ছিন্ন। কোনও স্থানে, কাহারও জন্য, কোনও প্রাণীকে, আমি হত্যা করিব না— এইরূপ অহিংসা, জাতি, দেশ প্রভৃতি চারিটি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। এইরূপ অহিংসাই সবিশেষ বীর্য্যবতী। সত্য প্রভৃতি অপর কয়েকটী যমও এইরূপে অনবচ্ছিন্ন হয়, বুঝিয়া লইতে হইবে। * এইরূপ জাতি প্রভৃতি সকল ভূমিতে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অবস্থাসমূহে অব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইলে অর্থাৎ সকল অবস্থায় অব্যভিচারিভাবে (অহিংসাদির) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া বিদিত হইলে, † ইহারা সার্ব্বভৌম হয়। তখন সেই সার্ব্বভৌম যমের অনুষ্ঠানকে 'মহাব্রত' বলে ॥৩১॥

'নিয়ম' বলিলে কি কি বুঝায়, তাহাই বলিতেছেন ঃ—

শৌচসন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥

শৌচ-সন্তোষ তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ (ভবন্তি)

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম।

মৃত্তিকা, জল প্রভৃতির দ্বারা এবং গোময়, গোমূত্র, যাবক প্রভৃতি পবিত্র ভক্ষ্য

---

* সত্যনিষ্ঠা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপে অবচ্ছিন্ন হইয়াছে—

প্রাণত্রাণেঽনৃতং বাচ্যমাত্মনো বা পরস্য চ।
গুর্ব্বর্থে স্ত্রীষু চৈব স্যাদ্বিবাহকরণেষু চ॥

আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য, গুরুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, পত্নীর নিকট এবং বিবাহ ব্যাপারে মিথ্যা বলা চলে।

† মূলে "জাত্যাদিভূমিষু কৃপ্তাবস্থাসু" আছে, তাহার অর্থ—গোত্ব, "ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি" প্রভৃতির সম্বন্ধরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, অহিংসাসত্যাদি পালনের যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, সেই সকল অবস্থায়, অব্যবস্থা কৢপ্ত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইলে, অর্থাৎ অবস্থানির্ব্বিশেষে অব্যভিচারিভাবে অহিংসা সত্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে, তাহারা "সার্ব্বভৌম" হয়।

দ্রব্য ব্যবহারে, যে শৌচ সম্পাদিত হয়, তাহাকে বাহ্যশৌচ বলে। মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা চিত্তের যে অসূয়া প্রভৃতি মল অপসারিত করা হয়, তাহার নাম আন্তর শৌচ। সন্নিহিত কালে অর্থাৎ অনতিবিলম্বে কেবলমাত্র প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ দ্রব্যাদি লাভে তুষ্ট থাকার নাম সন্তোষ। (মানাপমানাদি, শীতগ্রীষ্মাদি) দ্বন্দ্বসহনকে এবং যথোপযুক্ত কৃচ্ছ্রাদি ব্রত প্রভৃতিকে তপঃ বলে। 'স্বাধ্যায়' শব্দে প্রণবাদির অভ্যাস।

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যা চেষ্টা মম নিত্যশঃ॥
কেশবারাধনে সা স্যাজ্জন্মজন্মান্তরেষ্বপি॥

জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা অজ্ঞানবশতঃ আমি যে শুভ অথবা অশুভ কার্য্য করিতেছি, সে সেকল তোমাকে অর্পণ করিলাম। তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি তাহা করিতেছি। শরীর চেষ্টা, মন এবং বাক্যের দ্বারা আমি প্রতিক্ষণেই যাহা করিতেছি তাহা এবং জন্মজন্মান্তরেও যাহা করিব তাহা, যেন কেশবের আরাধনার নিমিত্ত হয়।

এইরূপে পরমগুরু পরমেশ্বরে সকল পুণ্যকর্ম্মের অর্পণকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে ॥৩২॥

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৩॥

বিতর্কবাধনে (সতি) প্রতিপক্ষভাবনম্ (কর্ত্তব্যম্)।

হিংসাদি বিতর্কের (৩৪ সূত্রে ব্যাখ্যাত) দ্বারা যোগাভ্যাস বাধিত (ব্যাহত) হইলে তাহাদের প্রতিপক্ষ সকলকে ভাবনা করিবে।

এই সকল যম, নিয়ম ইত্যাদি, বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদির সংকল্পের দ্বারা ব্যাহত হইলে অর্থাৎ আমি অপকারীকে হত্যা করিব, মিথ্যা বলিব, পরধন গ্রহণ করিব—এইরূপ সংকল্পসমূহের দ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত হইলে, যে ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞ পুরুষ) যমাদির অভ্যাসে নিরত হইয়াছেন,তিনি প্রতিপক্ষভাবনা করিবেন। 'সংসাররূপ ঘোর জ্বলন্ত অগ্নিতে আমি দগ্ধ হইতেছি বলিয়া, সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া, আমি যমাদি ধর্ম্মকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি ; সেই আমি অহিংসাদি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যদি পুনর্ব্বার হিংসাদি ধর্ম্মকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার আচরণ কুকুরের মত হইবে।' কুকুর যেমন যাহা বমন করে, তাহাই পুনর্ব্বার ভোজন করে, যে

ব্যক্তি পরিত্যক্ত বস্তুকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, সেও তদ্রূপ। এইরূপে বিতর্কের প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হয় ॥৩৩॥

এক্ষণে বিতর্কসমূহের স্বরূপ, প্রকার, কারণ, অবান্তর ভেদ ও ফল—পাঁচটি পদ দ্বারা যথাক্রমে উল্লেখ করিয়া, প্রতিপক্ষ ভাবনার অর্থ পরিস্ফুটকরিতেছেন।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধ মোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৪॥

বিতর্কাঃ হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতাঃ লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকাঃ মৃদুমধ্যাধি-মাত্রাঃ দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ (ভবতি)।

হিংসা, অসত্য, স্তেয় প্রভৃতি যমনিয়মের বিতর্ক। তাহারা কৃত, কারিত, ও অনুমোদিত, ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্ব্বক আচরিত, এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রকারের হইয়া থাকে। তাহারা অনন্ত অজ্ঞান ও অনন্ত দুঃখের হেতু, এইরূপে হিংসাদির নিবৃত্তি ভাবনা করিয়া, হিংসাদিকে নিবৃত্ত করাই প্রতিপক্ষভাবনা ॥৩৪॥

হিংসা, অসত্য, প্রভৃতি, বিপরীতভাবে বা (অহিংসা সত্যাদির) প্রতিকূলরূপে তর্কিত অর্থাৎ বিবেচিত হয় বলিয়া, ইহাদিগকে বিতর্ক বলে। সূত্রস্থিত 'হিংসাদয়ঃ' (অর্থাৎ হিংসা, অসত্য, স্তেয় প্রভৃতি), বিতর্কের স্বরূপের বর্ণনা করিতেছেন। তন্মধ্যে হিংসা তিন প্রকার, যথা—স্বয়ং অনুষ্ঠিত [১], 'কর' বলিয়া অপরের দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করান [২] এবং "সাধু, সাধু" বলিয়া তাহার অনুমোদন করা [৩]। তন্মধ্যে প্রত্যেকটী আবার কারণভেদে তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—'হিংসা'—মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতির লোভ হেতু ; কিম্বা 'এই প্রাণী আমার অপকার করিয়াছে' এইরূপ ভাবিয়া তাহার প্রতি ক্রোধহেতু, কিম্বা ইহাকে বধ করিলে আমার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, এইরূপ মোহহেতু। এই প্রকারে হিংসা নয় প্রকারের হইল। আবার লোভ, ক্রোধ, মোহ ইহার প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা মৃদু, মধ্য ও তীব্র। সেই লোভ, ক্রোধ ও মোহ বশতঃ যে সকল হিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা হয় তাহারাও তদনুসারে মৃদু, মধ্য ও তীব্র এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। তাহাদের আবার প্রত্যেকটি কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই তিন প্রকারের হওয়াতে তাহারা নয় প্রকারের হয়। তাহা হইলে হিংসার সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টি প্রকার বা ভেদ হয়। আবার মৃদু, মধ্য ও

তীব্র ইহাদের প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—মৃদুমৃদু, মধ্যমৃদু, তীব্রমৃদু ; মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য, তীব্র মধ্য ; মৃদু তীব্র, মধ্য তীব্র ও তীব্র তীব্র। এই প্রকারে লোভও নয় প্রকারের এবং ক্রোধ ও মোহ নয় নয় প্রকারের। সেই লোভ, ক্রোধ ও মোহজনিত হিংসা ২৭ প্রকারের হইয়া থকে। তাহারা আবার কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ভেদে প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকারের হওয়াতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮১ প্রকারের হইয়া থাকে। অসত্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপে বিতর্কসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইল। দুঃখ শব্দের অর্থ নরকাদি। অজ্ঞান শব্দের অর্থ স্থাবরাদির ভাব ; ইহা দ্বারা ভ্রান্তি এবং সংশয়ও বুঝা যাইতে পারে। এই দুঃখ ও অজ্ঞানকে অনবরত প্রসব করে বলিয়া বিতর্কসমূকে 'দুঃখাজ্ঞানানন্ত ফল' বলা হইয়াছে। এইরূপে প্রতিপক্ষদিগকে অর্থাৎ বিতর্করূপ শত্রুদিগকে ভাবনা করিতে হইবে। সেই দ্বেষপূর্ব্বক ভাবনা করিবার উপদেশ দেওয়াতে ইহাই বুঝাইল যে সেই বিতর্কসমূহকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই বিতর্কসমূহের বর্জ্জন করিতে পারিলে, পাঁচটি যম ও পাঁচটি নিয়ম নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়। সেই যম নিয়মে সিদ্ধিলাভ হইলে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা কৈবল্য লাভ হয় এবং ইহা হইতে যোগেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য ॥৩৪॥

এক্ষণে যে যে অবান্তর ফল দ্বারা যম ও নিয়মের অন্তর্গত দশটি সাধনের সিদ্ধি বুঝা যাইতে পারে, তাহাই যথাক্রমে প্রদর্শন করা যাইতেছে ঃ—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াম্ তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ (ভবতি)।

যোগীর অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার নিকটে যে সকল জন্তুর মধ্যে স্বাভাবিক বৈরভাব আছে, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে ॥৩৫॥

কোনও যোগী অহিংসায় সিদ্ধিলাভ করিলে সেই হিংসাশূন্য মুনিবর্য্যের সন্নিধানে অহি-নকুল প্রভৃতি যে সকল জন্তুর মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক বৈরভাব আছে, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥৩৫॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥৩৬॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াম্ (তস্য) ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ (ভবতি)।

যোগীর সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয় স্বরূপ হয়েন ॥৩৬॥

যোগীর সত্যে প্রতিষ্ঠালাভ হইলে, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্রিয়ার ও স্বর্গাদিরূপ

তাহার ফলের, আশ্রয়স্বরূপ হয়েন অর্থাৎ তাঁহার বাক্যোচ্চারণ মাত্রেই তিনি লোকের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ও তদুভয়ের ফলের আশ্রয় হন অর্থাৎ সেই ফলদাতৃত্ব তাঁহাতে উৎপন্ন হয়। যেন তিনি যদি কাহাকেও বলেন 'তুমি ধার্ম্মিক হও' তাহা হইলে সে ধার্ম্মিক হয়। যদি কাহাকেও বলেন, 'তুমি স্বর্গ লাভ কর' তাহা হইলে তাঁহার বাক্যের ফলে সেই ব্যক্তি অধার্ম্মিক হইলেও ধার্ম্মিক হইয়া স্বর্গ লাভ র ॥৩৬॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥৩৭॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াম্ সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ (ভবতি)।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সকল রত্ন উপস্থিত হয় ॥৩৭॥

অচৌর্য্যবিষয়ে দৃঢ়তা জন্মিলে, সঙ্কল্পমাত্রেই যোগীর দিব্যরত্ন সমূহের প্রাপ্তি ঘটে। ["জাতৌ জাতৌযদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে"—কোন জাতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাকেই রত্ন বলে।] (চেতন রত্ন স্বয়ং এবং অচেতন রত্ন অন্যের সাহায্যে উপস্থিত হয়) ॥৩৭॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥৩৮॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াম্ বীর্য্যলাভঃ (ভবতি)।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য লাভ, হইয়া থাকে ॥৩৮॥

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ বীর্য্যনিরোধ। সেই বীর্য্যনিরোধ সিদ্ধ হইলে নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। তদ্দ্বারা অণিমাদিসিদ্ধি উপস্থিত হয় এবং শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ অচিরে ফলপ্রদ হয় ॥৩৮॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥৩৯॥

অপরিগ্রহ স্থৈর্য্যে (সতি) জন্মকথন্তাসম্বোধঃ (ভবতি)।

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে জন্মবিষয়ক কথন্তার অর্থাৎ কি প্রকার জন্ম, কি হেতুক জন্ম, কিরূপ ফলবিশিষ্ট জন্ম ইত্যাদির জ্ঞান হয় ॥৩৯॥

অপরিগ্রহশীল যোগীর অপরিগ্রহতা স্থিতিলাভ করিলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী জন্ম সম্বন্ধে কথন্তার অর্থাৎ তাহার প্রকার সম্বন্ধে, সম্যক জ্ঞান জন্মে। সেই

জ্ঞান, জানিবার ইচ্ছা হইলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—মনে প্রশ্ন উঠিলে তাহার উত্তর স্বরূপে উপস্থিত হয়। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। কিরূপে জন্ম, কি প্রকার জন্ম, কি হেতু জন্ম, অমুক জন্মের ফল কি, তাহার অবসান কি প্রকার, এইরূপে জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাসা শরীর ধারণের প্রতিকুলতাহেতু উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেইরূপ জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইলে শরীর পরিগ্রহের সম্ভাবনা ক্ষীণ হইতে থাকে। তদনন্তর সেই জিজ্ঞাসু বুঝিতে পারে যে পুরুষ স্বভাবতঃ জন্মাদিরহিত; পুরুষের সহিত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ঘটিলেই, তাহাকে পুরুষের জন্ম বলে। জীবের মনুষ্য, দেবতা ও তীর্য্যক্‌রূপে জন্মকেই জন্মের প্রকার বলে। ক্লেশ ও কর্ম্মই জীবের জন্মের হেতু; দুঃখই জীবজন্মের একমাত্র ফল এবং পুরুষের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই জীবের জন্মের অবসান হয়। জিজ্ঞাসু, আচার্য্য এবং শাস্ত্র হইতে এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহবিমুক্ত হইয়া, অপরিগ্রহ নামক সাধনের চরম ফল অনুভব করিয়া থাকে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥৩৯॥

যম নামক পাঁচটি সাধনের সিদ্ধি কথিত হইল; এক্ষণে নিয়ম নামক পাঁচটি সাধনের সিদ্ধি বর্ণনা করিতেছেন:—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥৪০॥

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা (ভবতি), পরৈঃ অসংসর্গঃ (ভবতি)।

শৌচ হইতে নিজের শরীরে ঘৃণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ হয় ॥৪০॥

যিনি বাহ্য শৌচে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি (সেই সিদ্ধির ফলে) নিজের শরীরে কখনই শুদ্ধি দেখিতে পাননা, (কেননা তিনি বুঝিতে পারেন, শরীর স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, তাহার শুদ্ধিসম্পাদন অসম্ভব)। এই হেতু তাহার শরীরে ঘৃণার উদয় হয়; (তিনি মনে করেন) যেহেতু শরীর স্বভাবতঃই অশুচি, তখন ইহাতে কোন ক্রমেই অহঙ্কার করা উচিত নহে। আমি শৌচপরায়ণ, আমার শরীর যখন শুদ্ধ হইল না, তখন যিনি শৌচবিষয়ে অমনোযোগী তাঁহার শরীর যে অশুচি, তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে? এইরূপে দোষদর্শন করিতে থাকিলে তাঁহার অপরের শরীরের সহিত আর সংসর্গে প্রবৃত্তি থাকে না ॥৪০॥

এইরূপে বাহ্য শৌচের বিষয়ে সিদ্ধি বর্ণনা করিয়া, অন্তঃশৌচ বিষয়ে সিদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন:—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয় জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥৪১॥

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্য-ঐকাগ্র্য-ইন্দ্রিয়জয়-আত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ (ভবন্তি)।

(আভ্যন্তর) শৌচ হইতে বুদ্ধির নির্ম্মলতা জন্মে; তাহা হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ, তাহা হইতে চিত্তের স্থৈর্য্য, তাহা হইতে বাহেন্দ্রিয়জয়, এবং তাহা হইতে আত্মদর্শনযোগ্যতা জন্মে ॥৪১॥

পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'শৌচাৎ' এই পদটি আনিয়া এই সূত্রের অর্থ করিতে হইবে। এবং সূত্রশেষে 'ভবন্তি' এই পদটির সংযোগ করিতে হইবে। বুদ্ধিরূপ সত্ত্বগুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণজনিত ঈর্ষাদি মলের নাশ হইলে, তাহাকে সত্ত্বশুদ্ধি বলে। তাহা হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হয়। তাহা হইতে চিত্তের স্থিরতা জন্মে। এই স্থিরতা হইতে বাহেন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয়। এবং তাহা হইতে পুরুষখ্যাতি বা আত্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মে—এইরূপ বিভাগ করিয়া সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে ॥৪১॥

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ॥৪২॥

সন্তোষাৎ অনুত্তমসুখলাভঃ (ভবতি)।

সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী নিরতিশয় সুখানুভব করেন।

তৃষ্ণাক্ষয় সিদ্ধ হইলে যোগী নিষ্কাম হন। তখন অবশ্যই তাহার শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষ লাভ করাতে, নিরতিশয় সুখানুভব ঘটে। মহাভারতে 'যযাতি গীতায়' কথিত আছে—

'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

ইহ সংসারে সকল কামনাপূর্ণ হইলে, যে সুখলাভ করা যায় এবং স্বর্গে যে মহাসুখ লব্ধ হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়, তদুভয় মিলিত হইলেও তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের ষোল অংশের এক অংশেরও তুল্য হয় না ॥৪২॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥৪৩॥

তপসঃ অশুদ্ধিক্ষয়াৎ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ (ভবতি)।

তপস্যা হইতে অশুদ্ধিক্ষয় হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধিসকল প্রাদুর্ভূত হয় ॥৪৩॥

তপস্যাদ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্মকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্লেশ ও পাপের ক্ষয় হইলে, শরীরের অণিমাদি সিদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দূর, সূক্ষ্ম প্রভৃতি বস্তুর উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যরূপ সিদ্ধি, জন্মে ॥৪৩॥

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ (ভবতি)।

স্বাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইলে ইষ্টদেবতার সহিত সংপ্রয়োগ (সাক্ষাৎকার) হয় ॥৪৪॥

ইষ্টমন্ত্রাদির জপ হইতে স্বকীয় ইষ্টদেবতার সহিত সম্ভাষণাদি ঘটে ॥৪৪॥

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥৪৫॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ সমাধিসিদ্ধিঃ (ভবতি)।

ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্ব্বভাবসমর্পণরূপ ভক্তিবিশেষদ্বারা সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে।

যিনি কায়িক, বাচিক, মানসিক সকল চেষ্টার দ্বারাই ঈশ্বরকে অভিমুখীকরণে নিরন্তর প্রবৃত্ত, তাঁহার কেবল সেইরূপ ভক্তি দ্বারাই সম্প্রজ্ঞাতসমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাই বলিয়াই একথা বলিতে পার না যে, তাহা হইলে ত' যমাদি সাতটি অঙ্গ ব্যর্থ হয়, কেননা, উক্ত সাতটি অঙ্গদ্বারা কিম্বা এক ভক্তিদ্বারাই যোগসিদ্ধি হয়,এইরূপ বিকল্প স্বীকৃত হইয়াছে ; একথা প্রথম পাদের ত্রয়োবিংশ সূত্রে—"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই "বা" শব্দ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে আবার একথাও বলিতে পার না যে, যিনি ভক্তিপক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাঁহার পক্ষে যমাদি অঙ্গ-সমূহ নিষ্ফল, কেননা তাহারা ভক্তিসাধনেও অঙ্গ হইতে পারে *। তাহারা ভক্তি ও যোগ এই উভয় প্রয়োজনেই লাগিতে পারে, এই কথাটিতে কোনও বিরোধ নাই, যেমন দধি নিত্য কর্ম্ম অগ্নিহোত্রের অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়পটুতাকামীর কাম্য কর্ম্মেরও অঙ্গ, এ কথায় কোনও বিরোধ নাই, সেইরূপ। ["একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্" (৪।৩।৫।২) এই পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।]

আবার একথাও বলিতে পার না যে, সেই সপ্তাঙ্গ যখন আবশ্যকই রহিল, তখন তাহাদের দ্বারাই সমাধিসিদ্ধি হইবে, ভক্তির কি প্রয়োজন ? কেননা, উক্ত সাতটি অঙ্গের সহিত যদি ভক্তি না থাকে, তবে যোগসিদ্ধি সুদূরপরাহত ; আর যদি উক্ত

* আসনাদি ছয়টি দৃষ্টফলোপধায়ক উপায়রূপে এবং যমাদি, অশুদ্ধ্যাদি ক্ষয়রূপ অদৃষ্ট ফলোপধায়ক উপায়রূপে, ভক্তি ও সম্প্রজ্ঞাতযোগ এই উভয়েরই উপযোগী।

উপায় সকল ভক্তিরূপ অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে তাহা হইলে, যোগসিদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তী হয়। এইরূপে যোগরূপ ফলপ্রাপ্তির বিলম্ব ও অবিলম্ব বিশিষ্ট সাধনরূপে সপ্তাঙ্গ ও ভক্তি এই উভয় সাধনের বিকল্প করা যুক্তিসঙ্গত হয়। আর যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বরে ভক্তি, যে যোগের অঙ্গ, সেই যোগ প্রত্যগাত্মবিষয়ক নহে অর্থাৎ তদ্দ্বারা স্বরূপসিদ্ধি হয় না, এই হেতু সেই ভক্তি বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নহে,—একথা তাঁহাদের বচনকৌশল মাত্র। এই হেতু ভক্তিকে অন্তরঙ্গ সাধন মনে করিলে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই ॥৪৫॥

এইরূপে যম ও নিয়মসমূহ তত্তদভ্যাসের ফলের সহিত বর্ণনা করিয়া, আসনের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

স্থিরসুখমাসনম্ ॥৪৬॥

স্থিরসুখম্ আসনম্ (আসনম্ ভবতি)।

স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নাম আসন ॥৪৬॥

যেরূপ অবস্থিতি, নিশ্চল ও সুখাবহ, তাহাই যোগের অঙ্গ, ইহাই সূত্রের অর্থ। যাহার দ্বারা উপবেশন করা যায়, তাহাই আসন (আস্ + করণবাচ্যে, অনট্)। তাহা দুই প্রকার, বাহ্য ও শরীরগত ; তন্মধ্যে কুশের উপরিভাগে অজিন ও বস্ত্রস্থাপন করিলে বাহ্য আসন হয় "চেলাজিন কুশোত্তরম্"। (গীতা ৬।১১) এবং পদ্ম, স্বস্তিক, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রকারের শরীরাবস্থানকে শারীর আসন বলে। তন্মধ্যে পদ্মাসন সর্ব্বজনবিদিত। আর বাম চরণকে আকুঞ্চিত করিয়া, দক্ষিণপদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে এবং সেইরূপে দক্ষিণ চরণকে আকুঞ্চিত করিয়া বামপদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে, তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে ; এবং দুইটি পদতলকে অণ্ডকোষেরসমীপে রাখিয়া মিলিত করিলে এবং পাণিদ্বয় মিলিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মিলিত পদতলদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলে, তাহাকে ভদ্রাসন বলে ॥৪৬॥

এক্ষণে কোন্ উপায়ে আসনকে স্থির রাখা যাইতে পারে তাহাই বলিতেছেন ঃ—

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥৪৭॥

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ (আসনস্থৈর্য্যম্ ভবতি)।

প্রযত্নের শিথিলতা হইতে এবং নাগরাজ অনন্তে (অর্থাৎ অনন্তবিধৃত বিশ্বমণ্ডলে) চিত্তের সমাপত্তি হইতে আসন স্থির হয় ॥৪৭॥

লোকের স্বাভাবিক প্রযত্ন অর্থাৎ বিবিধ প্রকার লৌকিক ব্যবহার, আসনের বিঘাতক বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলে আসন সিদ্ধি হয় ; কেননা, তদ্দ্বারা অঙ্গের স্পন্দন বন্ধ হয় ; আর অনন্ত নামক নাগরাজ অসংখ্য স্থির ফণাদ্বারা যে বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাতে চিত্তের সমাপত্তি করিলে, দেহাভিমান বিগলিত হইয়া যায় এবং সেইহেতু আসনের ক্লেশ অনুভূত হয় না বলিয়া, আসন-সিদ্ধি হয় ॥৪৭॥

যে চিহ্ন দ্বারা, আসন সিদ্ধ হইল, বুঝা যাইতে পারে, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

ততো দ্বন্দ্বাহনভিঘাতঃ ॥৪৮॥

ততঃ (আসনজয়াৎ) দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ (ভবতি) ।

তাহা হইলে, দ্বন্দ্বের দ্বারা অভিহত হইতে হয় না ॥৪৮॥

আসন জয় হইলে, শীতোষ্ণাদি ও মানাবমানাদি দ্বন্দ্ব আর বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হয় না ॥৪৮॥

এক্ষণে আসনের সাহায্যে যে প্রাণায়ামের সাধনা করিতে হয়, সেই প্রাণায়ামের বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥৪৯॥

তস্মিন্ (আসনে) সতি, শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ (কথ্যতে) ।

সেই আসন সিদ্ধ হইলে পর, শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করাকে প্রাণায়াম বলে ॥৪৯॥

আসনের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে, বাহ্যবায়ুর শরীরাভ্যন্তরে গমন এবং শরীরা-ভ্যন্তরস্থ বায়ুর বহির্দেশে আগমন, বন্ধ করিলেই প্রাণায়াম হয় ॥৪৯॥

প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া, এক্ষণে উক্ত লক্ষণদ্বারা যে প্রাণায়ামের পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাহারই বিভাগ করিতেছেন—

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥৫০॥

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ (প্রাণায়ামঃ) দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ (ভবতি) ।

প্রাণায়াম ত্রিবিধ,—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। তাহারা দেশ,

কাল এবং সংখ্যা দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে, অভ্যস্ত হয় এবং অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় ॥৫০॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম ও তুরীয় নামক অপর এক প্রকার প্রাণায়াম, ধরিলে, সর্ব্বশুদ্ধ প্রাণায়াম চারি প্রকারের হয়। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু রেচক দ্বারা বহির্গত হইলে, বহির্দ্দেশেই তাহাকে ধারণ করার নাম বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম; তাহাই রেচক। বাহ্যবায়ু পূরণ দ্বারা অন্তর্গত হইলে, তাহাকে শরীরাভ্যন্তরে ধারণ করা, আভ্যন্তর বৃত্তি প্রাণায়াম; তাহার নাম পূরক।

যখন রেচন ও পূরকের প্রযত্ন না হইয়া, কেবল বিধারণ প্রযত্নের সাহায্যে প্রাণের গতিবিচ্ছেদ হয়, তখন সেই স্তম্ভবৃত্তিকে কুম্ভক বলে। ইহাকে রেচক বলা যায় না, কেননা ইহা শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত; ইহাকে পূরকও বলা যায় না, কেননা তপ্ত শিলার উপর নিপতিত জলবিন্দুর ন্যায় (যাহা চতুর্দ্দিক হইতে একেবারে শুষ্ক হয়, সেইরূপ) প্রাণ শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হয়। যে স্থূল বায়ু শরীরাভ্যন্তরে নিরুদ্ধ থাকিয়া শরীরকে পূর্ণ করে, তাহাকে পূরক বলে। সেইহেতু, রেচকাভ্যাস ও পূরকাভ্যাস বিনাই, একটিমাত্র প্রযত্ন দ্বারা কুম্ভক নামক সূক্ষ্ম প্রাণ, ঘটস্থিত জলের ন্যায় দেহে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলে তাহাকে কুম্ভক বলে। এই হেতু তাহা রেচক ও পূরক হইতে ভিন্ন এবং উহাদের সহিত গণিত হইলে, তৃতীয় বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই তিন প্রকারের প্রাণায়ামের দেশ, কাল এবং সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে অভ্যাস করিতে থাকিলে, ইহারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। তন্মধ্যে রেচকের দেশ নাসিকার বহির্দ্দেশ। প্রাদেশ, (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীকে প্রসারিত করিলে তাহাদের দুই অগ্রভাগের দূরত্ব), বিতস্তি (বিষৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিলে তাহাদের দুই অগ্রভাগের দূরত্ব), হস্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে। নিবাতস্থানে নাসিকার অগ্রে কাশপুষ্প, তুলা প্রভৃতি ধরিলে, তাহার স্পন্দন দেখিয়া এই দেশের পরিমাণ অনুমিত হইয়া থাকে। শরীরের অভ্যন্তরভাগ পূরকাদির (পূরক ও কুম্ভকের) দেশ। পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পিপীলিকাস্পর্শের সদৃশ এক প্রকার স্পর্শের দ্বারা পূরকাদির দেশ অনুমিত হইয়া থাকে। ক্ষণের গণনা দ্বারা কাল বুঝা যায়। মাত্রার গণনা দ্বারা সংখ্যা বুঝা যায়। হস্তের দ্বারা আপনার জানুমণ্ডল একবার চাপড়াইয়া একবার ছোটিকা (তুড়ি বা চুটকী) দিয়া, সেইরূপ তিনবার করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম মাত্রা। সুস্থকায় পুরুষের একটি শ্বাস ও একটি প্রশ্বাসের দ্বারা সেই মাত্রার কাল নির্ণীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ২৬টি

মাত্রার দ্বারা অভ্যাস করিতে থাকিলে, প্রাণায়াম দীর্ঘ বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা বলিলে অধিক দেশকালব্যাপিতা বুঝায়। প্রাণায়ামে নিপুণ ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রাণের দীর্ঘতা বুঝিতে পারেন, সেই পরিমাণে প্রাণের সূক্ষ্মতা দেখিতে থাকেন, এইরূপে প্রাণায়াম (একই কালে) দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় ॥৫০॥

চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম বর্ণন করিতেছেন ঃ—

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥৫১॥

বাহ্যাভ্যান্তরবিষয়াক্ষেপী প্রাণায়ামঃ চতুর্থঃ (প্রাণায়ামঃ ভবতি)।

বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের আলোচনপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া পরে তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, তাহার নাম চতুর্থ প্রাণায়াম ॥৫১॥

বাহ্যদেশরূপ বিষয়ের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। হৃদয়, নাভিচক্র প্রভৃতিকে আভ্যন্তর বিষয় বলে। তাহাদের 'আক্ষেপ' বলিলে সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা তাহাদের পর্য্যালোচনা বুঝায়। যে প্রাণায়ামের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সেইরূপ আলোচনা থাকে, তাহা চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম। তাহা স্তম্ভবৃত্তি মাত্র। তাহারও পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘসূক্ষ্মতা হয়। তাহা যে, কুম্ভকের অন্তর্ভুক্ত হইল, এইরূপ আশঙ্কা করা চলে না। (রেচক ও পূরকের অভ্যাসদ্বারা বিজিত বাহ্য এবং আভ্যন্তর বিষয়ের নিশ্চয় বা আলোচনা না করিয়াই একটীমাত্র প্রযত্নের দ্বারা যে স্তম্ভবৃত্তি ঘটে, তাহাকে কুম্ভক বলে।) সেইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয় এবং যাহা বহু প্রযত্ন দ্বারা সাধন করিতে হয়, তাহাই চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম, এইমাত্র প্রভেদ ॥৫১॥

উক্ত চারি প্রকার প্রাণায়ামকে যোগসাধনের অঙ্গ করিলে, (যোগসিদ্ধির) দ্বারস্বরূপ যে ফললাভ হয়, এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥৫২॥

ততঃ প্রকাশাবরণম্ ক্ষীয়তে।

প্রাণায়াম হইতে, তাহার ফলে, বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ ক্ষীণ হয় ॥৫২॥

প্রাণায়ামের অভ্যাসহেতু প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের ক্লেশ ও পাপরূপ আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান মনু তাহাই বলিতেছেন 'প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্'— প্রাণায়াম দ্বারা দোষসমূহকে দগ্ধ করিতে হয় ॥৫২॥

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥৫৩॥

ধারণাসু চ মনসঃ যোগ্যতা (ভবতি)।

বিবিধপ্রকার ধারণাবিষয়েও মনের যোগ্যতা হয় ॥৫৩॥

প্রাণায়ামের আরও এক ফল কি, তাহা বলিতেছেন। প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা আবরণ ক্ষয় হইলে, সূক্ষ্ম লক্ষ্যের ধারণা বিষয়ে, মনের যোগ্যতা হয় ॥৫৩॥

এই পর্য্যন্ত যে যম নিয়মাদির বর্ণনা করা হইল, তাহাদের অভ্যাস দ্বারা, যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারই প্রত্যাহার হয়, এই মনে করিয়া এক্ষণে প্রত্যাহারের লক্ষণ বলিতেছেন ঃ—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৫৪॥

ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকারঃ ইব, প্রত্যাহারঃ (ভবতি)।

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ের উপলব্ধি করিতে বিরত হইয়া যখন চিত্তস্বরূপের অনুকরণের মতো করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়।

চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যখন আপনার গ্রহণযোগ্য শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত আর মিলিত হয় না, অর্থাৎ বৈরাগ্যবশতঃ বিষয়সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া, চিত্ত যখন তত্ত্বাভিমুখ হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, চিত্তের যে স্বরূপানুকরণ করে, অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় হইতে বিযুক্ত হইয়া—বিষয়ের প্রতি ধাবমান না হইয়া তত্ত্বাভিমুখের মতো হয়, তখনই (ইন্দ্রিয়গণের) "প্রত্যাহার"। ইন্দ্রিয় সকল, 'প্রতি' অর্থাৎ প্রতিলোমভাবে (বিপরীত দিকে), বিষয়সমূহ হইতে, ইহাতে আহৃত হয়—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রত্যাহার' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিপুণ ইন্দ্রিয়গণ কখনই চিত্তের ন্যায় তত্ত্বাভিমুখ হইতে পারে না, ইহাই সূচনা করিবার নিমিত্ত সূত্রে "ইব" শব্দ (অনুবাদের 'মতো' শব্দ) প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন কোন মধুচক্র হইতে মৌমাছিদিগের রাজা উড্ডীন হইলে, মক্ষিকাগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সেই রাজা উপবিষ্ট হইলে, তাহারা উপবিষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল, (ইন্দ্রিয়মুখ্য) চিত্তের অনুসরণ করে বলিয়া, চিত্তনিরোধ দ্বারাই তাহাদের নিরোধ হইয়া থাকে। তাহাদিগের নিরোধ করিতে, অন্য কোন প্রকার যত্নের প্রয়োজন হয় না, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য ॥৫৪॥

প্রত্যাহারের ফল যোগের দ্বার স্বরূপ। এক্ষণে সেই ফল বর্ণনা করিতেছেন—

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥৫৫॥

ততঃ ইন্দ্রিয়াণাম্ পরমা বশ্যতা (ভবতি)।

প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সর্ব্বোত্তম বশ্যতা হয়। যতপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিজয় আছে, তন্মধ্যে প্রত্যাহারের দ্বারা যে ইন্দ্রিয়বিজয় হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেননা প্রত্যাহার অভ্যস্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন শব্দাদিবিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলেই ইন্দ্রিয় জয় হইল। আবার কেহ বলেন, অনিষিদ্ধ শব্দাদি বিষয়ের সেবন এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই ইন্দ্রিয়জয়। অপর কেহ বলেন, ভোগ্য বিষয়ে স্বতন্ত্রতা, অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের বশীভূত না হওয়াই ইন্দ্রিয়জয়। অপর কেহ বলেন রাগদ্বেষ না থাকা হেতু সুখদুঃখশূন্যভাবে যে শব্দাদির জ্ঞান, তাহার নাম ইন্দ্রিয়জয়। কিন্তু জৈগীষব্য ও পতঞ্জলি বলেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত চিত্ত একাগ্র হইলে, শব্দাদি বিষয়ে যে অপ্রবৃত্তি তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। এই প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু যোগীর চিত্তনিরোধ হইলে, অপর ইন্দ্রিয় সকল আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়; এবং তজ্জন্য যোগীর প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা থাকেনা। জৈগীষব্য বলেন—বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়বধূদিগকে আপন আপন দিকে টানিলেও সেই ইন্দ্রিয় বধূগণ, তত্ত্বরূপ পতির প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃ বিষয় সমূহের প্রতি অত্যন্ত পরাঙ্মুখী হইলে তাহাকেই ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা বলে। যেমন রাবণ শ্রীসীতাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিলেও তিনি শ্রীরামগতপ্রাণ ছিলেন বলিয়া সেই রাক্ষসাধমের প্রতি একান্ত পরাঙ্মুখী হইয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ। প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ ॥৫৫॥

ইতি সাধনপাদ সমাপ্ত ॥

বিভূতিপাদ

এইরূপে দ্বিতীয়পাদে প্রথমে ক্রিয়াযোগ নিরূপিত হইয়াছে। ক্রিয়াযোগ ক্লেশ-সমূহকে ক্ষীণ করিয়া দেয় বলিয়া, তাহা যোগের সাধন। তদনন্তর ক্লেশ, কর্ম্ম এবং বিপাক সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। পরে তাহারা যে হেয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, তাহারা যে দুঃখরূপ, তাহাই বুঝান হইয়াছে। তদনন্তর হেয়, হেয়-হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের হেতু, এই চারিটী বর্ণনের পর যোগের বহিরঙ্গ সাধন—যমাদি পাঁচটী, অবান্তর ফলের সহিত নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে সংযম নামক ধারণা প্রভৃতি তিনটি অন্তরঙ্গ সাধনের বর্ণনা করিয়া, সেই সংযম দ্বারা যে যে বিভূতির লাভ হইয়া থাকে, সেই বিভূতি সকল, শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া সাধককে কৈবল্যফলক যোগে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে ; ইহাই বলিবার নিমিত্ত তৃতীয়পাদ আরম্ভ করিয়া, প্রথমেই 'ধারণার' লক্ষণ করিতেছেন—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

চিত্তস্য দেশবন্ধঃ ধারণা (ভবতি)।

বাহ্য কিম্বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তকে বাঁধিয়া রাখার নাম ধারণা ॥ ১ ॥

নাভিচক্র, হৃদয়, নাসাগ্র, প্রভৃতি দেশে সম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তকে বাঁধিয়া রাখা অর্থাৎ স্থির করিয়া রাখাকে, ধারণা বলে। বিষ্ণু পুরাণে (৬ষ্ঠ খণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে) তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

প্রাণায়ামেণ পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে ॥ ৪৫

প্রাণায়াম দ্বারা শরীরস্থ বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে, বশে আনিয়া, তদনন্তর কোন শুভ অবলম্বনে চিত্তকে অবস্থাপন করিতে হইবে।

মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বোপাশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥ ৭৭

ভগবানের যে মূর্ত্তরূপ, তাহাকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিলে, অপর কোন বস্তুকে উপাশ্রয় বা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা হয় না; চিত্তকে সেই অবলম্বনে ধরিয়া রাখাকেই ধারণা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তচ্চমূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারে ধারণানোপপদ্যতে ॥ ৭৮

হে রাজন্! ভগবান্ হরির সেই ধ্যানযোগ্য মূর্ত্তরূপ কি প্রকার, তাহা শ্রবণ কর; কেননা কোন অবলম্বন ব্যতীত ধারণা সিদ্ধ হয় না।

প্রসন্নবদনং চারু পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৯
সমকর্ণান্তবিন্যস্ত চারুকুণ্ডলভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৮০
বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাহপি চতুর্ভুজম্ ॥ ৮১
সমস্থিতোরুজঙ্ঘং চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রিকরাম্বুজম।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্মভূতং তং পীতনির্ম্মল বসনম ॥ ৮২

তাঁহার বদন প্রসন্ন, নয়নদ্বয় সুন্দর পদ্মদল সদৃশ, কপোলযুগল মনোহর, ললাট প্রদেশ সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, সুন্দর কর্ণযুগলের প্রান্তভাগে মনোহর কুণ্ডল অলঙ্কার বিন্যস্ত রহিয়াছে; তাঁহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ (ত্রিবলিযুক্ত), তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসচিহ্নে শোভিত; তাঁহার উদরে ত্রিবলিরেখা ও সুগভীর নাভি শোভা পাইতেছে; তিনি সুদীর্ঘ অষ্টভুজবিশিষ্ট অথবা চতুর্ভুজ; তাঁহার উরু ও জঙ্ঘা সুসম এবং তাঁহার চরণ এবং করকমল সুস্থির; তাঁহার পরিধানে নির্ম্মল পীত বসন—এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

এক্ষণে ধারণারূপ সাধন দ্বারা যে ধ্যান সিদ্ধ হয় তাহারই লক্ষণ করিতেছেন—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ (ভবতি)।

তাহাতে জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহাকেই ধ্যান বলে।

যেস্থলে ধারণার বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকে পরিত্যাগ করিবার জন্য যত্নের আবশ্যকতা থাকে, সেই স্থলেই যে, প্রত্যয়সমূহের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির একতানতা, অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে এক বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা, তাহাই ধ্যান। পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণেই কেশিধ্বজ, খাণ্ডিক জনকের প্রতি এই প্রকারে ধ্যানের উপদেশ করিতেছেন—

তদ্রূপ প্রত্যয়ৈকাগ্রসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥৮৯

হে রাজন্ যখন সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি বিষয়ক জ্ঞানের একটি ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে এবং মন অন্য কোন বস্তু গ্রহণে স্পৃহা করে না, তখন তাহাকেই ধ্যান বলে; তাহা প্রথমোক্ত ছয়টি যোগাঙ্গের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ॥ ২ ॥

এক্ষণে সমাধির লক্ষণ করিতেছেন।—

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩॥

তৎ এব অর্থমাত্রনির্ভাসম্ স্বরূপশূন্যম্ ইব (সৎ) সমাধিঃ (ভবতি)।

যখন সেই ধ্যান ধ্যেয় কেবল বস্তুরই প্রকাশক হয় এবং স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয়, তখন সেই ধ্যানকেই সমাধি বলে।

অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপে যে ধ্যান, তাহাই যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে প্রকাশমান হয়, তখন তাহাকেই সমাধি বলে। সূত্রস্থিত 'স্বরূপশূন্যম্ ইব' এই দুইপদ দ্বারা সূত্রস্থিত 'মাত্রচ্' প্রত্যয়ের অর্থ ই প্রকটিত করিলেন; অর্থাৎ ধ্যানে যখন ধ্যানের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, বা ধ্যানকে ধ্যান বলিয়া বুঝা যায় না, তখনই তাহা সমাধি। 'ইব' বা 'যেন' শব্দের সার্থকতা এই যে, ধ্যান তখন সত্যই স্বরূপশূন্য হইয়া যায় না। তখন তাহার সত্তা থাকে; যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক মণির সন্নিধানে জবাকুসুম থাকিলে, সেই মণি উক্ত জবার রূপেই প্রকাশমান হয়, নিজের স্বরূপে নহে, ইহাও সেইরূপ। ধারণা বিজাতীয় বৃত্তিদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ বিচ্ছিন্ন না হইলে, তাহাই ধ্যান। আর যখন ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা এই তিনটির প্রকাশের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর প্রকাশ অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাকেই সমাধি বলে। সেই সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। আর যখন তাহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ থাকে না, তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে, এইমাত্র বিশেষ।

যোগশাস্ত্রে 'ধারণা' 'ধ্যান' ও 'সমাধি' এই তিনটির ব্যবহারের সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে, ঐ তিনটির 'সংযম' নামে একটি সংজ্ঞা করিতেছেন।—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ম্ একত্র "সংযমঃ" (ভবতি)।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি একবিষয়ক; উহাদের পারিভাষিক নাম সংযম।

ধারণাদি তিনটির বিষয় একই বলিয়া, ঐ তিনটিকে 'সংযম' এই একটি মাত্র সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত করা হয়॥

সংযমের ফল বলিতেছেন ঃ—

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ (ভবতি)।

সেই সংযমে সিদ্ধি লাভ করিলে, সমাধিজনিত জ্ঞান নির্ম্মলতা লাভ করে।

সেই সংযমের জয় হইলে অর্থাৎ স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, সমাধিজনিত প্রজ্ঞার আলোক বা নির্ম্মলতা জন্মে অর্থাৎ ভ্রান্তি, সংশয় প্রভৃতি মল অপগত হইয়া ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় ॥৫ ॥

আচ্ছা সেই সংযম কোন্ বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে উপরোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ভূমিষু তস্য বিনিয়োগঃ (কর্ত্তব্যঃ)।

সেই সংযম প্রথমে পূর্ব্ব ভূমি এবং পরে উত্তর ভূমি সমূহে যথাক্রমে বিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্থূল সূক্ষ্মাদি (অবলম্বনের) বর্ণনা কালে সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার ভূমি সমূহ কথিত হইয়াছে তাহাতেই সংযমের প্রয়োগ করিতে হইবে। সংযমের দ্বারা প্রথমেই পূর্ব্বভূমি জয় করিয়া পরে উত্তর ভূমি জয় করিবার ইচ্ছা করিতে হয়। স্থূলের সাক্ষাৎকার না করিয়া সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার করা যায় না, ইহাই ভাবার্থ।

আচ্ছা, যোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে পূর্ব্ব পাদে পাঁচটি অঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট তিনটি এই পাদে নিরূপিত হইতেছে। এইরূপ করিবার হেতু কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

ত্রয় মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বেভ্যঃ ত্রয়ম্ অন্তরঙ্গম্ !

পূর্ব্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটির অপেক্ষায়, (অষ্টাঙ্গ সাধনের) শেষোক্ত তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, সম্প্রজ্ঞাতযোগের অন্তরঙ্গ সাধন।

চিত্ত, কায়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের, মল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। যমাদি পাঁচটি অঙ্গ সেই মলের নিবৃত্তি করে বলিয়া তাহারা যোগের বহিরঙ্গ কিন্তু ধারণাদি তিনটি অঙ্গ, অঙ্গীর অর্থাৎ যোগের সহিত তুল্যবিষয়ক বলিয়া এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার উপকার করে বলিয়া, অন্তরঙ্গ নামে অভিহিত। এই হেতু এই

তিনটি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ, এইরূপ বলাতে, তাহার ফলে, 'সেই সেই ভূমিতে উক্ত সংযমের প্রয়োগ করিতে হইবে',এইরূপ উক্তির অর্থও এস্থলে নিরূপিত হইল ॥৭॥

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

তৎ অপি নির্ব্বীজস্য (সমাধেঃ) বহিরঙ্গম্।

কিন্তু সেই তিনটিও নির্বীজা সমাধির বহিরঙ্গ ॥ ৮ ॥

ধারণা প্রভৃতি তিনটি অঙ্গও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ ; তাহার কারণ এই যে অঙ্গী বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সর্ব্ববিষয়পরিশূন্য ; আর ধারণাদি তিনটি অঙ্গে কিছু না কিছু বিষয়রূপতা থাকে। সুতরাং উক্ত তিন অঙ্গের সহিত অঙ্গীর বা অসম্প্রজ্ঞাত (অর্থাৎ নির্ব্বিষয়) যোগের তুল্যবিষয়তা নাই। সেই হেতু উক্ত তিনটি অঙ্গকে এক প্রকার ব্যুত্থান বলা যাইতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত যোগের পরিপাক দ্বারা প্রজ্ঞার নির্ম্মলতা বা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা উক্ত ধারণাদি তিনটি ব্যুত্থানের নিরোধ হয়। তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগও নিরুদ্ধ হওয়াতে সমাধি নির্ব্বীজ হয়। এইরূপে ধারণাদি তিনটী পরম্পরাক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উপকারক হওয়াতে, তাহার বহিরঙ্গ ।৮ ॥

এক্ষণে সংযমদ্বারা কি কি বিভূতি সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বলিবার নিমিত্ত যে সকল পরিণাম. সংযমের লক্ষ্য, তাহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োঃ অভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ঃ নিরোধ পরিণামঃ (ভবতি)।

ব্যুত্থান সংস্কারের অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের অভিভব এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব, এইরূপ পরিণাম যাহা নিরোধক্ষণরূপে চিত্তে অন্বিত থাকে, তাহাকে নিরোধপরিণাম বলা হয় ॥ ৯ ॥

এস্থলে, 'ব্যুত্থান' শব্দের অর্থ সম্প্রজ্ঞাত। পরবৈরাগ্য দ্বারাই তাহার নিরোধ হয় বলিয়া এস্থলে নিরোধ শব্দের অর্থ পরবৈরাগ্য। তাহা হইলে যখন ব্যুত্থান

সংস্কারের অভিভব হয় এহং নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হয়,তখন চিত্ত নিরোধসংস্কার রূপ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ক্ষণ বা সময়ের সহিত যুক্ত বা অন্বিত হয়। সেই নিরোধ ক্ষণের সহিত অন্বিত চিত্তরূপ ধর্ম্মী ত্রিগুণাত্মক বলিয়া কখনই এক অবস্থায় থাকেনা, অর্থাৎ তাহা সর্ব্বদাই পরিণামশীল। অভিভূত ব্যুত্থান সংস্কারের এবং প্রাদুর্ভূত নিরোধ সংস্কারের (অর্থাৎ এই দুই ধর্ম্মের), ধর্ম্মিরূপ চিত্তের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই 'নিরোধপরিণাম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরবৈরাগ্যরূপ বৃত্তিদ্বারা সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তির ও তাহার সংস্কারের অভিভব হইলে, পরবৈরাগ্যের সংস্কারই অভিব্যক্তভাবে থাকে তাহাকে নির্বীজ 'নিরোধপরিণাম' বলে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ॥ ৯॥

সম্পূর্ণরূপে ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব হইলে নিরোধসংস্কার স্থৈর্য্য লাভ করে এই কথাই বলিতেছেন ঃ—

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

তস্য সংস্কারাৎ (চিত্তস্য) প্রশান্তবাহিতা (ভবতি)।

সেই নিরোধের সংস্কার হইতে,(চিত্ত) নিরোধাবস্থার প্রশান্তবাহিতা হয় অর্থাৎ চিত্ত এক প্রশান্তপ্রবাহরূপে নির্ব্বিকারের মতো হইয়া চলিতে থাকে॥ ১০॥

নিরোধ সংস্কার বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন যাবতীয় ব্যুত্থান সংস্কাররূপ মল একেবারে দুরীভূত হইয়া যায়, তখন চিত্তে কেবলমাত্র নিরোধসংস্কারপরম্পরা প্রবাহ রূপে চলিতে থাকে।

(শঙ্কা) আচ্ছা, তাহা হইলেও চিত্ত ত' একটি 'চল'বা পরিণামী বস্তু (তাহার ত' পরিণাম হইতে থাকিবেই)?

(সমাধান) সত্য বটে; তাহা হইলেও সেই পরিমাণশ্রেণীকেই চিত্তের স্থৈর্য্য বলা হয়; ইহাই সূত্রের ভাবার্থ॥ ১০॥

এইরূপে চিত্তের নির্ব্বীজাবস্থা বর্ণনা করিয়া, সম্প্রজ্ঞাত পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন :—

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য
সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

(চিত্তস্য) সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ (ভবতি)।

চিত্তের সর্ব্ববিষয়তারূপ ধর্ম্মের ক্ষয় এবং একাগ্রতারূপ ধর্ম্মের উদয়কেই চিত্তের সমাধিপরিণাম বলে॥ ১১॥

চিত্তের সর্ব্ববিষয়তা বলিলে, চিত্ত যে বিবিধ বিষয়ের আকার ধারণ করে, সেই বিক্ষিপ্তরূপতা ধর্ম্মকেই বুঝায়। চিত্তের একাগ্রতা বলিলে যাহা বুঝায় তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। সেই দুই ধর্ম্মের যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয়কেই অর্থাৎ তিরোভাব ও প্রাদুর্ভাবকেই (যাহা, যথাক্রমে একান্ত বিনাশ ও নূতন উৎপত্তি নহে, তদুভয়কেই)সমাধিপরিণাম বলে। কারণ, যাহা সৎ তাহার বিনাশ নাই এবং যাহা অসৎ তাহার কখনই উৎপত্তি হয় না। অভ্যাসদ্বারা বিক্ষেপ দূরীভূত হইলে একাগ্রতার স্থিরতাকেই সমাধি বলে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ১১ ॥

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্য একাগ্রতাপরিণামঃ (ভবতি)

(অর্থাৎ) শান্তোদিতৌ প্রত্যয়ৌ তুল্যৌ (সন্তৌ) চিত্তস্য একাগ্রতাপরিণামঃ ভবতি।

অতীত প্রত্যয় এবং বর্ত্তমান প্রত্যয়, ঠিক একাকার হইলে তাহাকে একাগ্রতা-পরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

'শান্ত' শব্দের অর্থ অতীত এবং 'উদিত' শব্দের অর্থ বর্ত্তমান। অতীত প্রত্যয় ও বর্ত্তমান প্রত্যয় যখন উভয়েই তুল্য হয় অর্থাৎ একবিষয়ক হয়, তখন তাহাদিগকে তুল্য প্রত্যয় বলে। যখন চিত্তের (পূর্ব্বাপর) দুইটি বৃত্তি নিরন্তর একবিষয়ক হইতে থাকে, তখন তাহাকেই চিত্তের একাগ্রতানামক পরিণাম বলে। এই একাগ্রতা দ্বাদশগুণ হইলে, তাহার নাম ধারণা। ধারণা দ্বাদশগুণ হইলে তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান দ্বাদশগুণ হইলে তাহার নাম সমাধি ; এবং সমাধি দ্বাদশগুণ হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। এইরূপ প্রভেদ ॥ ১২ ॥

মনের নিরোধপরিণাম, সমাধিপরিণাম ও একাগ্রতাপরিণাম বর্ণনা করিবার কালে, যে নিয়ম (বা ন্যায়) কথিত হইয়াছে এক্ষণে বিষয়ান্তরে সেই নিয়মের প্রয়োগ করিতেছেন।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ (ভবন্তি)।

এই চিত্তপরিণামব্যাখান দ্বারা (পৃথিব্যাদি) ভূতের এবং (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল ॥ ১৩ ॥

পৃথিব্যাদিভূত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইহারা ধর্ম্মী অর্থাৎ ধর্ম্মের আশ্রয়। তাহাতে ধর্ম্ম পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম এই তিন প্রকার পরিণাম ঘটে। নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা নামক মনের যে তিন প্রকার পরিণাম, পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মাদি তিন প্রকার পরিণাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন মৃত্তিকায় পিণ্ডরূপ ধর্ম্ম অভিভূত হইলে ঘটরূপ ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়, সেইরূপ চিত্তের ব্যুত্থান তিরোহিত হইলে, নিরোধের প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাই চিত্তের ধর্ম্মপরিণাম। লক্ষণপরিণাম—লক্ষণ শব্দের অর্থ ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও অতীত এই তিন কাল, কেননা এই তিন কালই কার্য্যরূপ ধর্ম্মের 'লক্ষণ' বা ব্যাবর্ত্তন করে। এই তিন কালকে যথাক্রমে অনাগত অধ্বা (কাল), বর্ত্তমান অধ্বা ও অতীত অধ্বা বলে। তন্মধ্যে উক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ঘটের অনাগতভাবকে প্রথম অধ্বা, বর্ত্তমান ভাবকে দ্বিতীয় অধ্বা এবং অতীত ভাবকে তৃতীয় অধ্বা বলে। ইহাই লক্ষণ পরিণাম। সেই অনাগতত্ব নামক ধর্ম্মই বর্ত্তমান ও অতীত নামক ধর্ম্মদ্বয় হইতে ব্যাবৃত্ত বা 'লক্ষিত' করিতেছে। এইরূপে বর্ত্তমানত্বাদি নামক ধর্ম্মদ্বয় অপর দুই দুই ধর্ম্ম হইতে লক্ষিত করে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে লক্ষণ-পরিণামের অথবা তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন (নিরূপিত) ধর্ম্মের, অবস্থাপরিণাম বুঝিতে হইবে। তাহা এইরূপ, যথা,—যাহা আগামীকল্পে হইবে তাহা অনাগততম, যাহা এই কল্পেই হইবে তাহা অনাগততর, যাহা আগামীকল্য হইবে তাহা অনাগত; যাহা সদ্যঃ জন্মিল তাহা বর্ত্তমানতম, এইরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। সেইরূপ বর্ত্তমানেরও নূতনত্ব ও পুরাণত্ব প্রভৃতি অবস্থাপরিণাম আছে। সংক্ষেপে বলিতে হয় "প্রতিক্ষণপরিণামিনঃ সর্ব্বে ভাবা ঋতে চিতিশক্তেঃ" চিতিশক্তি অর্থাৎ চৈতন্য ভিন্ন আর সকল বস্তুই প্রতিক্ষণপরিণামী ॥ ১৩ ॥

যাহার এই ত্রিবিধ পরিণাম হয়, সেই ধর্ম্মীর লক্ষণ করিতেছেন :—

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

শান্ত-উদিত-অব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী (ভবতি)।

যাহা, অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের অনুগমন করে অর্থাৎ তাহাদের আধাররূপে অনুস্যূত হইয়া থাকে, তাহাকেই ধর্ম্মী বলে ॥ ১৪ ॥

'শান্ত' শব্দের অর্থ যাহার ব্যাপার সমাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ অতীত (যথাবিনষ্ট ঘট)। উদিত শব্দের অর্থ যাহা, (ঘটের ন্যায়) জলাহরণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত

রহিয়াছে অর্থাৎ বর্ত্তমান। অব্যপদেশ্য শব্দের অর্থ যাহা শক্তিরূপে (ভবিষ্যৎ ঘটের ন্যায়) মৃত্তিকা প্রভৃতি ধর্ম্মীতে অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ অনাগত। এই সকল অব্যপদেশ্যপরিণাম অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্ম্মী হইতে অথবা অন্য ধর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; এই হেতু সকল কার্য্যই শক্তিরূপে অব্যপদেশ্য (অনির্দ্দেশ্য), এবং যে কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং সকল কারণই সকল প্রকারকার্য্যাত্মক হয়। দেখা যায় দাবাগ্নিদগ্ধ বেত্রবীজ হইতে কদলীখণ্ড (কলার ঝাড়) জন্মে। (সেই বেত্রবীজে কদলীবৃক্ষ না থাকিলে) সেস্থলে যাহা অসৎ, তাহার ত' উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না। দেশ, কাল, কর্ম্ম প্রভৃতি, অভিব্যঞ্জক কারণের বিচিত্রতাহেতু যে কোন স্থলে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়; এইরূপই সংসারের কার্য্যকারণব্যবস্থা। যাঁহারা যোগসিদ্ধ তাঁহাদের নিকট দেশ কাল প্রভৃতি, প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয় না বলিয়া তাঁহারা সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপাদন করিতে পারেন। এই সকল শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম ঘটিযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর একটির পর একটি করিয়া আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। যাহা সেই সকল ধর্ম্মের অনুপতন করে অর্থাৎ তাহাদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে তাহাই ধর্ম্মী, যেমন মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট, কণ্ঠাভরণ প্রভৃতি পরিণামের সহিত অন্বিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মী বলে, সেইরূপ ॥ ১৪ ॥

আচ্ছা, একমাত্র ধর্ম্মীর যে বহু প্রকার পরিণাম হইতে দেখা যায় তাহার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন ঃ—

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ (ভবতি)।

ক্রমের ভিন্নতাহেতু পরিণামের ভিন্নতা ঘটে ॥ ১৫ ॥

দেখা যায় মৃত্তিকার চূর্ণপরিণাম ও পিণ্ডপরিণাম এই দুইটির মধ্যে একটির পর একটি উপস্থিত হয়। সেইরূপ পিণ্ড-পরিণাম ও ঘট-পরিণাম এবং ঘট-পরিণাম ও কপাল (খোলা) পরিণাম দুই দুইটি পরিণামের মধ্যে একটির পর অপরটি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যরূপ ক্রমের ভিন্নতা যে দৃষ্ট হয় তাহাই মৃত্তিকারূপ একমাত্র ধর্ম্মীর চূর্ণ, পিণ্ড প্রভৃতি বহুপ্রকার ধর্ম্ম-পরিণামের হেতু বা জ্ঞাপক। এইরূপে অনাগত, বর্ত্তমান এবং অতীত অধ্বার ক্রম দেখিয়া ধর্ম্মসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণপরিণাম হইতে পারে, তাহা বুঝা যায়। আর ক্ষণসমূহের পরম্পরাহেতু

ঘট, ব্রীহি প্রভৃতিতে দুর্ল্লক্ষ্য সূক্ষ্ম পরিণামক্রমে যে, নবত্ব, পুরাণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবস্থা পরিণাম ঘটে, তাহা বুঝা যায়। দেখা যায়, যে সকল ধান্য ধান্যাগারে রক্ষিত হয়, দীর্ঘকাল পরে তাহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে হাত দিয়া স্পর্শ করিবামাত্রই চূর্ণ হইয়া যায়; এইরূপ অবস্থা ক্ষণিক পরিণামের ক্রম ভিন্ন ঘটে না এবং নূতন ধান্যেও সেইপ্রকার পরিণাম দেখা যায় না বা তাহা অকস্মাৎ ঘটিতে পারে না। সেই হেতু পরিণামী অথচ নিত্য একমাত্র ধর্ম্মীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উপস্থিত হয় এবং ধর্ম্মসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয়, ইহাই নিয়ম। সেই ধর্ম্মী অনন্য বা একমাত্র বলিয়া তাহাকে ক্ষণিক বলা চলে না। সেই হেতু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদিদিগের মতানুসারে তাহাতে দোষারোপ করা যায় না। এইরূপে চিত্তের যে সকল পরিণাম হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ, যথা কাম, সুখ প্রভৃতি। অপর কতকগুলি কেবল আগমপ্রমাণ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়, তাহারা সংখ্যায় সাতটি। ব্যাসভাষ্যে তাহারা এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

"নিরোধ-ধর্ম্ম-সংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্।
চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মা দর্শনবর্জিতাঃ॥

নিরোধ, ধর্ম্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি এই সকল চিত্তের দর্শনবর্জ্জিত অর্থাৎ পরোক্ষ ধর্ম্ম (নিরোধ=নিরোধ সমাধি), ধর্ম্ম (পাঠান্তরে কর্ম্ম) পুণ্যাপুণ্যরূপ অপূর্ব্ব (ত্রিবিপাক সংস্কার)। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক বলিয়া চিত্তের প্রতিক্ষণ পরিণাম অনুমানগম্য। জীবন—প্রাণধারণ, শ্বাস প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অনুমেয়। চেষ্টা—চিত্তস্থিত ক্রিয়া, তাহা গাত্রকম্পন প্রভৃতি দ্বারা অনুমেয়। শক্তি—কার্য্যসমূহের বা ব্যক্ত ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা ॥১৫॥

এইরূপে সংযমধর্ম্মের বিষয়ভূত ধর্ম্মাদিপরিণাম নিরূপিত হইল। সংযম সেই সেই বিষয়ে বশীকার লাভ করিয়াছে কিনা, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত এক্ষণে এই পাদের শেষপর্য্যন্ত (বিশেষ বিশেষ) বিভূতি বর্ণিত হইতেছে:—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥১৬॥

পরিণামত্রয়সংযমাৎ অতীত-অনাগত-জ্ঞানম্ (ভবতি)।

সেই পরিণাম ত্রয়ে সংযম করিলে (সংযমদ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে) অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয় ॥১৬॥

চিত্তসত্ত্ব স্বভাবতঃই সকল বস্তু প্রকাশ করিতে পারে। রজঃ এবং তমোমলজনিত প্রতিবন্ধক সংযমাভ্যাসদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া গেলে, সেই চিত্ত-সত্ত্ব, অনুমানাদি

প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে সকল বস্তুই জানিতে পারে, ইহাই নিয়ম। অমুক ধর্ম্মীতে এই সকল ধর্ম্ম অনাগতাদি অবস্থায় রহিয়াছে, (তাহাদের) এই সকল অধ্বা, এই সকল অবস্থা, এইরূপে ধর্ম্মপরিণামে, লক্ষণপরিণামে ও অবস্থাপরিণামে সংযমাভ্যাস করিলে যোগীর অতীত ও অনাগত বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় ॥১৬॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগ সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥১৭॥

শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়ানাম্ ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করঃ (ভবতি),
তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ (ভবতি)।

শব্দ, অর্থ, এবং প্রত্যয় বা জ্ঞান, ইহাদের পরস্পর আরোপবশতঃ সঙ্কর বা অভেদবুদ্ধি হয়। ইহাদের প্রবিভাগে সংযম করিলে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর অত্যন্ত ভেদ আছে, তাহাতে ধ্যানাদির প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থ জ্ঞান হয় ॥১৭॥

স্ফোটনামে একপ্রকার নিত্যশব্দ আছে, তাহা বর্ণের অতিরিক্ত, কিন্তু বর্ণদ্বারাই অভিব্যক্ত হয় এবং তাহার আর বিভাগ হইতে পারে না। সেই স্ফোট দুইপ্রকার, পদস্ফোট এবং বাক্যস্ফোট। গৌঃ এই একটী পদ; ইহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদস্ফোট। 'গামানয়'—গরু লইয়া আইস, এই একটি বাক্যরূপে গ্রহণীয় যে স্ফোট, তাহা বাক্যস্ফোট। বর্ণসকল ক্ষণিক অর্থাৎ উচ্চারণমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া যায়; সেইহেতু একাধিক বর্ণ উচ্চারিত হইলে তাহাদের একত্বের প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান হইতে পারে না, (কেননা পরবর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, পূর্ব্ববর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়)। দেখ, গৌঃ এই শব্দে গ্+ঔ+ঃ এই তিনটি বর্ণ, "গৌঃ" এই শব্দের স্ফোটকে অভিব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু সেই তিনটী বর্ণ যথাক্রমে 'গণ' 'শৌরি' ও 'পয়ঃ' এই তিন শব্দ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, এইতিনটি বিজাতীয়স্ফোটের অভিব্যঞ্জক হইতেছে,তথাপি তাহারা একই স্থান হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া গৌঃ পদের'গ'কার 'গণঃ' পদের 'গ'কারের, 'গৌ' পদের 'ঔ'কার 'শৌরি'পদের 'ঔ'কারের এবং 'গৌঃ' পদের বিসর্গ, 'পয়ঃ' পদের বিসর্গের সদৃশ। (কেননা শিক্ষাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে)

"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ, কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালুচ ॥"

[বর্ণসমূহের উচ্চারণস্থান আটটি যথা বক্ষঃ,কর্ণ, মূর্দ্ধা, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা ওষ্ঠ, এবং তালু]।

এইরূপে স্পর্শবর্ণের উচ্চারণ 'স্পৃষ্ট'প্রযত্নের সাহায্যে সম্পাদিত হয় এবং স্বরবর্ণ ও উষ্মবর্ণ সকল 'বিবৃত'প্রযত্নের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, ইত্যাদিরূপ প্রযত্নের সাদৃশ্যও আছে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে, উদানবায়ু কোনও একটি প্রযত্নদ্বারা প্রেরিত হইয়া উক্ত আটটি স্থানে গিয়া লাগিলে,সেই আটটি স্থানে যে বাগিন্দ্রিয় আছে, তাহাদের দ্বারা গকারাদি বর্ণ উৎপাদিত হয়। সেই সকল বর্ণ, ধ্বনির সহিত অভেদবশতঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষানুভবের গোচর হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটি যেমন 'গৌঃ' পদের স্ফোটকে অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ তৎসদৃশ এবং তদ্রূপ, অব্যক্ত 'গণা'দি শব্দের স্ফোট-সকলকেও অভিব্যক্ত করে; কেননা বর্ণ-সকলের নিজ নিজ সাদৃশ্য নিজ নিজ অভিব্যঙ্গ্য (স্ফোটে) সমারোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু আবার 'গৌঃ' শব্দের অন্তর্গত গকারাদি তিনটি বর্ণ ক্রমযুক্ত হইয়া—পর পর অবস্থিত থাকিয়া—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে (এক নূতন) জন্মলাভ করে। সেই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে উক্ত বর্ণত্রয়ের অনুভবজনিত সংস্কার থাকাতে, সেই সংস্কারগুলি একই বুদ্ধিরূপে (বৌদ্ধ প্রত্যয়রূপে) প্রকাশিত হয় বলিয়া, মিলিত হইয়া যায়। সেইরূপে মিলিত হওয়াতে উক্ত বর্ণত্রয় যে অন্যান্য (বিবিধপ্রকার) স্ফোট অভিব্যক্ত করিয়াছিল, তাহা হইতে গোপদস্ফোটকে পৃথক্ করিয়া ফেলে এবং সেই গোপদস্ফোটকে একটি ভিন্ন অভিব্যক্তি করিয়া প্রকাশ করে। সেই গোপদস্ফোট বস্তুতঃ অবিভক্ত হইলেও প্রতিবর্ণের সহিত আপন তাদাত্ম্যহেতু আরোপিতসাদৃশ্যাত্মক ভাগবিশিষ্ট হয় এবং তাহা ক্রমবিহীন ও নিত্য হইলেও তাহাকে ক্রমবিশিষ্ট ও অনিত্যের ন্যায় দেখায়। যেমন মলিন ও বক্র (concave, convex বা cylindrical) দর্পণ, নির্ম্মল সরল মুখমণ্ডলে আপনার বক্রতা ও মলিনতা আরোপ করিয়া তাহাকে মলিন ও বক্ররূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ। এইরূপে বর্ণদ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোট অর্থের প্রতীতি করায়।

এস্থলে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না, যে বর্ণসমূহের প্রত্যেকটিই যখন অর্থের অব্যক্ত অভিব্যক্তি করিল, তখন ত' এরূপ বলা যাইতে পারে যে তাহারা মিলিত হইয়া সেই অর্থের স্ফুটতর অভিব্যক্তি করিল; তাহা হইলে আর স্ফোটের প্রয়োজন কি?

এরূপ আপত্তি যে উঠিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম্ম ; আর অর্থ যখন (প্রত্যক্ষ হয় নাই,) পরোক্ষ রহিয়াছে তখন তাহার জ্ঞানে সেই ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা রহিয়াছে, এরূপ বলা চলে না। একটি পদ বা একটি বাক্য—এইরূপে যে স্ফোটজ্ঞান হয়, তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান, তাহারই ব্যক্ততা বা অব্যক্ততা হইতে পারে—অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

এই শব্দের, শব্দ ও প্রত্যয়ের সহিত অভিন্নভাবে বিকল্পিত (অবস্তু বস্তুরূপে প্রতিপাদিত) মিশ্রিত অর্থকেই লোকে সঙ্কেত দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বে (সমাধিপাদে ৪৩ সূত্রের টীকায়) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর 'গৌঃ' এই শব্দ, গৌঃ (সাস্নাদিমান্ প্রাণী) এই অর্থ, গৌঃ এই প্রত্যয় (অর্থজ্ঞান)—এই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের একটির অপরটির সহিত অভেদ আরোপ করিয়া যে মিশ্র বস্তু হয়, তাহা একান্ত মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই জানে। শাস্ত্রও যুক্তিদ্বারা তাহাদের যে প্রবিভাগ হয়, তাহা সুবিদিত, (যথা) পদ বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয় ; বাক্য, যাহা পদদ্বারা অভিব্যক্ত হয় তাহা, (অভিধা, ব্যঞ্জনাদি) শক্তি প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা (অর্থের) বোধক হয়—ইহাই শব্দতত্ত্ব। অর্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি প্রভৃতির দ্বারা বাচ্য কিম্বা লক্ষ্য হয়, ইহাই অর্থতত্ত্ব। শব্দ দ্বারা উৎপাদ্য অর্থ-বিষয়ক যে প্রত্যয় হয়, তাহা বুদ্ধিতেই থাকে—ইহাই জ্ঞানতত্ত্ব। (শব্দ কর্ণে, অর্থ কর্ণবুদ্ধির বাহিরে, প্রত্যয় বুদ্ধিতে) গো শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়া যে এই তিনটি বিভাগ প্রদর্শিত হইল, তাহা সকলস্থলেই বুঝিয়া লইতে হইবে। সেই বিভাগে সংযম করিলে সকল প্রকার শব্দ প্রভৃতি যে আয়ত্তাধীন হয়, তাহা পশু, পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বজীবের উচ্চারিত শব্দের জ্ঞান দ্বারা সূচিত হয়। তখন সেই সংযমাভ্যাসী বুঝিতে পারেন, ইহারা এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৭ ॥*

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥১৮॥

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ (ভবতি)।

সংস্কারসাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয় ॥ ১৮ ॥

---

* আচার্য্য শঙ্কর, "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। ১৷৩৷২৮" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

স্ফোটের নিত্যতা, অর্থবোধকতা ও প্রত্যভিজ্ঞাজনকতা স্বীকার করিলে, বর্ণেরও যে তদ্রূপ নিত্যতাদি মানিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বলেন (১) বর্ণ প্রতি উচ্চারণেই বিভিন্ন। (২) বর্ণের অর্থবোধকতা নাই। (৩) বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। তিনি স্ফোটবাদে কল্পনা গৌরব, দৃষ্টহানি, অদৃষ্টকল্পনা প্রভৃতি দোষারোপ করিয়াছেন। সবিস্তর সেইস্থলে দ্রষ্টব্য।

সূত্রোক্ত সংস্কার সকল দ্বিবিধ। অনুভবক্লেশজনিত বা বাসনারূপ সংস্কার সকল, স্মৃতিক্লেশেরহেতু এবং কর্ম্মজনিত সংস্কার সকল, সুখ দুঃখের হেতু। এই সকল সংস্কার পূর্ব্বজন্মপরম্পরায় সঞ্চিত হইয়া চিত্তের ধর্ম্মরূপে অবস্থান করে। সেই সকল সংস্কারকে শ্রবণ বা অনুমান দ্বারা ধারণা করিয়া, সংযমের দ্বারা তাহাদের সাক্ষাৎকার করিলে, তাহাদের হেতুরূপে স্বকীয় ও পরকীয় পূর্ব্বজন্মপরম্পরার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই বিষয়ে, ভগবান জৈগীষব্য উদাহরণ। এইরূপ উপাখ্যান আছে যে সেই যোগিশ্রেষ্ঠ যোগবলে প্রকৃতিকে বশে আনিয়াছিলেন। তিনি এই সংস্কারসমূহের সাক্ষাৎকারদ্বারা দশমহাকল্পে দেব, নর, তির্য্যক প্রভৃতি যোনিতে যে জন্মপরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার দিব্য বিবেকজ জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ভগবান আবট্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! আপনি যে দশকল্প দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সুখ ও দুঃখ, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টিকে অধিক বলিয়া অনুভব করিলেন? জৈগীষব্য উত্তর করিলেন "আয়ুষ্মন্! হায়, কি আর বলিব, দেব নর প্রভৃতি যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া আমি যাহা কিছু অনুভব কবিয়াছি, তাহা দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে।" আবট্য বলিলেন "আপনি কি বলেন যে আপনার যে প্রকৃতি-বশীত্বহেতু দিব্য, অক্ষয় ভোগসকল সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হইতেছে, সেই প্রকৃতি বশীত্বও দুঃখস্বরূপ?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন "সত্য, লৌকিক সুখের তুলনায় প্রকৃতিবশীত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে ইহা দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে; যেহেতু,তৃষ্ণারজ্জু যদি ছিন্ন না হয়, তবে তাহা সর্ব্ব দুঃখের আকর হইয়া থাকে; তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে যে নির্ম্মল কৈবল্যসুখ লাভ হয়, তাহার আর তুলনা নাই। ব্যাসভাষ্যে এই আখ্যায়িকা আছে।

(শঙ্কা) আচ্ছা, যাহাতে সংযম করা যাইবে, তাহারই সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, ইহাই নিয়ম। তাহা হইলে সংস্কারে সংযম করিলে কি প্রকারে পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হয়?

(সমাধান) সত্য, অনুবন্ধ যুক্ত (আনুসঙ্গিক ব্যাপার সহিত) সংস্কারেই সংযম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং সেই সংস্কারের সহিত পূর্ব্বজন্ম অনুবদ্ধ (বিজড়িত) বলিয়া, পূর্ব্বজন্মেরও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে বুঝিতে হইবে॥ ১৮॥

অন্য সিদ্ধির কথা বলিতেছেন:—

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

প্রত্যয়স্য (সংযমাৎ), পরচিত্তজ্ঞানম্ (ভবতি)।

পরচিত্তে সংযম করিলে, পরচিত্তের সাক্ষাৎকার হয় ॥১৯॥

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ন চ তৎ (পরচিত্তজ্ঞানম্) সালম্বনম্ ভবতি, তস্য অবিষয়ীভূতত্বাৎ।

কিন্তু সেই পরচিত্তের আলম্বনের জ্ঞান তদ্দ্বারা হয় না, কারণ তাহা সেই সংযমের বিষয়ীভূত নহে ॥২০॥

(শঙ্কা) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে যেমন সেই সঙ্গে তাহার অনুবন্ধেরও জ্ঞান হইয়া যায়, সেইরূপ পরচিত্তের সাক্ষাৎকার হইলে সেই পরচিত্তের আলম্বনের সহিত কি পরচিত্তের জ্ঞান হয় ?

(সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন, না, কেবলমাত্র পরচিত্তেরই সাক্ষাৎকার হয়। সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ 'কিন্তু'। 'সাবলম্বন' শব্দের অর্থ 'বিষয়ের সহিত'। আলম্বনের সহিত পরচিত্তের সাক্ষাৎকার হয় না, কেননা সেই আলম্বন অজ্ঞাত থাকে। চিহ্নাদিদ্বারা যাহা বিদিত হয় তাহারই উপর সংযম করা চলে ; অজ্ঞাত বস্তুর উপর সংযম হয় না।

"জন্মান্তরে যদভ্যস্তং তদন্বাপ্যুপপদ্যতে।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥"*

মহাভারত [১২।৮৫২৫—৭]

জন্মান্তরে যাহা অভ্যাস করা হইয়াছিল আজও তাহার অনুবৃত্তি চলিতেছে। সেই হেতু হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর এইরূপ কর্ম্মে লোকবিশেষের রুচি হয়।

এই আগমবচনানুসারে কাহারও কোন সংস্কার ধরিয়া তাহা যেমন তাহার পূর্ব্ব

---

* মণিপ্রভাকার স্মৃতি হইতে উক্ত মহাভারতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন, কারণ উক্ত তাৎপর্য্যের শ্লোক শান্তিপর্ব্বে ২৩১ অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী সংস্করণে) এই রূপে দৃষ্ট হয়

"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮
"হিংস্রাহিংস্রে মৃদু ক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মানৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে ॥ ৪৯"

জন্মের সহিত অনুবদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ পরচিত্ত বিষয়ক জ্ঞান হইলেও, সেই চিত্ত অমুক বিষয়ক, এইরূপ জ্ঞান হয় না, কেননা (সংস্কারের জ্ঞাপক চিহ্নের ন্যায়) ইহার কোন জ্ঞাপক চিহ্ন পাওয়া যায় না। হর্ষ প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অপরের চিত্ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যদি সেই রূপে পরচিত্ত বুঝিয়া, সংযমের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, এক্ষণে 'তাহার আলম্বন কি?' এইরূপে স্বকীয় চিত্তে প্রণিধান করা যায়, তাহা হইলে যোগী পরচিত্তের তৎকালীন আলম্বন জানিতে পারেন। কিন্তু আসক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া তাহাদের সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই সূক্ষ্ম তত্ত্ব ॥ ২০ ॥

অন্য সিদ্ধির কথা বলিতেছেন ঃ—

কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশা সম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্ ॥২১॥

কামরূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে (সতি) চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগে অন্তর্ধানম্ (ভবতি)।

শারীরকভাষ্যেও (১।৩।৩০) ঠিক এইরূপে উদ্ধৃত দেখা যায়।

নীলকণ্ঠ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

পূর্ব্বের ঐশী বা জৈবী সৃষ্টিতে, সেই নরকিন্নরাদিগণের, যে, পূর্ব্বকল্পে হিংস্র ছিল, জন্মান্তরেও আবার সেই হিংস্রতা, তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে ; যেমন কল্য যে হিংস্র ছিল অদ্যও তাহার সেই হিংস্রতা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ। শ্রুতিও বলিতেছেন, বর্ত্তমান কল্পের ঐশ্বরী সৃষ্টিও পূর্ব্ব কল্পের ঐশ্বরী সৃষ্টির অনুরূপ, যথা "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ"—বিধাতা বর্ত্তমান কল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যৌঃ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোক সৃজন করিলেন, যেমন পূর্ব্ব কল্পে করিয়া ছিলেন, ঠিক সেইরূপ। এই বিষয়ে ব্যাসরচিত ব্রহ্মসূত্রও রহিয়াছে—(১।৩।৩০) তাহার অর্থ" "এ কল্পের সৃষ্টি পূর্ব্বকল্পের সমান, সুতরাং প্রলয়কালেও এ সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। সংস্কার বা বীজ থাকে। বীজভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই হেতু এ সকল আত্যন্তিক অনিত্য নহে। যেহেতু অনিত্য নহে, সেইহেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে।"

আর প্রতিকল্পে বিসদৃশ সৃষ্টি মানিতে হইলে "কৃতহানাকৃতোভ্যাগম দোষ আসিয়া পড়ে।

উক্ত শ্লোক দ্বয়ের অর্থ এই—পূর্ব্বে বা পূর্ব্ব জন্মে যে জীব যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জ্জন করিয়াছিল, সে জীব পুনঃ সৃষ্টিতে বা পুনর্জ্জন্মে সেই কর্ম্ম অর্থাৎ তদনুরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। হিংস্র অহিস্র, মৃদু, ক্রুর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্য মিথ্যা—এ সকল পূর্ব্ব সংস্কার প্রভাবেই হয় এব পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারেই রুচি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" ৺কালীবরবেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ।

শরীরের রূপে সংযম করিলে শরীরের গ্রাহ্যশক্তি প্রতিবদ্ধ হয়। তদনন্তর চক্ষুর্জনিত প্রকাশ বা জ্ঞানের সংযোগ না হওয়াতে (যোগীর) অন্তর্দ্ধান হয় ॥২১॥

শরীরের যাহা রূপ, যদ্দ্বারা শরীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে সংযম করিলে, সেই রূপে, পরচক্ষু গ্রাহ্যতার অনুকূল যে শক্তি, তাহার স্তম্ভ বা প্রতিবন্ধক হইলে অর্থাৎ তাহা অপরের চাক্ষুষ জ্ঞানের অগোচর হইলে পর, যোগিদেহের অন্তর্দ্ধান ঘটে, অর্থাৎ যোগী ইচ্ছানুসারে দৃষ্টির অগোচর হইয়া থাকিতে পারেন। ইহাদ্বারা অধিকন্তু বুঝান হইল যে যোগী স্বকীয় শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধে সংযম করিলে, তাহা (অপরের) শ্রোত্রাদির অগোচর করারূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥২১॥

অন্য বিভূতির কথা বলিতেছেন ঃ—

সোপক্রমং নিরূপক্রমং চ কর্ম্ম,
তৎসংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥২২॥

কর্ম্ম সোপক্রমম্ নিরূপক্রমম্ চ, তৎসংযমাৎ অপরান্তজ্ঞানম্ (ভবতি) অরিষ্টেভ্যঃ বা (ভবতি)।

কর্ম্ম দুই প্রকারের, সোপক্রম ও নিরূপক্রম; তাহাতে সংযম করিলে মৃত্যুর কালের জ্ঞান হয়। অরিষ্ট সকল হইতেও সেইরূপ জ্ঞান হয় ॥২২॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম, যাহা এখনও রহিয়াছে, তাহা দুই অবস্থায় আছে, যথা সোপক্রম ও নিরূপক্রম। যে কর্ম্ম ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং অচিরে যাহার বিপাক হইবে, তাহা সোপক্রম কর্ম্ম। একখানি আর্দ্র বস্ত্র যদি রৌদ্র-যুক্ত স্থানে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা অবিলম্বেই শুষ্ক হয়; সোপক্রম কর্ম্ম সেইরূপ। আর যে কর্ম্ম কালান্তরে ফলপ্রদান করিবে, এক্ষণে ব্যাপারশূন্য বা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে কিন্তু দীর্ঘকালে বিপাক প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিরূপক্রম কর্ম্ম। একখানি আর্দ্রবস্ত্র পিণ্ডীকৃত করিয়া যদি রৌদ্রশূন্য প্রদেশে স্থাপন করা যায়, (তাহা হইলে তাহার শুষ্ক হইতে বিলম্ব হয়); তাহা নিরূপক্রম কর্ম্মের সদৃশ। সেই দুইপ্রকার কর্ম্মে সংযম করিলে, তাহাদের সাক্ষাৎকার হইতে, তাহাদের বিপাকরূপ আয়ুর অবসান (যাহা সূত্রে 'অপরান্ত' শব্দে সূচিত হইয়াছে) জানিতে পারা যায়। 'পরান্ত' শব্দে মহাপ্রলয় বুঝায়। 'পর' অর্থাৎ প্রজাপতি, তাঁহার অন্ত বা অবসান। মনুষ্যাদির মরণের নাম "অপরান্ত"। সেই অপরান্তের জ্ঞান বলিলে বুঝিতে হইবে যে অমুকদেশে, অমুককালে, আমার দেহবিয়োগ হইবে, এইরূপ সাক্ষাৎকার। তন্মধ্যে

সোপক্রমের সাক্ষাৎকার করিলে,তাহার যে বিপাক হইবে, অবিলম্বে তাহার ভোগের নিমিত্ত যোগী বহুশরীর গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় মরিতে পারেন। সেই ভোগ এক শরীরের দ্বারাই ভোগ করিতে হইলে, বিলম্ব ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন অরিষ্ট-সমূহ হইতেও সেই জ্ঞান হয়। অরিষ্টসমূহ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) আধ্যাত্মিক, যথা,—হস্তদ্বারা কর্ণছিদ্রদ্বয় নিরুদ্ধ করিলে, যে দেহ মধ্যে প্রাণের ঘোর বা শব্দ শুনা যায়, তাহা না শুনিতে পাওয়া। (২) আধিভৌতিক, যথা,—যমদূত দর্শন প্রভৃতি। (৩) আধিদৈবিক, যথা—অকস্মাৎ স্বর্গদর্শন প্রভৃতি। ইহাদিগকে অরিষ্ট বলে, কেননা ইহারা অরির ন্যায় ত্রাস উৎপাদন করে। এই ত্রিবিধ অরিষ্ট বা মরণসূচক চিহ্ন হইতে যে মরণের জ্ঞান হয়, তাহা অযোগীরও হইয়া থাকে॥ ২২॥

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

মৈত্র্যাদিষু (সংযমাৎ) বলানি (ভবন্তি)।

মৈত্রী প্রভৃতিতে সংযম করিলে মৈত্র্যাদি বল সকল লব্ধ হয়॥ ২৩॥

পূর্ব্বে (প্রথম পাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্রে) মৈত্রী করুণা ও মুদিতায় সংযমের বিধান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মৈত্রী প্রভৃতি বিষয়ক বল বা বীর্য্য জন্মে। সেই বীর্য্য লাভ হইলে যোগী প্রাণিমাত্রেরই সুখকর সুহৃদ্ হয়েন, দুঃখ হইতে তাহাদের উদ্ধার কর্ত্তা হয়েন এবং অপক্ষপাতী হয়েন, কিন্তু উপেক্ষা কেবল ঔদাসীন্য বলিয়া তাহাতে কোন বল নাই, * কেননা তাহাতে সংযম হয় না॥ ২৩॥

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

বলেষু (সংযমাৎ) হস্তিবলাদীনি (ভবন্তি)।

বলে সংযম করিলে হস্তিবলাদি হয়॥ ২৪॥

হস্তী, হনুমান, গরুড় প্রভৃতির বলে, সেই সেই বলবত্তা ধারণ করিয়া সংযম

* মৈত্রীবলে যোগীর নিজের ঈর্ষাদ্বেষ বিনষ্ট হয়। করুণাবলে হৃদ্গত নিষ্ঠুরভা দূর হয়, এবং মুদিতাবলে, অসূয়াদি তিরোহিত হয়। এবং (যথাক্রমে) অপরে তাঁহাকে মিত্র মনে করে, বিপদে আশ্রয়স্থল মনে করে এবং পুণ্যবান্‌গণ আকৃষ্ট হইয়া, প্রীতি স্থাপন করে।

করিলে, যোগীর তাদৃশ বল লাভ হয়, কেননা চিত্তের স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য আছে। ॥২৪॥ †

**প্রবৃত্ত্যালোক ন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত-
বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥**

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ (ভবতি)।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোককে, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) পদার্থে নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের জ্ঞান হয়।

পূর্ব্বে (প্রথম পাদের ৩৬শ সংখ্যক সূত্রে) চিত্তের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই জ্যোতিঃসাক্ষাৎকাররূপ প্রবৃত্তির যে আলোক বা আস্পদ (range বা সাত্ত্বিক প্রকাশমণ্ডল), যাহা সকল দিকে প্রসৃত হয়, সেই নির্ম্মলবুদ্ধিসত্ত্বকে যদি সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতিতে, মৃত্তিকাদি ভূত দ্বারা ব্যবহিত নিধি প্রভৃতিতে, এবং বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী মেরুর অভ্যন্তরস্থ রসায়ন প্রভৃতিতে, ন্যাস বা প্রক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সূর্য্যের আলোকের সংযোগ হইলে, যেরূপ ঘটাদির জ্ঞান হয়, সেইরূপ ॥ ২৫ ॥

সংযমদ্বারা বুদ্ধির আলোকের সাক্ষাৎকার করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভের কথা বলিয়া, ভৌতিক বস্তুতে সেই বুদ্ধ্যালোক দ্বারা, তাহার জ্ঞানলাভের কথা বলিতেছেন :—

ভুবন জ্ঞানং স র্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যে সংযমাৎ ভুবনজ্ঞানম্ (ভবতি)।

সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয় ॥ ২৬ ॥

শরীরস্থ (অর্থাৎ কাহারও মতে হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধগত, কাহারও মতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত) সুষুম্নাদি অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী এবং তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির ধারা বিশেষ, আকাশে দেদীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডলের দ্বারস্বরূপ। সহস্ররশ্মিযুক্ত সেই সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে চিত্ত (ব্রহ্মযানগামী হইয়া) দৃশ্যের সহিত (ব্রহ্মলোক হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের সহিত) অভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের সাক্ষাৎকার লাভ করে ॥ ২৬ ॥

---

† ব্যায়ামকালে স্নায়ুবিশেষে বা পেশীবিশেষে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে যে তত্তৎবল বৃদ্ধি পায়, তাহা ব্যায়ামকারিমাত্রেই অবগত আছেন। সংযম ইচ্ছাশক্তির চরম সীমা।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে (সংযমাৎ) তারাব্যূহজ্ঞানম্ (ভবতি)।

চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাদিগের ব্যূহের জ্ঞান হয় ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে সংযম করিলে নক্ষত্রদিগের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশের সাক্ষাৎকার হয়। সূর্য্য নক্ষত্রদিগকে অভিভব করিয়া ফেলেন ; এই হেতু সূর্য্যে সংযম করিলে সেই তারাব্যূহের জ্ঞান হয় না, ইহাই সূত্রের অভিপ্রায় ॥ ২৭ ॥

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ধ্রুবে সংযমাৎ তদ্গতিজ্ঞানম্ (তারাণাম্ গতি জ্ঞানম্) (ভবতি)।

ধ্রুবে সংযম করিলে যোগী তারাদিগের গতি জানিতে পারেন। এই তারা অমুক নক্ষত্রের সহিত এই পথ দিয়া এতাবৎকাল যাইতেছে, এইরূপ ॥ ২৮ ॥

এইরূপে বাহ্য সিদ্ধিসকল বর্ণনা করিয়া আধ্যাত্মিক সিদ্ধি সকল বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

নাভিচক্রে কায়ব্যূহ জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে সংযমাৎ কায়ব্যূহ জ্ঞানম্ (ভবতি)।

নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের ব্যূহ সকলের জ্ঞান হয় ॥ ২৯ ॥

শরীরের মধ্যভাগে, চতুষ্পত্র আধার চক্রের এবং ষটপত্র লিঙ্গচক্রের উপরিভাগে অবস্থিত, যে দশপত্র নাভিচক্র আছে, তাহাতে সংযম করিলে যোগী দেহের সন্নিবেশ জানিতে পারেন। বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা এই তিনটি শরীরের দোষ। ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতু। তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি পর পর অপেক্ষা বাহ্য, ইহাই কায়ের বিন্যাস ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে (সংযমাৎ) ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ (ভবতি)।

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসাবোধ নিবৃত্ত হয় ॥ ৩০ ॥

জিহ্বা তন্তুর অধোদেশে কণ্ঠের কূপাকার প্রদেশ আছে যেস্থলে প্রাণাদির সংঘর্ষহেতু ক্ষুধার ও পিপাসার অনুভব হয়। সেইস্থলে সংযম করিলে তদুভয়ের নিবৃত্তি হয় ॥ ৩০ ॥

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

কূর্ম্মনাড্যাম্ সংযমাৎ স্থৈর্য্যম্ (ভবতি)।

কূর্ম্মনামক নাড়ীতে সংযম করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কণ্ঠকূপের অধোদেশে হৃদয়ে কূর্ম্মাকারা এক নাড়ী আছে। তাহাতে সংযম করিলে সেই নাড়ীপ্রবিষ্ট চিত্তের স্থিরতা সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধ দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

মূর্দ্ধজ্যোতিষি (সংযমাৎ) সিদ্ধদর্শনম্ (ভবতি)।

(মস্তকের খুলির মধ্যস্থিত ছিদ্রে) যে মূর্দ্ধজ্যোতিঃ আছে তাহাতে সংযম করিলে (দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী) সিদ্ধগণের দর্শন হয় ॥ ৩২ ॥

মাথার খুলিতে ব্রহ্মরন্ধ্র নামক যে ছিদ্র আছে, তাহাতে সুষুম্নানাড়ীর সংযোগ এবং হৃদয়স্থিত চিত্তমণির প্রভার সংযোগহেতু অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিঃ আছে, তাহাই মূর্দ্ধ জ্যোতিঃ; তাহাতে সংযম করিলে যোগী অদৃশ্য সিদ্ধদিগেরও (দেবযোনি বিশেষের) দর্শনলাভ করেন ॥ ৩২ ॥

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিভাৎ বা (যোগী) সর্ব্বম্ (জানাতি)।

প্রাতিভা নামক জ্ঞানশক্তির দ্বারা যোগী সমস্তই জানিতে পারেন ॥ ৩৩॥

বিবেকখ্যাতিকে (অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞানকে, প্রসংখ্যান বলে।) তাহাই জীবকে সংসার হইতে উত্তীর্ণ করে বলিয়া তাহাকে তারক জ্ঞান বলে। সেই জ্ঞানলাভের জন্য সংযম করিতে থাকিলে সেই প্রসংখ্যানের উপসূচকরূপে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রাতিভ জ্ঞান। তদ্দ্বারাও যোগী সকল বিষয় জানিতে পারেন। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়সূচক অরুণপ্রভা আবির্ভূত হইলে তাহার সাহায্যে লোকে দেখিতে পায়, সেইরূপ। ভোজরাজকৃত ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে, 'যে যথার্থ জ্ঞান, কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা, না রাখিয়া কেবল মন হইতেই অচিরে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রতিভা (intuition) বলে। তাহার সংযম হইতে বিবেকখ্যাতির পূর্ব্ববর্ত্তী, ও তৎসূচক, 'তারক-জ্ঞান' উদিত হয়; তদ্দ্বারা যোগী সমস্তই জানিতে পারেন',—এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে (সংযমাৎ) চিত্তসংবিৎ (ভবতি)।

হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তসংবিৎ বা বুদ্ধির সাক্ষাৎকার, হয় ॥

অধোমুখ হৃৎপদ্মই চিত্তের স্থান। তাহাতে সংযম করিলে বাসনা সহিত চিত্তের জ্ঞান হয় ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পারার্থ্যাৎ স্বার্থ-সংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ অত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষঃ ভোগঃ (তস্য) পারার্থ্যাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ (ভবতি)।

বুদ্ধি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্। তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া মনে করা, তাহাই ভোগ। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের জন্য ; [কিন্তু সেই ভোগে, যে পুরুষের প্রতিবিম্ব থাকে, তাহা, স্বার্থ অর্থাৎ কাহারও ভোগের নিমিত্ত নহে] ; তাহাতে সংযম করিলে পুরুষ সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা হয় ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধি ভোগ্য ; আত্মা ভোক্তা ; এইরূপে তাহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। তাহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও, তাহাদের অভেদ-প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয় বুদ্ধিরই পরিণাম। সেই বুদ্ধির পরিণাম—সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রত্যয়ের স্বরূপ। তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বযুক্ত সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ প্রত্যয়ের সহিত পুরুষের যে অবিশেষ সারূপ্য বা একরূপতা, সেই একরূপতা হেতু প্রতিবিম্ব দ্বারা পুরুষে সুখদুঃখাদির আরোপ হইয়া থাকে ; তাহাই ভোগ। তাহা বুদ্ধিতে অবস্থান করে। তাহা দৃশ্য বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ ভোক্তা পুরুষের "শেষ" বা ভোগোপকরণ স্বরূপ। সেই পরার্থ ভোগ একপ্রকার প্রত্যয়। তাহাতে চিৎস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব গৌণভাবে থাকে। সেই ভোগ জড় বলিয়া, চিৎস্বভাব প্রতিবিম্ব তাহা হইতে অন্য বা ভিন্ন। সেই প্রতিবিম্ব স্বার্থ অর্থাৎ তাহা অপর কাহারও ভোগোপকরণ স্বরূপ নহে। তাহাতে সংযম করিলে পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। তাহাও স্বপ্রকাশ পুরুষের দৃশ্য এবং তাহা বুদ্ধিতে অবস্থান করে বলিয়া, তাহা পুরুষকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অনাত্মাকার ভাব থাকে না বলিয়া এবং তাহা কেবলমাত্র আত্মার প্রতিরূপ গ্রহণ করে বলিয়া, তাহাকে পুরুষ বিষয়ক জ্ঞান বলা যায়। (বস্তুতঃ তাহা পুরুষকে বিষয়ীভূত করে না।)

সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদা, উ, ২।৪।১৪ অথবা ৪।৫।১৫)।

যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে ? ৩৫ ॥

এক্ষণে সংযম দ্বারা, পুরুষসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে যে সকল সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা বর্ণনা করিতেছেন :—

ততঃ প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনা দর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥৩৬॥

ততঃ (সংযমাৎ) প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনা-আদর্শ-আস্বাদ-বার্ত্তাঃ জায়ন্তে।

সেই সংযম হইতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিষয়ক প্রাতিভজ্ঞান এবং দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধগ্রহণসমর্থ শ্রাবণাদি পাঁচটি দিব্য ইন্দ্রিয় জন্মে ॥ ৩৬ ॥

"ততঃ" তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বার্থ নামক চিৎস্বভাব প্রতিবিম্বের সংযম হইতে, যোগজনিত শুক্লধর্ম্মের আনুকুল্য লাভ করিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত প্রাতিভ নামক, —কেবল মন হইতে উৎপন্ন, সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান জন্মে এবং দিব্য,শব্দ,স্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণে সমর্থ শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ ও বার্ত্তা নামক যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা জন্মে ; অর্থাৎ যখন যোগীর কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দিব্য শব্দাদি-গ্রহণসমর্থ হয় তখন যোগীর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ উক্ত শ্রাবণাদি নাম হয়। এইরূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের 'বার্ত্তা' এই সংজ্ঞা হয়, বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

আচ্ছা, তাহা হইলে সেই যোগী ত' কৃতকৃত্য হইলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" ॥ ৩৭ ॥

তে (প্রাতিভাদয়ঃ) সমাধৌ উপসর্গাঃ (ভবন্তি) ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ (ভবন্তি)।

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রাতিভাদিজ্ঞান ও শ্রাবণাদি সিদ্ধিবর্ণিত হইয়াছে। "তে" সেই প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি, সমাধি বিষয়ে, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিরূপ ফলাকাঙ্খী যোগীর পক্ষে, 'উপসর্গ' অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ হয়। এইহেতু যিনি মুক্তির প্রার্থী; তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যতদিন না আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, ততদিন কোটি সিদ্ধিলাভ হইলেও, যোগীকৃত কৃত্য হন না। পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এইরূপ বলিয়াছেন—

"এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" (গীতা ১৫।২০)

[জ্ঞানী এই রহস্য অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানই সকল পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি, জানিয়া কৃতকৃত্য হয়েন]

কিন্তু যিনি ব্যুত্থানে রত, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভজ্ঞানাদি, সিদ্ধির (কৃতকৃত্যতা বোধক লাভের) স্বরূপ হয়॥ ৩৭॥

এইরূপে সংযমের, আত্মদর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপ বিভূতির বর্ণনা করিয়া, ক্রিয়ারূপ বিভূতির বর্ণনা করিতেছেন :—

বন্ধ কারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ॥ ৩৮॥

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাৎ চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ (ভবতি)॥ ৩৮॥

(দেহ ও চিত্তের) বন্ধের কারণ শিথিল হইলে এবং নাড়ীমার্গে চিত্তের সঞ্চারের জ্ঞান হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয়॥ ৩৮॥

'বন্ধঃ'—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়া চিত্তের স্বভাব; কেবলমাত্র নিজশরীরে সঙ্কুচিতভাবে অবস্থানই চিত্তের বন্ধন। সেই বন্ধনের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। সংযম দ্বারা তদুভয় শিথিল হইয়া যায়। 'প্রচার' যদ্বারা চিত্ত প্রচার অর্থাৎ বিচরণ করে তাহাকে 'প্রচার' বলে; এই হেতু 'প্রচার' অর্থে নাড়ীসমূহকেই বুঝিতে হইবে। সংযমদ্বারা তাহার সম্বেদন হয় অর্থাৎ এক্ষণে অমুক নাড়ীদ্বারা চিত্তের সঞ্চার হইতেছে, এইরূপ জ্ঞান হয়। সেইরূপ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়েরও মার্গনাড়ীর জ্ঞান হয়। যেমন কোন পথজ্ঞ বদ্ধপুরুষের বন্ধনরজ্জু বিনষ্ট হইলে, তিনি নিজের বা অপরের আবাসে (ইচ্ছামত) প্রবেশ করিতে পারেন, সেইরূপে চিত্তও জীবিত বা মৃত পরকীয় শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, এবং মধুচক্র হইতে মধুকররাজ উড্ডীন হইলে অপর মক্ষিকাগণ যেমন তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও চিত্তের অনুগমণ করে ইহাই ভাবার্থ॥ ৩৮॥

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ॥ ৩৯॥

উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গঃ উৎক্রান্তিঃ চ (ভবতি)।

(সংযম দ্বারা) উদান জয় করিলে যোগী, জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে লগ্ন বা নিমগ্ন হন না এবং (ইচ্ছানুসারে) উৎক্রমণ বা দেহত্যাগ করিতে পারেন॥ ৩৯॥

ইন্দ্রিয় সমূহেব প্রবৃত্তি দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তর। বাহ্যনামক প্রথম-প্রকারের প্রবৃত্তিদ্বারা আলোচন অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর গ্রহণ নিষ্পন্ন হয়। আন্তর প্রবৃত্তি জীবনোৎপাদিকাশক্তির প্রযত্নস্বরূপ, তাহা সকল ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ। প্রাণ

অপান প্রভৃতি পাঁচটি ইহারই কার্য্য স্বরূপ। তন্মধ্যে প্রাণ নাসিকাগ্র হইতে হৃদয়পর্য্যন্ত স্থানে অবস্থিত। সমান হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া নাভি পর্য্যন্ত স্থানে অবস্থিত। ভুক্ত অন্নাদির সমতা করাই, তাহার কার্য্য। নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদতল পর্য্যন্ত স্থানে অপান অবস্থিত। মলের অপনয়ন করাই তাহার কার্য্য। নাসাগ্র হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত স্থানে উদান অবস্থান করে। উদানই উৎক্রমণ বা দেহত্যাগের কারণ। ব্যান সর্ব্বদেহ ব্যাপী। এই পাঁচটির মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে উদানকে সংযম দ্বারা জয় করিলে যোগী লঘু হইয়া জলাশয়, পঙ্ক, কণ্টক প্রভৃতির উপর দিয়া গমন করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা অসংলগ্ন থাকেন। এবং স্বেচ্ছাক্রমে মরণ লাভ করিতে পারেন ॥৩৯॥

সমান জয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

সমান জয়াৎ জ্বলনম্ (ভবতি)।

সমান, নামক প্রাণশক্তিকে জয় করিলে, যোগী প্রজ্জলিতের ন্যায় লক্ষিত হন ॥ ৪০ ॥

সমান নাভির নিকটস্থ অগ্নিকে ব্যাপিয়া থাকে। তাহাকে বশীভূত করিলে অগ্নির জ্বলন হয়। তদ্দ্বারা (যোগী) যেন জ্বলিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে প্রাণাদিকে জয় করিতে পারিলে স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদেরও ক্রিয়া সিদ্ধ করিতে পারা যায়, বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ৪০ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সংযমাৎ দিব্যম্ শ্রোত্রম্ (ভবতি)।

কর্ণেন্দ্রিয় এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৪১ ॥

যদ্যপি কর্ণেন্দ্রিয় আহবকারিক অর্থাৎ আকাশপ্রতিষ্ঠ যে অভিমান তাহাই কর্ণেন্দ্রিয়, তথাপি আকাশের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের আধার-আধেয় ভাব আছে। কর্ণেন্দ্রিয় ও আকাশের সম্বন্ধ উপলক্ষমাত্র। তদ্দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় ও বায়ুর, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তেজের, রসনেন্দ্রিয় এবং জলের এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতির (সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে)। এই সকল সম্বন্ধে সংযম করিলে পূর্ব্বোক্ত শ্রাবণ, বেদন প্রভৃতি নামক দিব্য ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা যোগী এককালেই দিব্য শব্দাদি জানিতে পারেন ॥ ৪১ ॥

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশ গমনম্ ॥ ৪২ ॥

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘু।

শরীর এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিয়া এবং তুলাদি লঘুদ্রব্যে সমাপত্তি করিয়া, আকাশগমন সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥

শরীর এবং আকাশের সংযোগকে সংযম দ্বারা জয় করিলে, কিম্বা লঘু তুলাদি পদার্থে, তাহাদের লঘুভাবে সমাপত্তি করিলে শরীর লঘু হয়। তদ্দ্বারা যোগী প্রথমে জলে বিচরণ করিতে পারেন ; তদনন্তর মাকড়সার জালে, তদনন্তর সূর্য্য রশ্মিতে বিচরণ করিতে পারেন ; তদনন্তর যথেচ্ছাক্রমে আকাশে গমন করিতে পারেন ॥ ৪২ ॥

বহিরকল্পিতাবৃত্তির্ম্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণ ক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

বহিঃঅকল্পিতাবৃত্তিঃ মহাবিদেহ (ধারণা) (কথ্যতে) ;
ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ (ভবতি)।

শরীরের বাহিরে, মন অকল্পিত ভাবে বৃত্তি লাভ করিলে তাহার নাম মহাবিদেহা ধারণা। তাহা হইতে বুদ্ধি সত্ত্বের আবরণক্ষয় হয় ॥ ৪৩ ॥

দেহে অহংভাব থাকিতেও 'আমার মন বাহিরে থাকুক', এইরূপ কল্পনা দ্বারা দেহের বাহিরে মনের বৃত্তিলাভ হয়। সেই ধারণার নাম কল্পিত বিদেহা ধারণা। সেই ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে, যখন দেহের অহংভাব পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই বাহিরে বৃত্তিলাভ ঘটে। তাহাকেই অকল্পিত মহাবিদেহা ধারণা বলে। সেইরূপ ধারণার ফলে প্রকাশ স্বভাব চিত্তের ক্লেশকর্ম্মাদি আবরণ ক্ষয় হয়। তদন্তর সর্ব্বজ্ঞতালাভ হয়, ইহাই সূত্রার্থ ॥ ৪৩ ॥

স্থূল স্বরূপ সূক্ষ্মান্বরার্থবত্ত্বসংযমাদ্‌ভূতজয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ক ॥

স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্ম-অন্বয়-অর্থবত্ত্ব-সংযমাৎ ভূতজয়ঃ (ভবতিঃ)।

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—ভূতের এই পঞ্চরূপে সংযম করিলে ভূতজয় হয় ॥ ৪৩ (ক) ॥

পঞ্চভূতের 'স্থূলরূপ' বলিলে, পঞ্চভূতের পৃথিবী আদি জাতিবিশিষ্ট দৃশ্যমান অবয়ব সংস্থানকে বুঝায়। যাহাতে শব্দাদি পাচটি স্থূলগুণ যথাক্রমে এক একটি

করিয়া কম হইয়া, এক এক ভূতে বর্ত্তমান আছে,(যথা পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ,রূপ,রস ও গন্ধ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; আকাশে কেবল শব্দ)। ইহাই পঞ্চভূতের 'স্থূল' নামক প্রথম রূপ। পঞ্চভূতের "স্বরূপ" নামক দ্বিতীয় রূপ—যথাক্রমে পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের স্নেহ, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর প্রেরণা এবং আকাশের সর্ব্বগতত্ব। বায়ুর প্রেরণা বলিতে তাহার তৃণাদিবাহকত্ব ধর্ম্মকে বুঝায়। পঞ্চভূতের তৃতীয় বা সূক্ষ্ম রূপ পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ স্থূল ভূতের 'সূক্ষ্ম' বা কারণ, পরমাণু সমূহ। পঞ্চ তন্মাত্র সকল আবার সেই পরমাণু সমূহের 'সূক্ষ্ম' বা কারণ। পঞ্চভূতের চতুর্থ রূপ 'অন্বয়' বা 'সামান্য' বলিতে গুণত্রয়কেই বুঝায়, কারণ, গুণত্রয় পঞ্চভূতের কারণরূপে সর্ব্বভূতেই অন্বিত, অনুগত বা সাধারণভাবে রহিয়াছে। পঞ্চভূতের পঞ্চম রূপ 'অর্থবত্ত্ব' অর্থাৎ গুণনিষ্ঠ ভোগাপবর্গ প্রদানে সামর্থ্য। সেই সামর্থ্য (প্রকৃতপক্ষে) গুণত্রয়নিষ্ঠ হইলেও পঞ্চভূত উক্ত গুণত্রয়ের সহিত অন্বিত বলিয়া অর্থাৎ উক্ত গুণত্রয় পঞ্চভূতে সাধারণভাবে অনুগত বলিয়া উক্ত সামর্থ্য পঞ্চভূতে আসিয়া গিয়াছে। এইরূপে পঞ্চভূতের কার্য্য স্বরূপ ও হেতুভূত, উক্ত পাঁচটি রূপে স্থূলাদি ক্রমে সংযম করিলে পঞ্চভূত যোগীর সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া যায় অর্থাৎ বৎস যেমন গাভীর অনুসরণ করে, সেইরূপ পঞ্চভূতও যোগীর সংকল্পের অনুসরণ করে ॥ ৪৪ ॥

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ

তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ততঃ অণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ, কায়সম্পৎ, তদ্ধর্ম্মানভিঘাতঃ চ (ভবতি)।

তাহা অর্থাৎ সেই ভূতের জয় হইতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং কায়সম্পৎ হয়, এবং ভূতের দ্বারা কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত বা বাধাশূন্যতা হয় ॥ ৪৫ ॥

'ততঃ'—সেই ভূতজয় হইতে, যোগীর অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। অষ্টসিদ্ধি যথা—(১) অণিমা—পরমাণুর তুল্যতা, (২) মহিমা—বিভুত্ব বা সর্ব্ব-ব্যাপকতা, (৩) লঘিমা—তুলপিণ্ডের ন্যায় লঘুত্ব, (৪) গরিমা—মেরুপর্ব্বতের ন্যায় গুরুত্ব, (৫) প্রাপ্তি—যেমন অঙ্গুলিদ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করা, (৬) প্রাকাম্য—সত্য-

সঙ্কল্পতা, (৭) বশিত্ব—ভূতসমূহকে বশে রাখা এবং (৮) ঈশিত্ব—ভূতসৃজনশক্তি; এই অষ্টসিদ্ধির মধ্যে 'প্রাপ্তি' পর্য্যন্ত পাঁচটি সিদ্ধি ভূতসমূহের পূর্ব্বোক্ত স্থূলরূপ সংযমদ্বারা জন্মে। (পূর্ব্বোক্ত) স্বরূপসংযমদ্বারা প্রাকাম্যসিদ্ধি হয়। অবশিষ্ট দুইটি, ভূতের (পূর্ব্বোক্ত) হেতুসংযম হইতে উৎপন্ন হয়। সূত্রোক্ত "কায়সম্পৎ" শব্দটি সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাখ্যা করিবেন। ভূতজয় হইতে কায়ের অনভিঘাত, অর্থাৎ কাঠিন্য প্রভৃতি ভূতধর্ম্মসমূহ দ্বারা বাধাশূন্যতা সিদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা যোগী শীলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং শৈত্য, উষ্ণা প্রভৃতি তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৫ ॥

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ (ভবতি)।

রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রের মত শরীরের সংহননের নাম কায়সম্পৎ ॥ ৪৫ ॥

যাহা চক্ষুর প্রীতিকর তাহাই রূপশব্দবাচ্য। লাবণ্য শব্দে সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্য, বলশব্দে বীর্য্য, বজ্রসংহনন শব্দে অবয়বসমূহে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় সংহতি—যাহা হনুমানের শরীরে বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৪৬ ॥

ভূতজয়ের পর ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় বলিতেছেন—

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণ-স্বরূপ-অস্মিতা-অন্বয়-অর্থবত্ত্বসংযমাৎ ইন্দ্রিয়জয়ঃ (ভবতি)।

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয়, ও অর্থবত্ত্ব এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের 'গ্রহণ'-নামক প্রথম রূপগুলি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্যরূপ পাঁচ প্রকারের বৃত্তি। সেই পাঁচ বৃত্তি সামান্যবিশেষাত্মক, শব্দাদিবিষয়ক। শব্দ সামান্য রূপ, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ষড়্জাদি তাহার বিশেষ রূপ। স্পর্শ সামান্যরূপ, শীতাদি বিশেষরূপ, রূপ সামান্য, পীতাদি তাহার বিশেষ; রস সামান্য, মধুরাদি তাহার বিশেষ; গন্ধ সামান্য, সুরভি তাহার বিশেষ। প্রকাশকত্ব বা 'স্বরূপ' ইন্দ্রিয়দিগের দ্বিতীয় রূপ। অস্মিতা নামক সাত্ত্বিক অহঙ্কার, যাহা ইন্দ্রিয়দিগের কারণ, তাহাই ইন্দ্রিয়দিগের

তৃতীয় রূপ। অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব নামক চতুর্থ ও পঞ্চম রূপ পূর্ব্বেই [৪৪ সূত্রের টীকায়] ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের সেই পাঁচটি রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয় ॥ ৪৭ ॥

তাহা হইতে কি হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ মনোজবিত্বম্, বিকরণভাবঃ, প্রধানজয়ঃ চ (ভবতি)।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়রূপের জয় হইতে, মনের ন্যায় (শরীরের) গতি, বিকরণভাব এবং প্রকৃতিবশিত্ব হয় ॥ ৪৮ ॥

"মনোজবিত্বং"—মনের ন্যায় শরীরের নিরতিশয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ অর্থাৎ বিভু অন্তঃকরণকে পরিণত করিয়া যেখানে সেখানে যুগপৎ শরীরনির্ম্মাণসামর্থ্য। "বিকরণভাব"—বিদেহ হইবার অপেক্ষা না রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণ দূরস্থিত বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ করিলে, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের বিকরণত্ব বলে। 'প্রধানজয়'—অন্বয় নামক প্রধানের চতুর্থ রূপকে (৪৪ সংখ্যক সূত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য) জয় করিলে সমস্ত জগৎ বশে আইসে। এই সকল সিদ্ধি ইন্দ্রিয়জয় হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। অণিমা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধানজয় পর্য্যন্ত এই সকল সিদ্ধি, এই শাস্ত্রে "মধুপ্রতীকা" নামে কথিত হইয়া থাকে। মধুর একাংশ—আস্বাদনের ন্যায় এই সকল সিদ্ধি মধুপ্রতীকা বা মধুর তুল্য। কিম্বা স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের যে যোগজনিত ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞা হয়, তাহাই মধু। ভূতেন্দ্রিয় জয় দ্বারা তাহাদের প্রতীককে অর্থাৎ কারণকে সাক্ষাৎকার করে বলিয়া ঐ সকল সিদ্ধিমধুপ্রতীকা নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে সংযমদ্বারা জ্ঞানসিদ্ধিসমূহ ও ক্রিয়াসিদ্ধিসমূহ বর্ণিত হইল। যোগী সেই সকল সিদ্ধি লাভ করিলে তাহা হইতে তাঁহার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা যে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহাও (৩৫ সূত্রে) বর্ণিত হইল। এ[illegible] [illegible]িবেকখ্যাতি হইতে যে অবান্তর সিদ্ধি হয়, তাহার বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য (সংযমাৎ) সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্ সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বম্ চ (ভবতি)।

বুদ্ধি এবং পুরুষের যে ভেদখ্যাতি হয়, কেবল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সংযম করিলে, সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত (৩৫শ সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত চিৎপ্রতিবিম্বরূপ) স্বার্থে সংযম দ্বারা যোগীর অন্তঃকরণ হইতে রজোমল ও তমোমল নির্ধূত হইয়া গেলে, যোগীর চিত্তজয় সিদ্ধ হয়; তদনন্তর বশীকার নামক অপরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা যোগীর বুদ্ধিসত্ত্ব ও আত্মার ভেদখ্যাতি জন্মে। কেবলমাত্র তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই ভেদখ্যাতির আবৃত্তি করিতে রত হইলে যোগী প্রধান এবং প্রধানের পরিণামভূত যাবতীয় বস্তুর অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা হন এবং অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েরই জ্ঞাতা হন। এই সিদ্ধির নাম "বিশোকা" ॥ ৪৮ ॥

এক্ষণে বিবেকখ্যাতি হইতে যে মুখ্যসিদ্ধি হয় সেই মুখ্যসিদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন—

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥৫০॥

তদ্বৈরাগ্যাৎ অপি দোষবীজক্ষয়ে (সতি) কৈবল্যম্ (ভবতি)।

সেই বিবেকখ্যাতি জনিত বিশোকা নামক সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে ক্লেশবীজের ক্ষয় হইয়া কৈবল্যসিদ্ধি হয় ॥৫০॥

সেই বিশোকা নামক সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে, সেই বৈরাগ্য হইতে তাহার হেতুভূত বিবেকখ্যাতিতেও যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য। সেই পরবৈরাগ্য হইতে, দোষসমূহের অর্থাৎ ক্লেশাদির বীজ যে ভ্রান্তিসংস্কার, তাহার ক্ষয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তিরোভাব ঘটিলে, চিত্তে কেবলমাত্র পরবৈরাগ্যের সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। তখন পুরুষের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা বা কৈবল্য সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধির নাম "সংস্কারশেষা" ॥ ৫০ ॥

ইহাতে বিঘ্ন ঘটিলে সেই বিঘ্ন দূরীকরণের উপায় বলিতেছেন :—

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াহকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥৫১॥

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণম্ (কর্ত্তব্যম্), পুনঃ অনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।

স্থানী দেবগণের দ্বারা উপনিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে আসক্তি এবং গর্ব্বানুভব করা উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসারে পতনরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে ॥৫১॥

আলোচ্য যোগিগণ চারিশ্রেণীর অন্তর্গত যথা—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। তন্মধ্যে প্রথমশ্রেণীর যোগী সংযমে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন মাত্র; তাঁহার পরচিত্তজ্ঞানাদি কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগী, সম্প্রজ্ঞাত যোগদ্বারা মধুমতী নামক চিত্তভূমিকা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অবস্থা লাভ করিয়া পূর্ব্বে যে সকল ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। সেই জয়ের দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত মধুপ্রতীকা, বিশোকা ও সংস্কারশেষা নামক তিনটি ভূমিকা যথাক্রমে লাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তৃতীয় প্রকারের যোগী অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, ভূত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়াছেন বলিয়া মহেন্দ্রাদি দেবতাদিগের প্রলোভনাদির দ্বারা ক্ষোভিত হয়েন না, এবং প্রথম দুইভূমি লাভ করিয়া বিশোকাদি ভূমিদ্বয় সাধন করিব্যর ইচ্ছায়, স্বার্থে সংযম করিতে উদ্যমশীল হন। চতুর্থ প্রকারের যোগী ষড়ৈর্শ্বর্য্যশালী, মহানুভাব, বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত ভূমিত্রয় লাভ করিয়া পরম বৈরাগ্য-বান, বিঘ্নশঙ্কাশূন্য ও জীবন্মুক্ত। তিনি চতুর্থ ভূমিকায় অবস্থান করেন। দ্বিতীয় পাদের ২৭শ সংখ্যক সূত্রে তাঁহারই প্রজ্ঞা সাত প্রকার চরমাবস্থাযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত চারি প্রকারের যোগীর মধ্যে প্রথম প্রকারের যোগী দেবতাদিগের নিমন্ত্রণের যোগ্য নহেন। এই হেতু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি মধুভূমিকা নামক দ্বিতীয় প্রকারের যোগী, তাহাকেই স্থানিগণ অর্থাৎ মহেন্দ্রাদি বিশেষ বিশেষ পদের আধিকারিক পুরুষগণ এইরূপে উপনিমন্ত্রণ বা প্রার্থনা করিয়া থাকেন—"হে (মহাত্মন্) এই স্বর্গাদি স্থানে উপবেশন করুন, এখানে রমণ করুণ, এই কন্যা কমনীয়া, এই ভোগ দেবভোগ, এই রসায়ন জরা-মৃত্যু নাশ করে, এই যান আপনার যথাভিলষিত স্থানে লইয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি"। দেবতাদিগের এইরূপ প্রার্থনায় সঙ্গ বা ভোগাভিলাষ করা উচিত নহে কিম্বা আমার এতাদৃশ যোগপ্রভাব জন্মিয়াছে বলিয়া স্ময় বা গর্ব্ব করা উচিত নহে। প্রত্যুত তাহাতে এই প্রকারে দোষ ভাবনা করিতে হয়ঃ—"আমি এই ঘোর সংসারাগ্নির জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছি, আমি চক্রারূঢ়ের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিতেছি, আমি কোনক্রমে ক্লেশ, কর্ম্ম ও অবিদ্যাতিমিরবিনাশক যোগপ্রদীপ লাভ করিয়াছি, তৃষ্ণাসমুৎপন্ন এই সকল বিষয়বায়ু সেই যোগপ্রদীপের প্রতিকূলতা করিতেছে, এই অবস্থায় আমি আলোকপ্রাপ্ত হইয়া কেন আবার এই মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারা বঞ্চিত হই এবং কেন আপনাকে পুনঃ পুনঃ সেই প্রদীপ্ত সাংসারাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ করি? অতএব হে স্বপ্নোপম দীনজনপ্রার্থনীয় বিষয়গণ! তোমরা সুখে থাক "এবং এইরূপে দৃঢ়মতি হইয়া সমাধিভাবনা করিতে হয়। (দেবতাদিগের উপনিমন্ত্রণে) সঙ্গ বা আসক্তি

হইলে যোগী পতিত হয়েন, স্ময় বা গর্ব্ব হইলে 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এইরূপ মনে করিয়া তিনি যোগে অসিদ্ধই থাকিয়া যান। এইরূপে যোগভ্রষ্ট হইলে পুনর্ব্বার সংসাররূপ অনিষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সেই কারণে কৈবল্যের বিঘ্ন দূর করিবার নিমিত্ত সেই উপনিমন্ত্রণে যোগীর সঙ্গ ও স্ময় অর্থাৎ আসক্তি ও গর্ব্ব করা উচিত নহে ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বে (৩৫ সংখ্যক সূত্রে) বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত পুরুষের স্বার্থে সংযম করিলে মোক্ষপ্রদ বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তদ্বিষয়ে অপর এক উপায় বর্ণনা করিতেছেন—

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্ বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥৫২॥

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ বিবেকজংজ্ঞানম্ (ভবতি)।

ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান সিদ্ধ হয় ॥ ৫২ ॥

কালের যে বিভাগকে আর ভাগ করা যায় না, তাহাকেই ক্ষণ বলে। সেই ক্ষণ সত্য বস্তু। মুহূর্ত্ত প্রভৃতি যে সকল ক্ষণসমূহস্বরূপ অপর কালবিভাগ প্রচলিত আছে, তাহারা মিথ্যা, কেননা ক্ষণের সমূহ বা সমষ্টি সৎ বস্তু নহে, (বুদ্ধিপরিকল্পিত মাত্র)। তন্মধ্যে এই ক্ষণটি অমুক ক্ষণের পূর্ব্ববর্ত্তী, এইটি তাহার উত্তরবর্ত্তী, এইরূপে ক্ষণসমূহের ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সংযম হইতে সেই অতি সূক্ষ্ম ক্ষণ সমুহের ভেদসাক্ষাৎকাররূপ বিবেক উৎপন্ন হয়। সেই বিবেকদ্বারা আকাশাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষপর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান যুগপৎ জন্মিতে পারে ॥ ৫২ ॥

এইক্ষণসংযমজনিত সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান অগ্রে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে সেই জ্ঞানের একটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব বলিতেছেন ঃ—

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদে তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

জাতি লক্ষণ দেশৈঃ তুল্যয়ো (বস্তুনোঃ) অন্যতানবচ্ছেদে ততঃ
(বিবেকজজ্ঞানাৎ) প্রতিপত্তিঃ (ভবতি)।

জাতিগত, লক্ষণগত এবং দেশগত ভেদদ্বারা দুইটি তুল্য বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধ না হইলেও, বিবেকজজ্ঞানদ্বারা তাহাদের পৃথক্‌ত্ব উপলব্ধি করা যায় ॥ ৫৩ ॥

(সূত্রস্থিত) 'অবচ্ছেদ' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। সংসারে তিনটি কারণ দ্বারা পদার্থসমূহের ভেদ নিশ্চিত হইয়া থাকে। গো এবং গবয়, দেশ এবং লক্ষণ দ্বারা তুল্য হইলেও জাতিদ্বারা তদুভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান হয়। দুইটি গো দেশ এবং জাতিদ্বারা তুল্য হইলেও কৃষ্ণ, শ্বেত প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা তদুভয়ের ভেদ জ্ঞান হয়। দুইটি আমলক ফল, জাতি এবং লক্ষণ দ্বারা তুল্য হইলেও একটি পূর্ব্বদেশবর্ত্তী, একটি উত্তরদেশবর্ত্তী, এইরূপে তদুভয়ের মধ্যে ভেদ নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কেহ যোগীর জ্ঞান পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যোগীর মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইলে পূর্ব্বদেশবর্ত্তী আমলক ফলটিকে উত্তরদেশবর্ত্তী আমলক ফলের স্থানে রাখিয়া, উত্তরদেশবর্ত্তী আমলক ফলটিকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে সেই দুইটি ফল উভয়ই আমলকত্ব জাতি, রূপ পরিণামাদি লক্ষণ এবং দেশ দ্বারা তুল্য বলিয়া জাতি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের ভিন্নতা নিশ্চয় করা অসম্ভব হইলেও, "ততঃ" সেইক্ষণ সংযমজনিত বিবেকজ্ঞান হইতে, যোগী তদুভয়ের ভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারেন। যেইক্ষণে পূর্ব্বদেশবর্ত্তী আমলকটি উত্তরদেশে রক্ষিত হইল, সেইক্ষণের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণসমূহে সেই পূর্ব্ববর্ত্তী আমলকে পূর্ব্বদেশস্থরূপ পূর্ব্বপরিণামসমূহ জন্মিয়াছিল; সেই সকল পরিণাম উত্তরদেশবর্ত্তী আমলকে জন্মে নাই, কেননা তখন সেই উত্তরদেশবর্ত্তী আমলকে উত্তরদেশস্থ পরিণাম-সমূহ জন্মিয়াছিল। সেই হেতু যে যোগী ক্ষণ এবং তাহাদের ক্রম সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তিনি তদুভয়ের পূর্ব্বদেশবর্ত্তী ও উত্তরদেশবর্ত্তী নিজ নিজ পরিণাম সমূহের ক্ষণ হইতে বর্ত্তমান ক্ষণের আনন্তর্য্য বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে এইটি উত্তর দেশে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশে ছিল, উত্তরদেশে ছিলনা, এইরূপ ভেদ নিশ্চয় করিতে পারেন, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫২ ॥

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি
বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

(তৎ) বিবেকজম্ জ্ঞানম্ তারকম্ সর্ব্ববিষয়ম্ সর্ব্বথাবিষয়ম্ অক্রমম্ চ (ভবতি)।

সেই বিবেকজ জ্ঞান সংসার হইতে মোক্ষপ্রদ, সর্ব্ববিষয়ক, সর্ব্বথাবিষয়ক এবং অক্রম ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বে যে সকল সংযমের কথা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়, এই মাত্র বলা হইয়াছে। সেই সর্ব্বজ্ঞতা কেবলমাত্র প্রকারবিষয়কা "রন্ধনশালায় প্রস্তুত সকল ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন সম্পন্ন হইয়াছে" এইরূপ বলিলে সকল "প্রকারের"

ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন নিষ্পন্ন হইয়াছে এই মাত্র বুঝায়, এবং যখন আবার বলা হয় "পাত্রস্থিত সকল ব্যঞ্জন দ্বারা, সমানীত সকল অন্ন ভোজন করা হইয়াছে তখন সমস্ত অন্ন স্বরূপতঃ ও প্রকারতঃ এবং নিঃশেষরূপে ভুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বুঝায়। সেইরূপ ক্ষণসংযমজনিত বিশেষজ্ঞান সর্ব্ববস্তুর স্বরূপবিষয়ক এবং সর্ব্বথাবিষয়ক অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর প্রকার বিষয়ক হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান তারক অর্থাৎ পুরুষতত্ত্বকেও স্ববিষয়ী ভূত করে বলিয়া, তাহা সংসার সাগর হইতে যোগীকে উত্তীর্ণ করে এবং তাহা অক্রম, অর্থাৎ তাহা করতলস্থিত আমলক ফলকে যেমন সমগ্রভাবে ও একেবারে অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ তদ্দ্বারা একেবারেই সকল বস্তুকে সমগ্রভাবে জানিতে পারা যায়॥ ৫৪॥

এইরূপে বিবেকখ্যাতি যে সকল সংযমের চরম ফল এবং যদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ বিভূতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সকল সংযমের বর্ণনা সমাপ্ত হইল। সেই বিবেকখ্যাতিরূপ চরমফল যোগীর সিদ্ধ হউক বা নাই হউক, সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতা (মাত্র) সাক্ষাৎকার করিলেই তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন:—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্॥ ৫৫॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে (সতি) কৈবল্যম্ (ভবতি)।

বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হইলে কৈবল্য সিদ্ধ হয়॥ ৫৫॥

বুদ্ধির শুদ্ধি বলিলে এই বুঝায় যে বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে সমস্ত রজোমল বিদূরিত হইলে, বিবেকখ্যাতি দ্বারা যখন বুদ্ধিসত্ত্ব সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হইয়া সংস্কার মাত্রে অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাই বুদ্ধির শুদ্ধি। পুরুষ নিত্যশুদ্ধ হইলেও যখন পুরুষের কল্পিত ভোগের বিরতি ঘটে, তখন তাহাই তাহার শুদ্ধি। এইরূপে তদুভয়ের শুদ্ধির তুল্যতা হইলে, কৈবল্য সিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে! পুরুষ বুদ্ধি হইতে বিলক্ষণ; সেই পুরুষের সাক্ষাৎকার হইবামাত্রই অবিদ্যা নিবৃত্ত হওয়াতে, অনাগত দুঃখের আর উৎপত্তি না হওয়ায়, কৈবল্য সিদ্ধ হয় ইহাই সূত্রার্থ॥ ৫৫॥

ইতি বিভূতিপাদ।

কৈবল্যপাদ।

সর্ব্বসাধনসিদ্ধীনাং যা স্যাৎ সিদ্ধিরনুত্তমা।
কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামং নমাম্যহম্॥

সর্ব্বপ্রকার সাধন দ্বারা যে সকল সিদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যে সিদ্ধি অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট সিদ্ধি নাই, তাহাই কৈবল্যরূপা সিদ্ধি। সেই কৈবল্য যে সীতারামের প্রকৃত রূপ, আমি সেই সীতারামকে প্রণাম করিতেছি।

প্রথম পাদে যোগ এবং দ্বিতীয়পাদে যোগসাধন প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সংযম নামক তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন (ধ্যান,ধারণা,সমাধি), সংযমের লক্ষ্য, সংযমের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম এবং সিদ্ধি-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতীত-অনাগত বিষয়ের জ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি সিদ্ধি, সাধকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করে বলিয়া, (গৌণভাবে) কৈবল্যযোগের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি কয়েকটী সাক্ষাদ্ভাবে কৈবল্যের অঙ্গ। 'তারক' নামক বিবেকজ্ঞানের সিদ্ধি যোগের ফল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে কৈবল্যের স্বরূপ প্রধানভাবে প্রতিপাদন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে, কৈবল্যভাগী এই চিত্ত, পরলোক,এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মা, যিনি সুখদুঃখাদি চিত্ত বিকারের ভোক্তা, এবং ধর্ম্মমেঘ—এই কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং প্রসঙ্গক্রমে আগত অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা করা প্রয়োজন, এই হেতু চতুর্থ পাদের আরম্ভ। তন্মধ্যে প্রথমসিদ্ধদিগের চিত্তসমূহের মধ্যে যে চিত্ত কৈবল্যের উপযোগী, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য, পূর্ব্বে যে সকল সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা, ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাবকারণ বশতঃ, পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন ঃ—

[সিদ্ধির বিশেষ বিশেষ কারণ।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ॥ ১॥

সিদ্ধয়ঃ জন্ম-ঔষধি-মন্ত্র-তপঃ--সমাধিজাঃ (ভবন্তি)।

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি এই পাঁচ প্রকার অভিব্যঞ্জকের সাহায্যে সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়।

জন্ম হইতেই যক্ষাদির আকাশগমনাদি সিদ্ধি জন্মে। কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণের সিদ্ধিসমূহকে সাংসিদ্ধিকী (অর্থাৎ স্বভাবতঃ সিদ্ধ) সিদ্ধি বলে। মাণ্ডব্য প্রভৃতির

যে সকল সিদ্ধি ছিল,তাহা কোনও বিশেষ প্রকারের ওষধি সেবন করিয়া জন্মিয়াছিল। মন্ত্রজপের দ্বারা কাহারও কাহারও অণিমাদি সিদ্ধি জন্মে। বিশ্বামিত্র প্রভৃতির সিদ্ধি তপস্যাদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের যোগাভ্যাস বশতঃই এই চারি প্রকার সিদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তাহা কেবল জন্মাদি নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া (ইহজন্মে) অভিব্যক্ত হয়। এই হেতু বিশ্বাস পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কেননা, ইহজন্মে কোনও প্রকার সিদ্ধি না দেখিতে পাইলেও জন্মান্তরে সেই যোগাভ্যাস সফলতা লাভ করে। সমাধি হইতে যে সকল 'সিদ্ধি' জন্মে, পূর্ব্বপাদে তাহাদের বর্ণন করা হইয়াছে।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, এইরূপ শুনা যায় যে নন্দীশ্বরের তপঃপ্রভাবে, তাঁহার শরীর ইহজন্মেই ভগবান উমাপতির (কৃপা-)কটাক্ষদৃষ্টি মাত্রেই দেবশরীররূপে পরিণত হইয়াছিল। [শিবপুরাণ ৭৪ শং অধ্যায় দ্রষ্টব্য] সেইরূপস্থলে এই নরদেহ কখনই দেবাদিদেহের উপাদান হইতে পারে না। তাহা হইলে, সেই দেহের অন্যপ্রকার পরিণাম হওয়া উচিত ছিল না এবং যে নরদেহটি বিনষ্ট হইল, তাহার সেইরূপ নাশের কোনও কারণ ছিল না। আর সেই নরদেহের অবয়বসমূহ (দেবদেহের) উপাদান হইয়াছিল, এইরূপ বলা যায় না, কেননা তাহারা কেবলমাত্র নরদেহেরই হেতু (কার্য্যনির্ব্বাহক) তাহাদের দ্বারা নরদেহভিন্ন অন্যপ্রকার দেহের কার্য্যনির্ব্বাহক হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ আশঙ্কা নিরাকরণজন্য বলিতেছেন :—

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥২॥

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ (ভবতি)।

একজাতি হইতে যে জাতন্তরে পরিণাম হয়, তাহা প্রকৃতির আপূরণ হইতে হয়।

প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষিতিপর্য্যন্ত সকল গুলিই প্রকৃতি (অর্থাৎ বিবিধ বিকৃতির কারণ।) সেই সকল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। সেই হেতু নরদেহের অবয়ব সমূহে তাহাদের আপূরণ হইলে অর্থাৎ তাহারা ধর্ম্ম (অধর্ম্ম) প্রভৃতি নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া অবয়বে অনুপ্রবেশ করিলে, (নরদেহের) জাত্যন্তরপরিণাম সম্ভবপর হয়, যেমন প্রকৃতির অনুগ্রহবশতঃ বন প্রভৃতি স্থানে অগ্নিকণা বহু তৃণাদির রাশিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, সেইরূপ।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, উক্তরূপ প্রকৃতির আপূরণ ধর্ম্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া হয় অথবা নিরপেক্ষভাবে হয়? ধর্ম্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া হয়, এরূপ না বলিলে, সর্ব্বত্রই প্রকৃতির আপূরণ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে।

(সমাধান)। এইরূপ আশঙ্কা করা চলে না, ধর্ম্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া প্রকৃতির আপূরণ হয় না, কেননা পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ) ধর্ম্মাদিনিমিত্তকে প্রবর্ত্তিত করিলেই ধর্ম্মাদি প্রবর্ত্তক হইতে পারে (নতুবা নহে)— এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে। এই হেতু বলিতেছেন :—

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

নিমিত্ত সকল প্রকৃতিসমূহের প্রয়োজক নহে ; (নিমিত্ত সকল) প্রতিকূল নিমিত্ত সকলকে অপসারিত করে, (তদনন্তর প্রকৃতি স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়) ; যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রের আলি কাটিয়া দিলে জল স্বয়ং নিম্নতর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় সেইরূপ।

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ বলেন, যে অনাগত পুরুষার্থই প্রকৃতিসকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঈশ্বরবাদী; প্রকৃতিসকলের প্রবর্ত্তন কার্য্যে ঈশ্বরই প্রবর্ত্তক এই 'আশয়' লইয়াই বলিয়া থাকি, 'পুরুষার্থ প্রবর্ত্তক'। (ধর্ম্মাদি) নিমিত্ত প্রকৃতি সকলের প্রবর্ত্তক নহে, কেননা তাহারা প্রকৃতির কার্য্য। (কার্য্য কখনও কারণের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না)। কিন্তু ("ততঃ") তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত হইতে, প্রতিবন্ধের বাধ বা অপসারণ ঘটে। ধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্ম অপসারিত হইলে, প্রকৃতিসকল নিজে নিজেই দেবশরীরাদিরূপ পরিণাম ঘটাইতে প্রবৃত্ত হয়। পাপের আতিশয্য বশতঃ যখন পুণ্যের প্রতিবন্ধ ঘটে, তখন তির্য্যগাদির শরীররূপে পরিণাম ঘটে, যেমন নহুষ রাজার সর্পরূপে পরিণতি ঘটিয়াছিল (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) সূত্রে যে 'ক্ষেত্রিকবৎ' (ক্ষেত্রিকের ন্যায়) শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ এই যে ক্ষেত্রিকগণ (কৃষকেরা) স্ব স্ব ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কেবল মাত্র মাটি কাটিয়া উন্নতভূমিরূপ প্রতিবন্ধ অপসারিত করিয়া থাকে, তদনন্তর জল নিজে নিজেই ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এস্থলেও সেইরূপ।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, যোগী যখন এককালেই বিবিধ প্রকার ভোগ করিবার নিমিত্ত অনেক শরীর নির্ম্মাণ করিয়া (পরিগ্রহ করেন), তখন সেই সকল দেহে অনেকগুলি চিত্ত কোথা হইতে আইসে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

নির্ম্মাণ চিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

নির্ম্মাণচিত্তানি অস্মিতামাত্রাৎ (জায়ন্তে)।

অস্মিতামাত্রের দ্বারা যোগীর নির্ম্মাণ চিত্তসকল উৎপন্ন হয়।

যোগ প্রভাবে নির্ম্মিত হয় বলিয়া এই সকল চিত্তকে নির্ম্মাণ চিত্ত কহে। যেমন যোগীর সঙ্কল্পবশে প্রকৃতির আপূরণ হইতে দেবোচিতাদি কায় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অহঙ্কাররূপ প্রকৃতি হইতে নির্ম্মাণ চিত্তসকল জন্মিয়া থাকে, ইহাই সূত্রার্থ।

(শঙ্কা) আচ্ছা, চিত্তগুলি যখন পরস্পর বিভিন্ন, তাহাদের উদ্দেশ্যও সেইরূপ বিভিন্ন, সেই হেতু 'নির্ম্মাণচিত্ত' নির্ম্মাণকারী যোগীর ভোগও সিদ্ধ হয় না।

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

একম্ চিত্তম্ অনেকেষাম্ প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকম্ (নিয়ামকম্) (ভবতি)।

একটি প্রধান চিত্ত বহু নির্ম্মাণচিত্তের বিবিধপ্রকার প্রবৃত্তির নিয়ামক হয়। যোগী যোগবলে স্বকীয় ভোগের অনুকূল প্রবৃত্তিবিশেষের নিয়ামক এক চিত্ত নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহাই নির্ম্মাণচিত্তসমূহের নায়কস্বরূপ হয়। সেইহেতু (যোগীর) ভোগ এবং ভোগের (পূর্ব্ববর্ত্তী সাধ্যসাধনাদির) অনুসন্ধান সম্ভবপর হয়।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত জন্ম প্রভৃতি পাঁচটি কারণজনিত পাঁচ প্রকারের সিদ্ধচিত্ত বর্ণিত হইল। (তন্মধ্যে যে প্রকারের চিত্ত অপবর্গ বা মোক্ষের ভাগী হয়, সেই প্রকার চিত্ত নির্দ্ধারণ করিতেছেন):—

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

তত্র ধ্যানজম্ (চিত্তম্) অনাশয়ম্ (ভবতি)।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিজচিত্ত আশয়হীন।

প্রথম সূত্রে জন্ম প্রভৃতি যে পাঁচটি কারণ, উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে সমাধিরূপ কারণ হইতে যে চিত্ত জন্মে, তাহা 'আশয়হীন' অর্থাৎ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাদি বাসনাশূন্য বলিয়া মোক্ষের যোগ্য।

যোগীর চিত্তও যেমন অনন্যসাধারণ, তাঁহার কর্ম্মও সেইরূপ :—

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিন স্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

যোগিনঃ কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণম্, ইতরেষাম্ ত্রিবিধম্ (ভবতি)।

যোগীদিগের কার্য্য অশুক্ল-অকৃষ্ণ, অপর সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ।

বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য যে সকল কর্ম্মের ফল সুখ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা শুক্লকর্ম্ম। সেইরূপ কর্ম্ম তপঃস্বাধ্যায়াদিনিরত ব্যক্তিদিগেরই হইয়া

থাকে। দুঃখই যে সকল কর্ম্মের একমাত্র ফল, তাহাদিগকে কৃষ্ণকর্ম্ম কহে। সেইরূপ কর্ম্ম দুরাত্মগণেরই হইয়া থাকে। বাক্য ও মন ব্যতীত অন্য অর্থাৎ বহিঃসাধনসাধ্য যে সকল কর্ম্মের ফল সুখদুঃখমিশ্রিত, তাহাদিগকে শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম বলে। সেইরূপ কর্ম্ম, যাঁহারা সোমযাগাদিতে রত, তাঁহাদিগেরই হইয়া থাকে, কেননা সেই সোমযাগাদি কর্ম্মে ব্রীহি প্রভৃতির বিনাশ করিয়া পিপীলিকাদিকে পরিপীড়িত করিতে হয় এবং দক্ষিণাদান প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অপরকে অনুগ্রহও করিতে হয়, সুতরাং সেইরূপ কর্ম্ম সুখদুঃখাদি মিশ্রফলক। এই তিন প্রকার কর্ম্ম 'ইতরেষাং'—অপরের অর্থাৎ অযোগীদিগেরই হইয়া থাকে। যোগী কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া বাহ্যসাধনসাধ্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ নহে এবং তিনি ক্ষীণক্লেশ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম কৃষ্ণ নহে, এবং তিনি যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মের ফলভোগ করিবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সেই ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করায়, তাঁহার শুক্ল কর্ম্মও নাই। এই হেতু তাঁহার কর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধি ও বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া কেবলমাত্র মোক্ষফল প্রদান করে বলিয়া 'অশুক্লাকৃষ্ণ'।

কর্ম্মের কথা বলিতে তৎপ্রসঙ্গে বাসনার অভিব্যক্তির কথা বলিতেছেন :—

ততস্তৎবিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্॥ ৮॥

ততঃ তৎবিপাকানুগুণানাম্ এব বাসনানাম্ অভিব্যক্তিঃ (ভবতি)।

সেই (কৃষ্ণ, শুক্ল ও মিশ্র এই ত্রিবিধ) কর্ম্ম হইতে তাহাদের বিপাকানুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি হয়।

'ততঃ'—তাহা হইতে অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে, মৃত্যুর পরে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক প্রদানের নিমিত্ত পূর্ব্বকর্ম্মের অভিব্যক্তি হইলে সেই বিপাকের অনুরূপ বাসনা সকলেরই অভব্যক্তি হইয়া থাকে ; উক্ত বিপাকের বিরুদ্ধ বাসনা সকলের অভিব্যক্তি হয় না, ইহাই ভাবার্থ। যখন দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তখন নরকভোগ বাসনা সকল চিত্তে প্রসুপ্ত হইয়া থাকে, কেননা তাহাদের অভিব্যক্তি হইলে দিব্যভোগের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, ইহাই তাৎপর্য্য।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, স্বর্গলোকে দেবজন্মে, দেবোচিত ভোগ হইতে যে সকল সংস্কার জন্মিল, সেই সকল সংস্কার পরবর্ত্তী কালে মনুষ্য, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যোনিতে সহস্র জন্মের ব্যবধানের পর আবার দেবজন্ম লাভ ঘটিলে, কি প্রকারে অভিব্যক্ত

হয়? পূর্ব্বদিনের বাসনাসমূহ যেমন পরদিনে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের বাসনাসমূহেরই পরবর্ত্তী জন্মে আবির্ভূত হওয়া উচিত, কিন্তু কি হেতু সেইরূপ হয় না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

জাতিদেশকালব্যবহিতানাম্ অপি আনন্তর্য্যম্ (ভবতি), স্মৃতিসংস্কারয়োঃ একরূপত্বাৎ।

বাসনাস্মৃতি ও বাসনা, অনেক জন্ম, দীর্ঘদেশ ও দীর্ঘকালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও অন্তরালহীনের মত প্রাদুর্ভূত হয়, কেননা বাসনা ও স্মৃতি একবিষয়ক বলিয়া একরূপ, অর্থাৎ সংস্কারের প্রবুদ্ধভাবই স্মৃতি, সুতরাং উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকিতে পারে না।

যদ্যপি, কেহ নিদ্রা হইতে উঠিলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বদিনের অনুভব হইতে যে সকল সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহারাই সাধারণতঃ অভিব্যক্ত হয়, কেননা সেই সকল সংস্কার (জন্মান্তর দ্বারা, কিম্বা দীর্ঘকাল দ্বারা, কিম্বা অন্য দেশ দ্বারা) ব্যবহিত হইয়া পড়ে নাই, তথাপি এই অনাদি সংসারে যে কর্ম্মবশতঃ, যে জন্মে ভোগজনিত সংস্কার সকল সঞ্চিত হয়, সেই সকল সংস্কার, কোটি জন্ম দ্বারা, দেশান্তর দ্বারা বা শতকল্পকাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও, যখন তজ্জাতীয় কর্ম্মবশতঃ সেইরূপ জন্ম, পুনঃ উপস্থিত হয়, তখন সেই কর্ম্ম দ্বারা অথবা সেই জন্ম দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া অব্যবহিত হয়, অর্থাৎ তাহারা স্মৃতি দ্বারা ভোগাদির হেতু হয়। বিজাতীয় কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিলে পর, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার সকল, অভিব্যঞ্জক নিমিত্তের অভাবে প্রসুপ্ত থাকে, আর তাহাদের অভিব্যঞ্জক কর্ম্ম ও জন্ম আছে বলিয়া, তাহারা ব্যবহিত হইলেও তাহাদের কর্ম্ম ও জন্মদ্বারা অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়। আর এ কথা বলিতে পার না যে, সেই জন্ম ও কর্ম্ম বিজাতীয় হইলেও তাহারা অব্যবহিত বলিয়া তাহাদের সেই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাসনা সকল, তদুভয়ের দ্বারা (অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা স্মৃত্যাদির (উৎপত্তির) নিমিত্ত অভিব্যক্ত হইতে ত' পারে; (এরূপ বলিতে পার না) কেননা স্মৃতি ও সংস্কার একরূপই হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই—হয় ক্রিয়া, না হয় জ্ঞান, না হয় অন্য কিছু-আসক্তি প্রভৃতি যখন শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে সংস্কার বলে। সেই সংস্কার তুল্যবিষয়ক ক্রিয়াস্মৃতি প্রভৃতির হেতু হয়। তাহার

অর্থ এই—ক্রিয়ার সংস্কার ক্রিয়ার আকারে, জ্ঞানসংস্কার স্মৃতির আকারে, অন্য সংস্কার অন্য আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে ভেদ না থাকাতে এবং তাহারা এক বিষয়ক হওয়াতে, তাহাদের একরূপতা হেতু, তাহাদের আনন্তর্য্য বা কার্য্যকারণ ভাব হয়। বিজাতীয়ের মধ্যে সেইরূপ কার্য্যকারণ ভাব হইতে পারে না। ব্যবধানদ্বারা, সংস্কারের, আপনা হইতে ভিন্নরূপ কার্য্যের উৎপাদকতা আসিতে পারে না; কেননা তাহা হইলে ত' ঘট অনুভব করিলে, সেই অনুভব জনিত সংস্কারের অব্যবহিত পরেই যে বস্তু অনুভব করা হয় নাই তাহার স্মৃতি হইতে পারে।

চার্ব্বাক (এবং তন্মতাবলম্বিগণ) বলিয়া থাকেন, জন্মান্তরের অর্জ্জিত বাসনা সকল কখনই থাকে না। তাঁহাকে (বা তন্মাতাবলম্বিগণকে) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তাসাম্ অনাদিত্বং চ (যথা আনন্তর্য্যং) আশিষিঃ নিত্যত্বাৎ।

বাসনাসমূহের (যেমন কার্য্যকারণভাব,) সেইরূপ অনাদিত্বও আছে, কেননা "আশীঃ" "আমি যেন চিরদিনই থাকি" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা নিত্য অব্যভিচারিভাবে সকল প্রাণিসুলভ।

'তাসাম্'—সেই সকল বাসনার যে কেবল আনন্তর্য্য বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, তাহাই নহে, তাহাদের 'অনাদিত্বং চ' অনাদিতাও আছে, অর্থাৎ তাহারা অনাদিও বটে। 'আশিষঃ নিত্যত্বাৎ,' 'আমি যেন চিরদিনই থাকি' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা মরণত্রাস অব্যভিচারিভাবে সর্ব্বজনে অর্থাৎ সকল জন্তুতেই বিদ্যমান। এস্থলে গূঢ় অভিপ্রায় এই—জন্মিবামাত্রই জীবে কম্পনাদি দৃষ্ট হয়; তাহা দেখিয়া মৃত্যুভয়ের অনুমান করা যায়; তাহা অব্যভিচারিভাবে দ্বেষ্যবস্তুর ও দুঃখের অনুস্মৃতি সূচনা করিয়া দেয়। সেই দ্বেষ্যদুঃখস্মৃতি আবার বাসনার সূচনা করে; তাহা আবার মরণজনিত দুঃখানুভবের সূচনা করে। সেই মরণজনিত দুঃখানুভব আবার বর্ত্তমানজন্মে ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহা জন্মান্তর সূচনা করিয়া থাকে। এইরূপে সেই সকল বাসনার অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়।

(শঙ্কা)। ভাল, দেহ যখন আত্মা নহে তখন জন্মমরণভয় কাহার? (অভয়ত্বাৎ) আত্মা ত অনাদি ও অনন্ত। এবং সেইহেতু ভয়শূন্য।

(সমাধান)। উত্তরে বলি সেই জন্মমরণভয় চিত্তের; চিত্তই অনাদি সংস্কার দ্বারা ব্যাপ্ত এবং অহঙ্কার (যাহা গগণমণ্ডলের ন্যায় ত্রৈলোক্যব্যাপী তাহা) হইতে

উৎপন্ন বলিয়া, ইহা বিভু ; বিভু হইলেও, যে যে দেহের সহিত ইহার সম্বন্ধ হয়, সেই সেই দেহের পরিমাণ অনুসারে, (যথাক্রমে ঘট মধ্যে ও প্রাসাদমধ্যে স্থাপিত প্রদীপের ন্যায়) সঙ্কোচ বিকাশশীল বৃত্তি লাভ করে ; তাহাই জন্ম, আর সেইরূপ বৃত্তির উপরম বা অনুদ্ভবই মরণ (অর্থাৎ একদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ অন্তরাবস্থায় (মধ্যাবস্থায়) চিত্তের আতিবাহিক শরীরাকার ধরিয়া অবস্থান) এবং সেই সময়ে দুঃখ ইত্যাদিরূপ সকল সংসার বা জন্মমরণপরম্পরা-প্রাপ্তি এইরূপে সঙ্গত হয় এবং ঘটিয়া থাকে।

(শঙ্কা)। ভাল ; বাসনা সকল অনাদি, সুতরাং কি প্রকারে তাহাদের উচ্ছেদ হইতে পারে ? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

(বাসনানাম্) হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাৎ এষাম্ অভাবে তদভাবঃ (ভবতি)।

বাসনা সকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারা সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাদিগের অভাব হইলে, সেই বাসনারও অভাব হয়।

এই সকল বাসনা পুরুষের ন্যায় অনাদি নহে, কিন্তু তাহারা কার্য্যমাত্র। এইরূপে তাহারা প্রবাহাকারে অনাদি ; এই হেতু তাহাদের কারণের উচ্ছেদ হইলে তাহাদের (অর্থাৎ বাসনা সমূহের) উচ্ছেদ সম্ভব। দেখ, অবিদ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমের সংস্কার মাত্র। সেই অবিদ্যা 'আমি' এইরূপ অস্মিতার হেতু। সেই অস্মিতা আবার 'আমি মনুষ্য,' 'ইহা আমার অনিষ্ট' এইরূপ ভ্রমের কারণ। সেই ভ্রম আবার, রাগদ্বেষের কারণ। সেই রাগদ্বেষ আবার পরের প্রতি নিগ্রহ অনুগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ হয়। সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম আবার ভোগের কারণ হয়। সেই ভোগ আবার বাসনার কারণ হয়। সেই বাসনা আবার ভ্রমাদির কারণ হয় ; এইরূপে অনাদি সংসারচক্র নিরন্তর আবর্ত্তন করিতে থাকে। সেই সংসারচক্রে বাসনা সকলের হেতু হইতেছে ক্লেশ ও কর্ম্ম, ফল হইতেছে দেহ, আয়ু এবং ভোগ। আশ্রয় হইতেছে চিত্ত ; এবং আলম্বন হইতেছে শব্দাদি বিষয়। এই হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারা (ক্লেশ, কর্ম্ম, দেহ, আয়ু ভোগ, চিত্ত, বিষয় দ্বারা) বাসনা সকল সংগৃহীত অর্থাৎ সঞ্চিত হইয়া থাকে বলিয়া, ক্রিয়াযোগ যে যোগের অঙ্গ সেই যোগের অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ সহিত অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে "অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি" (২।২৬) জন্মে, তদ্দ্বারাই তাহাদের (হেতু প্রভৃতির) উচ্ছেদ হইলে, কারণের অভাবে বাসনারও উচ্ছেদ হয়, ইহাই ভাবার্থ।

ভাল, আপনারা সৎকার্য্যবাদী ; আপনাদের মতে সংস্কারসকল সৎ। তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভাব ঘটিতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

অতীতানাগতং স্বরূপতঃ অস্তি, ধর্ম্মাণাম্ অধ্বভেদাৎ।

অতীত বস্তু ও অনাগত বস্তু স্বরূপতঃ আছে ; কেননা ধর্ম্ম সকলের অধ্বভেদ অর্থাৎ কালভেদ বশতঃই এইরূপ অতীত-অনাগতরূপে ব্যবহার হয়।

অসৎ বস্তুর উৎপত্তি নাই এবং সৎবস্তুর বিনাশ নাই। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ শ্রুতি বলিতেছেন—

"**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।** (গীতা ২।১৬)। অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই এবং সৎবস্তুর অভাব (বিলোপ) নাই।

"**বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি**" (গীতা ৭।২৬)। হে অর্জ্জুন, আমি যে সকল ভুত একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে তাহাদের সকলকেই জানিতেছি।

এই বাক্য দ্বারা অতীত ও অনাগত বস্তু, বর্ত্তমান বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষানুভবযোগ্য এই কথাই ভগবান্ বলিলেন। যে বস্তু অসৎ তাহার প্রত্যক্ষানুভব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? সেইহেতু অতীত ও অনাগত ধর্ম্মসমূহ ধর্ম্মিবস্তুতে শক্তিরূপে বিদ্যমানই রহিয়াছে ; এবং বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই যোগিগণ (অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান) এই তিন প্রকার পরিণামে সংযমাদি দ্বারা সেই ধর্ম্মসমূহকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, এবং কুম্ভকার প্রভৃতিও নিজ নিজ বুদ্ধিতে আলিখিত বা প্রতিফলিত করিয়া (কার্য্যসমূহকে অভিব্যক্ত) করে। অতীত ও অনাগত ধর্ম্মসমূহ এক স্থির ধর্ম্মিবস্তুর সহিত অন্বয়যুক্ত বা সম্বদ্ধ থাকিলেই এইরূপ সম্ভব হয় বলিয়া, একটি স্থির ধর্ম্মিবস্তু এইপ্রকারে সূচিত হইয়াছে।

শঙ্কা—ভাল, তাহা হইলে বাসনাদি (সংস্কারাদি) বন্ধজনক বস্তু যখন সৎ অর্থাৎ থাকিয়াই যাইবে, তখন (বন্ধনাশক বলিয়া পরিচিত) তত্ত্বজ্ঞান ত' নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

সমাধান—এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। কেননা ধর্ম্মসকল অতীতাধ্বা, বর্ত্তমানাধ্বা ও অনাগতাধ্বা এই তিন প্রকার ; তাহারা বর্ত্তমানাধ্বা হইলেই,

দুঃখাদিসংস্কার দ্বারা বিচিত্র চিত্ত, ব্যাপাররত ও অসংখ্যেয়রূপে পরিণামি হইয়া ভোগ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখনই সেই চিত্তকে বন্ধ অর্থাৎ বন্ধের কারণ বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে, সেই চিত্ত নিরধিকার অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইয়া অতীতাধ্বায় প্রবিষ্ট (স্থাপিত) হয়; তখন সেই চিত্ত প্রকৃতিলীন হইয়া যায়; প্রকৃতিস্বরূপে সৎ হইলেও (সেই চিত্ত) আর ফিরিয়া আইসে না; কেননা তাহার পুনরুত্থানের বীজ যে পুরুষার্থবিষয়ক কর্ত্তব্য (করিতে অবশিষ্ট ভোগাপবর্গসম্পাদন), তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে; ইহাই ভাবার্থ।

আচ্ছা এই যে বলা হইল, অতীত ও অনাগত বস্তু স্বরূপতঃ রহিয়াছে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই, সেই স্বরূপ কি প্রকার? এই হেতু বলিতেছেন—

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

তে (ধর্ম্মাঃ) ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ, (পরমার্থতঃ) গুণাত্মানঃ (ভবন্তি)।

সেই ধর্ম্ম সকল (বর্ত্তমানাধ্বায়) ব্যক্ত, এবং (অতীতানাগতাধ্বায়) সূক্ষ্ম কিন্তু (পরমার্থতঃ) ত্রিগুণস্বরূপ (সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক)।

"ব্যক্ত" শব্দের অর্থ বর্ত্তমান অধ্বায় বিদ্যমান, সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ অতীত ও অনাগত অধ্বা প্রাপ্ত। "তে" অর্থাৎ সেই মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি বিশেষ ভাবাপন্ন ধর্ম্ম সকল, "গুণাত্মানঃ"—সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপ। সকল পদার্থই সুখদুঃখমোহাত্মক গুণান্বিত বলিয়া, উক্ত গুণত্রয়ই তাহাদের প্রকৃতি; সুতরাং উক্ত পদার্থ সকল গুণত্রয়স্বরূপ, যেমন ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকার সহিত অন্বিত বলিয়া মৃৎস্বরূপ। প্রকৃতি ও বিকৃতি এতদুভয়ের মধ্যে ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া (প্রকৃতিরূপ গুণসমূহ ও বিকৃতিরূপ মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি বস্তু সকল, এই উভয়ের মধ্যে) গুণসমূহ পরিণামি-নিত্য (অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য নহে।) অপর সকল পদার্থ প্রতিক্ষণপরিণামশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী। পুরুষ কিন্তু কূটস্থ। এই কথাই ব্যাসভাষ্যে এইরূপে কথিত হইয়াছে।

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্ ॥

[বার্ষগণ্যাচার্য্য প্রণীত "ষষ্টিতন্ত্র" (ষষ্টিপদার্থপ্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্র বিশেষ)।

গুণত্রয়ের পরম অর্থাৎ বিশুদ্ধ রূপ জ্ঞানের গোচরীভূত হয় না। যাহা জ্ঞানের গোচরীভূত হয়, তাহা মায়াই; তাহা অতিশয় তুচ্ছ। "মায়েব সুতুচ্ছকং"—অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক বস্তুর ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী।

শঙ্কা—ভাল, যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ পরিণামী হইল, তাহা হইলে তিনটি পরিণামের প্রত্যেকটির (পৃথক্ হওয়া উচিত), এক হওয়া উচিত নহে ; দেখুন মৃত্তিকা, সূতা, এবং দুগ্ধ এই তিনটির ত' একই প্রকার পরিণাম দেখা যায় না। (কেননা ঘট, বস্ত্র ও দধি এই তিনটি পরিণাম, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপেই দৃষ্ট হয়)।

এই শঙ্কার সমাধান করিবার জন্য বলিতেছেন—

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

(গুণানাম্) পরিণামৈকত্বাৎ (একম্) বস্তুতত্ত্বম্।

গুণত্রয়ের পরিণামের একত্ববশতঃ অর্থাৎ তিনটি গুণ একযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া, (গুণত্রয় নির্ম্মিত) প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ একটি বলিয়াই প্রতীত হয় (অর্থাৎ রূপরসাদি একবার শক্তিরূপে অর্থাৎ তমোগুণাত্মকরূপে, একবার ক্রিয়ারূপে অর্থাৎ রজোগুণাত্মকরূপে ও বারান্তরে প্রকাশরূপে অর্থাৎ সত্ত্বগুণাত্মক-রূপে প্রতীত হয় না)।

অনেক বস্তুর একরূপ পরিণামও দেখা যায়। যেমন লবণের খনিতে নিক্ষিপ্ত গজ, অশ্ব প্রভৃতি সকলেরই একই লবণরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয়। বর্ত্তি, তৈল, অগ্নির একই দীপরূপ পরিণাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্তিকা, সূতা ও দুগ্ধের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব না থাকাতে তাহাদের পরিণামের একতা দেখা যায় না, (ভিন্নতাই দেখা যায়)। কিন্তু গুণত্রয়ের যে পরিণাম তাহা অঙ্গাঙ্গিভাবে একই বলিয়া মহৎ প্রভৃত বস্তুর স্বরূপ এক একটি হওয়াই সঙ্গত। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ যখন অঙ্গী হয়, তখন গুণত্রয় হইতে একই বস্তু 'মহৎ' উৎপন্ন হয় ; সেই একই গুণত্রয় রজঃপ্রধান হইলে, তাহা হইতে 'অহঙ্কারের' উৎপত্তি এবং তমঃপ্রধান হইলে (সেই গুণত্রয় হইতে) 'পঞ্চতন্মাত্রে'র উৎপত্তি হয়। তাহাদের প্রত্যেকটিই একত্ববিশিষ্ট। অহঙ্কার সাত্ত্বিক হইলে, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ, রাজসিক হইলে, তাহা হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ, এবং উভয়াত্মক হইলে, তাহা হইতে মনের উৎপত্তি হয়। এইরূপে শব্দতন্মাত্র যখন অঙ্গী হয়, তখন পঞ্চতন্মাত্রের আকাশরূপ একই পরিণাম হয়। এইরূপে স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের এক একটি অঙ্গী হইলে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতির এক একটি উৎপন্ন হয়। একই বস্তু হইতে যে বহু পরিণাম হয়, তাহা বহুপরিণামসংস্কাররূপ শক্তির বিচিত্রতাবশতঃই হইয়া থাকে। অধিক বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

শঙ্কা—আচ্ছা, চিত্ত ত' ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ; সেই চিত্ত ব্যতীত অন্য বস্তু নাই। যাহাকে প্রমেয় বস্তু বলা হয়, তাহা বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন। তাহার দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান। (বিজ্ঞানও একটি প্রমেয় বস্তু, তাহা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে।) আর ঘটাদি বস্তুও প্রমেয়। অতএব একত্ব, নানাত্ব লইয়া চিন্তা বা বাদানুবাদ কিসের জন্য? কেননা চিত্ত, অনাদি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয়স্বরূপ সংস্কার দ্বারা বিচিত্র; সেই জন্য উক্ত চিত্ত দ্রব্য ও গুণরূপে প্রতিভাত হয়। এইরূপ মতাবলম্বী ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের প্রতি বলিতেছেন—

বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বস্তুসাম্যে অপি চিত্তভেদাৎ তয়োঃ পন্থাঃ বিভক্তঃ (ভবতি)।

বস্তুসাম্য থাকিলেও অর্থাৎ বস্তু এক হইলেও, চিত্তবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, তদুভয়ের অর্থাৎ চিত্ত ও বস্তুর পথ বিভক্ত অর্থাৎ তদুভয় স্বতন্ত্র বা পৃথক্।

"তয়োঃ"—তদুভয়ের অর্থাৎ চিত্ত ও বস্তুর, "বিভক্তঃ পন্থাঃ"—ভিন্ন পথ। ইহার দ্বারা ইহাই বুঝান হইল যে চিত্ত ও বস্তুর মধ্যে বিজ্ঞান ও বিষয়রূপে ভেদ রহিয়াছে; তদুভয় এক নহে। যদি বল কেন? তদুত্তরে বলি "বস্তুসাম্যে অপি"—বস্তু এক হইলেও; যেমন কোনও একটি নারীশরীর একটি মাত্র বস্তু হইলেও, "চিত্ত ভেদাৎ"—চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, নারীশরীর একটি মাত্র হইলেও তাহা পতির সুখ বিজ্ঞানের অর্থাৎ সুখানুভবের কারণ হয়; তাহা না পাইলে কামুকের মোহ ও বিষাদ উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই একই শরীর মোহ ও বিষাদ বিজ্ঞানের কারণ হয়। নিষ্কাম ব্যক্তির সেই নারীশরীরে উপেক্ষা-বিজ্ঞান জন্মে। তুমি যে বস্তু দেখিয়াছ, সেই বস্তুই আমি দেখিয়াছি, এইরূপে সকলের বিসম্বাদ-শূন্য প্রত্যভিজ্ঞান (পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর পুনর্ব্বার জ্ঞান) হওয়াতে, ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, বস্তু এক, কিন্তু বিজ্ঞান অনেক। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ভেদ সিদ্ধ হয়। যাহা এক (একত্বপ্রতীতির বিষয়) তাহা (অনুমানে "পক্ষ"), যাহা অনেক (অনেকত্বপ্রতীতির বিষয়) তাহা হইতে ভিন্ন (অনুমানে "সাধ্য"); যেমন (এক) নীলবিজ্ঞান অনেক পীতবিজ্ঞান হইতে ভিন্ন (অনুমানে "দৃষ্টান্ত")। আর (যেমন উপরে প্রতিপাদিত হইল) বস্তু এক; এই হেতু তাহা, সেই বস্তু বিষয়ক অনেক বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। আর একথা বলিতে পার না যে, প্রমেয় বস্তু প্রমা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তদুভয় একই; কেননা তাহা হইলে বিষয়বিষয়িত্বভাব থাকেনা। (অর্থাৎ প্রমেয় বিষয় এবং প্রমা বিষয়ী এইরূপ বিষয়বিষয়িরূপে অনুভব সম্ভবপর হয় না।) আর কোন একটি বাহ্য বস্তু না থাকিলে, নীল পীতাদি আকারের

(নানা) বিজ্ঞান হওয়া উচিত নহে। আর একথা বলিতে পারনা যে (ভিন্ন ভিন্ন চিত্তগত) প্রমেয়রূপ বাসনাই তাহার (নানা বিজ্ঞানের) কারণ; কেননা (তোমার মতে) বাসনা, হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহা হেতু হইতে পারে না। আর পক্ষান্তরে একথাও বলিতে পার না "আপনার একই রূপের বস্তু হইতে কি প্রকারে চিত্তের বিচিত্রতা অর্থাৎ বিজ্ঞানের নানাত্ব ঘটে?" কেননা বস্তুমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক; আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও অবিদ্যাকে নিমিত্ত করিয়া বস্তুর স্বরূপগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ উদ্রিক্ত হইয়া আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভ করিয়া, সুখবিজ্ঞান, দুঃখবিজ্ঞান ও মোহ বিজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে; আর তত্ত্বজ্ঞানকে নিমিত্ত করিয়া গুণত্রয় সাম্যভাব অবলম্বন করিলে, তাহারা (গুণত্রয়) উপেক্ষার বা উপেক্ষারূপ বিজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে, এইরূপ নির্দ্ধারণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সেই কারণেও বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বস্তু বিদ্যমান আছে।

আর কেহ কেহ এইরূপ বলেন—বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু বিদ্যমান থাকে, থাকুক, কিন্তু সেই বস্তু জড় অর্থাৎ অচেতন বলিয়া বিজ্ঞানগ্রাহ্য অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব বিজ্ঞানসাপেক্ষ; তাহা প্রাতিভাসিক, তাহা অজ্ঞাত নহে (অর্থাৎ তাহাও বিজ্ঞানগ্রাহ্য বিজ্ঞান)। তাহা হইলে সেই বস্তু সম্বন্ধে বলিতে হইবে— কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হয়। যদি বলা যায় (সেই বস্তুর উৎপত্তি) গ্রাহক বিজ্ঞানরূপ চিত্ত হইতে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—ঘট এই একটি বস্তু কি চৈত্রের অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি বিশেষের, চিত্তের কার্য্য অর্থাৎ সেই এক ব্যক্তির চিত্ত হইতে উৎপন্ন, অথবা তাহা চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির চিত্তের কার্য্য? প্রথমটি হইতে পারেনা অর্থাৎ তাহা (ঘটরূপ একটি কার্য্য) ব্যক্তি-বিশেষের চিত্তের কার্য্য হইতে পারে না। কেননা—

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিংস্যাৎ ॥ ১৬ ॥

ন চ একচিত্ততন্ত্রং বস্তু, (যদা) তৎ অপ্রমাণকম্ (স্যাৎ), তদা কিম্ স্যাৎ?

বস্তু একচিত্তাধীন অর্থাৎ এক জ্ঞানাধীন নহে। কেননা যখন সেই চিত্ত সেই বস্তু বিষয়ে প্রমাণ না হয় অর্থাৎ যখন সেইবস্তু সেই চিত্ত দ্বারা প্রমিত না হয়, তখন তাহা কি হইবে?

যদি ঘটরূপ বস্তু একটিমাত্র চিত্তের কার্য্য হয়, তাহা হইলে সেই চিত্ত, পট প্রভৃতি বস্তুতে ব্যগ্র বা তন্নিবিষ্ট হইলে, সেই বস্তুটি অপ্রামাণিক হইয়া—চিত্তরূপ প্রমাণকে হারাইয়া, কি বিলুপ্ত হইবে? ইহাই সূত্রার্থ। আর একথা বলিতে পার না "আপনার এ আপত্তি অনভিমত নহে (অর্থাৎ বস্তুটি বিলুপ্তই হইয়া যাইবে),

কেননা আবার যখন সেই বস্তুটির দর্শন হয়, তখন সেই ঘটটি এই—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের (পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর পুনর্ব্বার জ্ঞানের) কোনও বাধা হয় না। আর, এক চিত্ত (অর্থাৎ ঘট যাহার গোচর হইয়াছিল সেই চিত্ত) দ্রব্যান্তরে ব্যগ্র (নিবিষ্ট) থাকিলেও, অন্য চিত্ত তাহাকে দর্শন করে। সেই হেতু বস্তু একচিত্তাধীন নহে, তাহা অনেক চিত্তাধীনও নহে (অর্থাৎ অনেক গ্রাহকবিজ্ঞানরূপ চিত্ত হইতে উৎপন্ন প্রাতিভাসিকও নহে, কেননা প্রাতিভাসিক বস্তু স্বপ্নের ন্যায় এক চিত্তাধীন (অর্থাৎ আমার স্বপ্ন যেমন আমারই প্রতীতির বিষয়, সেইরূপ প্রাতিভাসিক বস্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রতীতির বিষয়) এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে। (তাহা হইলে) যে ঘটটি পূর্ব্বে একটি চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরে অনেক চিত্তের সহিত সম্বদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত হইলে, পূর্ব্ব দৃষ্ট ঘট হইতে ভিন্ন অন্য ঘটের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মানিতে হয়, কেননা এই ঘটের সামগ্রীর বিলক্ষণতা ঘটিতেছে, (অর্থাৎ ইহাকে অনেক চিত্তের অনেক বিজ্ঞাননির্ম্মিত বলিয়া মানিতে হয়) ।*

আচ্ছা, তুমি কি বলিতে চাও যে, যখন তুমি নিজের উদর দেখিতেছ তখন তোমার পৃষ্ঠদেশ নাই ? কিম্বা যখন পৃষ্ঠের দিকে মুখ ফিরাও, তখন তোমার উদর নাই ? এই হেতু, বস্তু প্রাতিভাসিক নহে, কিন্তু চিত্ত হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র, ইহা সিদ্ধ হইল।

(শঙ্কা)—ভাল ; তাহা হইলে, আপনার সিদ্ধান্তে চিত্তকে যে বিভু পদার্থ বলিয়া মানা হয়, সেই হেতু তাহার সহিত সকল বস্তুরই সম্বন্ধ থাকাতে, সেই চিত্তের ত' সকল বস্তুই সর্ব্বদা জানা সম্ভব হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ (ভবতি)।

(চিত্ত), বস্তুর উপরাগের অপেক্ষা করে বলিয়া চিত্তের পক্ষে বস্তু ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়।

---

* অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় একচিত্তাধীন ; এক ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া, একের স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে যে উপাদানে নির্ম্মিত, অপরের স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত হইবে, সুতরাং বস্তুকে প্রাতিভাসিক বলিয়া মানিলে, একচিত্তকর্তৃক দৃষ্ট ঘট যখন অনেক চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তখন সেই ঘটের উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক চিত্তের অনেক বিজ্ঞান সেই একই ঘটকে ভিন্ন ভিন্ন বহু ঘটরূপে নির্ম্মিত করিবে, ইহাই মানিতে হয় ।

যদ্যপি চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল আহঙ্কারিক (অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন) বলিয়া বিভুপদার্থ, তথাপি তাহারা অহঙ্কারে সুপ্ত থাকা কালে, তাহাদের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় না ; সুতরাং তাহারা বিষয়ের স্ফূর্ত্তির (প্রকাশের) প্রতি কারণ হইতে পারে না ; কিন্তু সেই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল যখন কর্ম্মদ্বারা (ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ) অভিব্যক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত হয়, (তখন তাহারা বিষয়স্ফূর্ত্তির কারণ হয়)। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর চিত্তে উপরাগ (ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্তে যে বস্তুর আকার অঙ্কিত) হয়, সেই বস্তু বিষয়ে, চিত্ত আপনাতে অবস্থিত চিৎ-প্রতিবিম্বরূপ স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ ধারণ করে। সেই বস্তুকেই পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আপনার প্রতিবিম্ব দ্বারা, সেই বস্তুর আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত হয় বা প্রকাশ করে, অন্য বস্তুকে নহে ; (অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে না বা জানে না)। এইরূপে বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়। অতএব চিত্ত সেই বস্তুর উপরাগসাপেক্ষ হইয়া কখনও সেই বস্তুকে জানিতে পারে, কখনও পারে না। এইরূপে চিত্ত জ্ঞাতাজ্ঞাত বিষয়ানুসারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় ; ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭।

শঙ্কা—তাহা হইলে আত্মা ত' পরিণামী।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যা-পরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ সদা জ্ঞাতাঃ (ভবন্তি), পুরুষস্য অপরিণামিত্বাৎ।

চিত্তবৃত্তিসকল প্রভুর অর্থাৎ পুরুষরূপ দ্রষ্টার সর্ব্বদাই জ্ঞাত হইয়া থাকে, যেহেতু পুরুষ অপরিণামী।

ক্ষিপ্ত, মূঢ় প্রভৃতি সকল প্রকার বৃত্তির সহিত চিত্ত, পুরুষের বিষয় (জ্ঞেয়) হইয়া থাকে। চিত্ত যেমন শব্দাদিরূপ আপনার বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই তাহাকে জানিতে পারে, পুরুষ যদি সেই আপনার চিত্তরূপ বিষয় বিদ্যমান থাকিতে তাহাকে না জানিতে পারেন,তাহা হইলে পুরুষ চিত্তের ন্যায় পরিণামী হইয়া পড়েন ; কেননা সেই সেই বিষয়ের আকারে আকারিত বৃত্তিরূপ পরিণামকে অপেক্ষা করিয়া সেই জ্ঞাতৃত্ব সম্ভাবিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ পুরুষেও বৃত্তিরূপ পরিণাম মানিতে হয়)। তাহা হইলে দুইটী পরিণামীর প্রয়োজন কি ? এইহেতু (অর্থাৎ দুইটী পরিণামী মানিলে) পুরুষ চিত্ত হইতে ভিন্ন বস্তু হয়েন না। শব্দাদি আকারের চিত্তবৃত্তি সকল বিদ্যমান থাকিলে, তাহারা জ্ঞাত হইয়া ভোগ্যস্বরূপ হয় ; তাহারা সেই ভোগ্যের প্রভুর অর্থাৎ ভোক্তার অপরিণামিত্বই জানাইয়া

দেয় অর্থাৎ পুরুষকে অপরিণামী বলিয়া প্রমাণ করে। সাক্ষীকে অপরিণামী হইতেই হয় বলিয়া সেই চিত্তবৃত্তি সকল স্বয়ং সর্ব্বদাই জ্ঞাত হইয়া থাকে, অন্য কোন অবস্থায় অর্থাৎ সাক্ষী পরিণামী হইলে (বদলাইতে থাকিলে) তাহারা সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারে না; ইহাই তাৎপর্য্য। *

শঙ্কা—ভাল, চিত্তকেই যদি ক্ষণিক, স্বপ্রকাশ এবং আপনার বিষয়ের সহিত আপনাকেও প্রকাশ করিতে সমর্থ, বলা যায়, তাহা হইলে, (চিত্ত হইতে ভিন্ন অন্য আর) একটী সাক্ষী মানিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

তৎ (চিত্তং) ন স্বাভাসং, দৃশ্যত্বাৎ।

সেই চিত্ত স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ নহে, কেননা তাহা নিজেই দৃশ্য অর্থাৎ পরপ্রকাশ্য।

যেরূপ বলা হয় রূপবান্ ঘট (অর্থাৎ ঘট পরপ্রকাশ্য) সেইরূপ লোকে বলিয়া থাকে 'আমি সুখী,' 'আমি ক্রুদ্ধ,' 'আমার মন শান্ত,' এইরূপে ('আমি' বা 'মন' শব্দ দ্বারা সূচিত) চিত্ত, দৃশ্য বলিয়া তাহা স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ নহে; ইহাই সূত্রের অর্থ।

অভিপ্রায় এই—এই 'স্বপ্রকাশতা' কি প্রকার? নিজ হইতে অভিন্ন প্রকাশরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব, স্বপ্রকাশতা নহে (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলিতে এরূপ বুঝায় না যে, যাহা প্রকাশস্বরূপ, তাহা নিজেই আবার সেই প্রকাশরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম); কেননা একই বস্তু, ক্রিয়া ও কর্ম্ম হইতে পারে না। গতি কথনই গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না; গ্রামই (বা তজ্জাতীয় পদার্থই) গমনক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে। আর একথা বলা চলে না যে, পুরুষ যেমন আপনা হইতে ভিন্ন প্রকাশের বিষয় নহে, চিত্তও সেইরূপ; কেননা, সকলেই এইরূপ অনুভব করে "আমার মন ক্রুদ্ধ হইয়াছে," এইরূপে মন অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। এই হেতু, চিত্ত দৃশ্য বলিয়া, ইহার আপনা হইতে ভিন্ন এক পৃথক দ্রষ্টা আছে; সেই চিত্ত "আমি সেই" (অর্থাৎ যে আমি অপ্রসন্ন ছিলাম, সেই আমি প্রসন্ন হইয়াছি) এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (পূর্ব্বদৃষ্টবস্তুর পুনর্ব্বার জ্ঞান) করিয়া থাকে বলিয়া, ইহা ক্ষণিক নহে।

* "সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ" "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ" ২।৭৭—জ্ঞানোত্তম কৃত টীকা—"বিকারিণঃ সাক্ষিত্ব-মনুপপন্নম্। আত্মা চ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিসাক্ষী"। মোট কথা, যদি কোনও চিত্তবৃত্তির অজ্ঞাত থাকা সম্ভব হইত, তাহা হইলে "আমি জানিতেছি বা জানিতেছি না।" এইরূপ সংশয় হইত।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

একসময়ে চ উভয়ানবধারণম্।

আরও দেখ একই সময়ে চিত্ত ও চৈতন্য এবং চিত্ত ও বাহ্য বস্তু এই উভয়ের অবধারণ (নিশ্চয় বা জ্ঞান) সম্ভব হয় না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতে একইক্ষণে যে চিত্ত ও চৈতন্য এই দুইটীর অবধারণ বা জ্ঞান মানিতে হয়, তাহা সম্ভবপর নহে। ইহাই সূত্রার্থ। দেখ "আমি ঘট দেখিয়াছিলাম" এইরূপ যে অনুভূতি হয়, তাহাতে চিত্ত ও (চিত্তগ্রাহ্য) বস্তু এই দুইটীর যে স্মরণ, তাহা চিত্ত ও (চিত্তগ্রাহ্য) বস্তু এই উভয়ের অনুভব হইতেই উৎপন্ন হয়। তাহাতে যে ক্ষণে চিত্তের অনুভব হইয়াছিল, সেইক্ষণে উভয়ের অর্থাৎ চিত্ত ও গ্রাহ্য বস্তু এই দুইটীরই অনুভব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আর একথা বলা চলে না যে উভয়ের অনুভবের নামই চিত্ত। যদি বল (চিত্তগ্রাহ্য) বস্তু চিত্ত হইতে উৎপন্ন, তাহা হইলে যে ক্ষণে বস্তুটির অনুভব হয়, সেইক্ষণে চিত্ত থাকে না (কারণ ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদীর মতে সবই ক্ষণিক)। আর যদি বল বস্তুটি চিত্ত হইতে অনুৎপন্ন কিন্তু সমকালিক, তাহা হইলেও সেই একই ক্ষণে বস্তুর উৎপত্তি ও চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং সেই হেতু বস্তুটিও চিত্তের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আর যদি বল তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ না হইলেও, চিত্ত বাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে চিত্তকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে হয় (তাহা ত' বস্তুতঃ নহে)। আরও দেখ সৌগতগণই বলিয়াছেন—

"অতদুৎপত্তিরতদাত্মা চ তেন ন গৃহ্যতে"।

যাহা চিত্ত হইতে উৎপন্ন নহে, এবং চিত্তের সহিত যাহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হয়, তাহা চিত্তের গ্রাহ্য হইতে পারে না। চিত্ত (নিজে পুরুষের দৃশ্য বলিয়া) আপনিই আপনাকে গ্রহণ করিতে পারে না (জানিতে পারে না,) একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর আপনার (চিত্তের নিজের) এবং (চিত্ত গ্রাহ্য) বস্তুর, এতদুভয়ের অনুভব এই দুইটীও চিত্ত নহে। যে বস্তু অতিক্ষণিক, তাহার উৎপত্তি ভিন্ন অন্য ব্যাপার হইতেই পারে না, কারণ কথিত হইয়াছে :—

"ভূতির্যেষাং ক্রিয়াসৈব কারকং সৈব চোচ্যতে"

তাহাদের উৎপত্তিই তাহাদের একমাত্র ক্রিয়া এবং তাহাকেই কারক (ক্রিয়াসঙ্ঘটক) বলা হয়। আর একই বস্তু হইতে ব্যাপারের ভিন্নতা না হইলে

কার্য্যের ভেদ হইতে পারে না। স্বপ্নেও চিত্ত একই সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্পাদন করিতে পারে না। সেই হেতু সাক্ষীই, চিত্ত ও চৈতন্য * (চেত্য-চিত্তগ্রাহ্য বস্তু ?) এই উভয়ের অনুভব করিয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

(শঙ্কা)—ভাল, চিত্ত যেন আপনিই আপনার দৃশ্য না হইল; চিত্ত অন্য চিত্ত কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ ত' বলা চলে। তাহা হইলে সাক্ষী মানিবার প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধিবুদ্ধে রতি
প্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥২১॥

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে (সতি) বুদ্ধিবুদ্ধেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করঃচ (ভবতি)।

চিত্তকে অন্য চিত্তের দৃশ্য বলিয়া মানিলে, বুদ্ধির দ্রষ্টা অন্য বুদ্ধি স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ—অসংখ্যবুদ্ধিকল্পনাজনিত অনবস্থা দোষ—আসিয়া পড়ে এবং অসংখ্য স্মৃতির মিশ্রণ ও অনিবার্য্য হয়।

যদি নীল বস্তুর আকারে আকারিত চিত্ত অন্য চিত্তের দৃশ্য হয়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধি রূপ (অর্থাৎ দর্শক বা নিশ্চয়কর্ত্তা) চিত্ত অন্য বুদ্ধির দৃশ্য হইবে, সেই বুদ্ধি আবার অন্য বুদ্ধির, এইরূপে 'অনবস্থা' নামক দোষ (Regressus and infinitum) আসিয়া পড়ে।

আর যদি বল—ভাল, দুই তিনটি, অথবা তিন চারিটী, অথবা পাঁচ ছয়টী চিত্ত-স্বরূপ ধরা যাউক না কেন, তাহা হইলে ত' অনবস্থা দোষ হইবে না, তবে বলিও এইরূপ বলিতে পার না; কেননা কোন্ চিত্তটি গ্রাহক তাহার নিশ্চয় না হইলে, কোন্ চিত্তটি তাহার গ্রাহ্য হইল, তাহারও নিশ্চয় হয় না। "গৃহে ঘট দেখা গিয়াছে কি না" যদি এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় এবং "দেখা যায় নাই" এইরূপ ব্যতিরেক-নিশ্চয় (নিষেধ মুখে নিশ্চয়) হয়, তাহা হইলে বস্তু নিশ্চয় না হওয়াতে কোনটি যে জ্ঞানচিত্ত (অর্থাৎ কোন্ চিত্তটি যে বস্তুর গ্রাহক) তাহারও নিশ্চয় হইল না। তাহা হইলে জ্ঞানচিত্তের অনিশ্চয় বশতঃ বস্তুর অনিশ্চয়ের হেতু পাওয়া গেল না;

* মূলের পাঠ "চিত্তচৈতন্যয়োরনুভব ইতি সিদ্ধম্"। এই পাঠ "চিত্তচেত্যয়োরনুভবঃ" এইরূপ হইলেই অধিকতর সমীচীন হয়। চিত্ত ও চিত্তগ্রাহ্য বস্তু এতদুভয়ের অনুভব। বস্তুতঃ যোগসুধাকরনাম্নী টীকায় যোগমণিপ্রভার এই অংশের তাৎপর্য্য এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে "তস্মাৎ পুরুষ এব চিত্তার্থয়োরবভাসকো, ন চিত্তম্—ইত্যর্থঃ"।

আর সেই সেই অসংখ্য চিত্তের অনুভব হইতে যে অসংখ্য চিত্তস্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরস্পর মিশ্রণও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। স্মৃতি অসংখ্য হইলে তাহাদের গ্রহণও অসম্ভব হওয়ায় এবং গ্রাহক চিত্ত না থাকায়, "এইটি নীল চিত্তের স্মৃতি; "এইটিই পীত চিত্তের স্মৃতি" এইরূপ বিভাগ করাও চলে না। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। অধিকন্তু সকল চিত্ত দীপসমূহের ন্যায় পরস্পর একরূপ বলিয়া, কোন্ চিত্তটি বস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক হইল, তাহার নিশ্চয় করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইহেতু সিদ্ধ হইল যে চিত্ত সাক্ষিবেদ্য, অর্থাৎ চিত্ত চিত্তান্তরের বেদ্য নহে, পুরুষ-রূপ সাক্ষীরই বেদ্য।

(শঙ্কা)—ভাল, সাক্ষী হইল কূটস্থ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। সেই সাক্ষীর পক্ষে ক্রিয়ানিষ্পাদন পূর্ব্বক চিত্তের সহিত সম্বন্ধস্থাপন হইতেই পারে না। তাহা হইলে চিত্ত কি প্রকারে সাক্ষীর সম্বেদ্য হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারতাপত্তৌ স্ববুদ্ধি-সম্বেদনম্ ॥২২॥

অপ্রতিসংক্রমায়াঃ চিতেঃ তদাকারতাপত্তৌ (সত্যাম্) স্ববুদ্ধিসম্বেদনং (ভবতি)।

চিৎশক্তি (পুরুষ) (অপরিণামিনী বলিয়া) প্রতিসঞ্চারশূন্যা অর্থাৎ ঘটাদি বস্তুর প্রতি গমন করিয়া তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার প্রতিবিম্ব পাইয়া বুদ্ধি চিৎশক্তির আকার প্রাপ্ত হইলে, চিৎশক্তির আপন বুদ্ধির সম্বেদন (জ্ঞান) হয়। বুদ্ধি পরিণামিনী বলিয়া বুদ্ধির প্রতিসংক্রম হয় অর্থাৎ বুদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা ঘটাদির সহিত বুদ্ধির সংশ্লেষ হয়। কিন্তু চিতিশক্তি অপরিণামিনী বলিয়া বুদ্ধির প্রতি তাহার সেইরূপ প্রতিসংক্রম হয় না, পরন্তু জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ বুদ্ধিতে চিতের প্রতিবিম্ব পড়িলে, বুদ্ধি চিদাকার প্রাপ্ত হয়; তখন চিতি শক্তির, আপন ভোগ্য বুদ্ধির সম্বেদন হয়। চিচ্ছায়াগ্রহণযোগ্যতারূপ সম্বন্ধের দ্বারা চিত্ত চিদুপরক্ত হইলে—চৈতন্যপ্রতিবিম্ব পাইয়া চৈতন্যরূপ ধরিলে—চিদ্বেদ্য হয়, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। অপ্রতিসংক্রমা চিতের সান্নিধ্য হেতু, সেই চিতের আকার-ছায়া-আছে যাহাতে, তাহার ভাবপ্রাপ্তি ঘটিলে, চিতের আপন ভোগ্য বুদ্ধির সম্বেদন হয়। এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির অনুরূপ (অর্থাৎ প্রদর্শিত প্রকারে) অন্বয় করিতে হইবে।

(শঙ্কা)—যদি আত্মা বলিয়া চিত্তের অতিরিক্ত এক বস্তু থাকেন, তাহা হইলে কাহারও কাহারও চিত্তকেই কেন আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়? এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—চিত্তের সর্ব্বার্থগ্রহণসামর্থ্যই তাহাদের উক্তরূপ ভ্রমের মূল কারণ।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্॥ ২৩॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তম্ চিত্তম্ সর্ব্বার্থম্ (ভবতি)।

দ্রষ্টা এবং দৃশ্য দ্বারা উপরক্ত হইতে পারে বলিয়া চিত্ত সর্ব্বার্থ হয়। (চিত্ত চিৎসন্নিধানে চিদাকারা এবং বিষয় সন্নিধানে বিষয়াকার হইতে পারে বলিয়া ইহা চেতন অচেতন সর্ব্ব বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়)।

দ্রষ্টা পুরুষ চেতন, দৃশ্য শব্দাদি অচেতন, সেই সমস্ত অর্থাৎ চেতন ও অচেতন হইয়াছে অর্থ বা বিষয় যাহার—যে চিত্তের, সেই চিত্ত হইতেছে "সর্ব্বার্থ"। তন্মধ্যে সেই চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ চিত্ত যেন চিদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, এবং চৈতন্যের দ্বারা উপরক্ত হইয়া দ্রষ্টা হইলে, চিত্ত, দ্রষ্টৃবিষয়ক হয় (অর্থাৎ পুরুষকে আপনার গোচর করিতে পারে) এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দৃশ্যোপরক্ত হইয়া দৃশ্যাকার প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ দৃশ্যরূপ ধারণ করে)। এইরূপ হয় বলিয়া ভোগ্য শব্দাদির আকারে এবং সুখদুঃখাদি পরিণাম রূপ ভোগের আকারে দৃশ্য হইলেও, চিত্তের চিৎপ্রতিবিম্বের সহিত অভেদ হেতু—সৌগতগণ (বৌদ্ধেরা),এই চিত্তকেই যে আত্মা বলিরা ভ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ ভ্রম হইতেই পারে। আর উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ফটিক-মণির, (সন্নিহিত) জবাকুসুমাদি বস্তুর আকার (বর্ণ) গ্রহণ করা স্বভাবের ন্যায়, চিত্তের-দৃশ্য বস্তুর আকার গ্রহণ করা স্বভাব দেখিয়া, (ক্ষণিক)—বিজ্ঞানবাদিগণ যে বলেন চিত্তের অতিরিক্ত অন্য বস্তু নাই,ইহাও তাঁহাদের ভ্রম। এ স্থলে এইরূপে সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইবে—চিত্ত স্বয়ং ভোগ্য বলিয়া চিত্তের অতিরিক্ত অন্য ভোক্তা আছে, ইহা মানিতেই হইবে। সেই ভোক্তাকেই নিত্যোদিতা অর্থাৎ সদাপ্রকাশশীল চিৎ-শক্তি বলা হয়। চিৎশক্তি দুই প্রকার; নিত্যোদিতা এবং অভিব্যঙ্গ্যা। তন্মধ্যে নিত্যোদিতা চিৎশক্তি কূটস্থা অর্থাৎ নির্ব্বিকারা, আর সেই নিত্যোদিতা কূটস্থা চিৎ-শক্তির চিত্তসত্ত্বে চিৎপ্রতিবিম্বরূপ যে অভিব্যক্তি, যাহা সুখাদির সহিত সমানরূপতা প্রাপ্ত হয়। চিত্তসত্ত্বে চিৎপ্রতিবিম্বরূপা সেই চিৎশক্তিকেই, কূটস্থা নিত্যোদিতা চিৎ-শক্তির ভোগ বলা হয়। সেই ভোগ আবার দ্বিবিধ। এক প্রকার ভোগের চৈতন্যেই পর্য্যবসান; অপর প্রকার ভোগ বিবিধ দৃশ্যরূপ পরিণামেই পর্য্যবসিত।

তন্মধ্যে উক্ত অভিব্যঙ্গ্যা চিৎশক্তি প্রথম প্রকারের ভোগ এবং এই ভোগ পুরুষেরই হয়; আর সুখাদিপরিণামরূপ ভোগ প্রাপ্তচৈতন্য বুদ্ধিরই (চিৎপ্রতিবিম্ব যুক্ত হওয়ায় চৈতন্যময়ী বুদ্ধিরই) হইয়া থাকে। এইরূপে বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্য নিৰ্দ্ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত মলজাল বিধ্বংস করিয়া নিশ্চল প্রদীপশিখার ন্যায় সমাহিত ও প্রশান্তবাহি (একই আকারে পরিণমমান) হইয়া চিত্ত, পুরুষের সত্তা অবধারণ করিতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য।

অপর এক কারণেও বলিতে হয় চিত্তের অতিরিক্ত ভোক্তা আছেন। সেই কথাই এক্ষণে বলিতেছেন—

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্তমপি পরার্থং
সংহত্যকারিত্বাৎ ॥২৪॥

অসংখ্যেয়বাসনাভিঃ (চিত্রম্) চিত্তম্ অপিপরার্থম্ (ভবতি); সংহত্যকারিত্বাৎ।

অসংখ্য বাসনা দ্বারা বিচিত্র হইলেও, চিত্ত অপরের (পুরুষের) উদ্দেশ্যসাধক; কারণ (দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত) মিলিত হইয়া কার্য্য করাই চিত্তের স্বভাব।

যদ্যপি অনন্ত প্রকারের ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও বাসনা বশতঃ সুখাদির আশ্রয় হওয়াতে চিত্তকে ভোক্তৃতুল্য বলিয়াই মনে হয়, তথাপি চিত্ত পরার্থ—পরের অর্থাৎ নিরুপচরিত বিশুদ্ধ চিৎস্বভাব পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে; এই কারণে, তাহা (চিত্ত) ভোগ্যই, ভোক্তা নহে ইহাই অভিপ্রায়। কিরূপে সেইরূপ সিদ্ধান্ত হইল? "সংহত্যকারিত্বাৎ"। দেহেন্দ্রিয়াদি সহকারিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভোগাদি কার্য্য সম্পাদন করাই চিত্তের স্বভাব, এই হেতু চিত্ত পরার্থ। যাহা (অপরের সহিত) মিলিত হইয়া কার্য্যকারী হয়, তাহা পরার্থ অর্থাৎ তাহা অপরের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করে; যেমন গৃহাদি। গৃহ স্তম্ভাদির সহিত মিলিত হইয়া নিজেই গৃহে বাস করে না, কিন্তু তাহা পরের জন্য —'বিষ্ণুমিত্র' প্রভৃতি লোকের জন্য (হইয়াথাকে)। এইরূপ সত্ত্বাদি গুণসকলও অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে পরিণত সত্ত্বাদিগুণগণ পরার্থসাধন করিয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। এই কারণে তাহারা পুরুষের শেষ বা অঙ্গরূপ বলিয়া, তাহাদিগকে গুণ বলে। আরও দেখ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে,—সত্ত্বাদি গুণগণ (পক্ষ*)—পরার্থ (সাধ্য*)—যেহেতু তাহারা সংহত্যকারী বা মিলিত হইয়া কার্য্যকারী (হেতু*); যেমন গৃহ (দৃষ্টান্ত)। এই প্রকারে হেতুর পক্ষধর্ম্মতা দেখিয়া—সংহত্যকারিতারূপ ধর্ম্ম, "পক্ষে" সত্ত্বাদিগুণে বিদ্যমান্ দেখিয়া, গুণত্রয় দ্বারা অস্পৃষ্ট, শুদ্ধ, নিষ্কল, পরিপূর্ণ, স্বার্থ (অপর কাহারও প্রয়োজনের

অসাধক) চিন্মাত্র, এক মুখ্য (পুরুষ) সিদ্ধ হয়। কেননা যে যাহার ভোক্তা সে তদ্দ্বারা অসংহত—তাহা হইতে পৃথক্, যেমন গৃহস্বামী গৃহ হইতে পৃথক্—এইরূপে "ব্যাপ্তি" * প্রদর্শিত হইতে পারে। আর গুণভোক্তাও অপরের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিদ্যমান্ নহে ; যেহেতু শ্রুতিবচন রহিয়াছে **"পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ" (কঠ উঃ)**১।৩।১১ পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেইহেতু, গুণময়ী বুদ্ধি যাহার ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া থাকে, এবং সুখাদি যাহাকে অনুকূল ও দুঃখাদি যাহাকে প্রতিকূল করিতে পারে, এইরূপ ভোক্তা যে আছেন, ইহা সিদ্ধ হইল।

এ পর্য্যন্ত সূত্রসকলের দ্বারা জন্ম, ঔষধি প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধিলাভ, নানাবিধ চিত্তের মধ্যে মোক্ষোপযোগি চিত্তের নির্দ্ধারণ, কর্ম্মবাসনার সবিস্তারে বর্ণনা এবং বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা, প্রতিপাদন পূর্ব্বক পরলোকাদিপ্রপঞ্চ এবং পরলোকগামী ভোক্তারও অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে কৈবল্য নিরূপণ করিবার জন্য, সেই কৈবল্যের যোগ্য অধিকারী কে, তাহাই দেখাইতেছেন।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

বিশেষদর্শিনঃ আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ (ভবতি)।

যিনি বিশেষদর্শী, অর্থাৎ "আমি চিত্ত হইতে ভিন্ন চিন্মাত্র পুরুষ" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহারই চিত্তে আত্মভাবনার বা "আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি" ইত্যাদিরূপ আত্মভাবনার (আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছার) সম্যক্ নিবৃত্তি হয়।

পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতির বলে, কোন কোনও উৎকৃষ্ট পুরুষের চিত্তে আত্মস্বরূপ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়। সেই জিজ্ঞাসা এইরূপ—আমি কে ছিলাম, কাহার ছিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার দ্বারা সেই অধিকারী পুরুষের 'আমি বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, কেবল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ'—এইরূপ বিশেষদর্শন ঘটে। এইরূপ বিশেষদর্শন হইলে, তাঁহার আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জিজ্ঞাসা সম্যক্ প্রকারে নিবৃত্ত হয়। কেননা প্রতি ইচ্ছাই আপনার (ঈপ্সিত) বস্তু লাভ করিলেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু যে নাস্তিক পুরুষের,

---

* "রত্নপিটক" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকের" ১২৫ পৃষ্ঠায় (খ) পরিশিষ্টে "অনুমান প্রমাণ নিরূপণে" 'পক্ষ' 'সাধ্য' 'হেতু' 'দৃষ্টান্ত' 'ব্যাপ্তি' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দেহ কিম্বা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন অন্য ভোক্তা নাই, এইরূপে দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুতে আত্মভাবনা (আমি বলিয়া বোধ) দৃঢ় হইয়া থাকে, সেই নাস্তিক পুরুষ অনধিকারী ; যাঁহার তত্ত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা জন্মে, তিনিই অধিকারী ; ইহাই সূত্রের অভিপ্রায়।

শঙ্কা—ভাল, সেইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর 'বিশেষদর্শন' ঘটিবার পর চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয় ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন ঃ—

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

তদা চিত্তম্ বিবেক নিম্নম্ কৈবল্য প্রাগ্‌ভারম্ (ভবতি)।

সেই কালে অর্থাৎ বিশেষ দর্শন ঘটিলে, চিত্ত বিবেকপ্রবণ ও কৈবল্যলাভোৎসুক হইয়া আত্মধ্যানে রত হয়।

পূর্ব্বে যখন বুদ্ধি প্রভৃতিকে আত্মা বা আমি বলিয়া ভ্রম হইত, তখন যে চিত্ত, বিষয়নিম্ন অর্থাৎ সংসারাভিমুখ ছিল, তাহা (সেই যোগিচিত্ত) এক্ষণে (বিশেষদর্শন ঘটিলে) পূর্ব্বোক্তরূপ ভ্রমের অবসান হওয়াতে, 'বিবেকনিম্ন' হয়। 'বিবেক' শব্দে দৃক্ পদার্থের ও দৃশ্য পদার্থের ভেদ বুঝায়। সেই 'বিবেক' হইয়াছে 'নিম্ন' অর্থাৎ আলম্বনভূমি যাহার তাহাই বিবেকনিম্ন ; অর্থাৎ বিবেকনিষ্ঠ ; বিবেকনিষ্ঠ হয় বলিয়া তাহা "কৈবল্যপ্রাগ্‌ভার" হয়, কৈবল্য হইয়াছে প্রাগ্‌ভার বা অবধি যাহার তাহা কৈবল্যপ্রাগ্‌ভার, অর্থাৎ (সেই চিত্ত) কৈবল্য ফলাবসান হইয়া,—কৈবল্যরূপ ফললাভে চরিতার্থ হইবার জন্য, ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানে রত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য।

শঙ্কা—ভাল, এইরূপ চিত্তের 'আমি,' 'আমার' ইত্যাদিরূপ ব্যুত্থানপ্রত্যয় কেন হয় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

তচ্ছিদ্রেষু সংস্কারেভ্যঃ প্রত্যয়ান্তরাণি (ভবন্তি)।

প্রসংখ্যানে রত চিত্তের প্রসংখ্যানের বিরামাবস্থায়, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ 'অহং' 'মম' ইত্যাদিরূপ বিভিন্ন প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে। যিনি বিবেকখ্যাতিরূপ প্রসংখ্যানে অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতা পরিস্ফুটনরূপ তত্ত্বাভ্যাসে নিরত থাকেন, তাঁহার ব্যুত্থানসংস্কারসকল দিন দিন ক্ষয় পাইতে থাকিলেও, সেই তত্ত্বাভ্যাসে যে সকল ছিদ্র বা স্বল্পক্ষণস্থায়ী বিরাম ঘটে, সেই বিরামাবসরে অভিব্যক্ত ব্যুত্থানসংস্কার

হইতে 'আমি,' 'আমার' ইত্যাদিরূপ ব্যুত্থানপ্রত্যয় (তাঁহার চিত্তে) উঠে। ইহাই সূত্রার্থ।

শঙ্কা—ভাল, প্রসংখ্যান বা তত্ত্বাভ্যাস যখন চলিতে থাকে, তখন ফলোৎপাদনের জন্য বা কোনও কার্য্যোপলক্ষে ব্যুত্থান সংস্কার সকল (ব্যুত্থানপ্রত্যয়রূপে) উঠিলে, তাহাদের পরিহারের উপায় কি?

এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

এষাম্ হানম্ ক্লেশবৎ উক্তম্।

এই সকল ব্যুত্থানপ্রত্যয়কে ক্লেশ পরিহারের মতই পরিত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে।

অবিদ্যা, রাগ (আসক্তি) প্রভৃতি ক্লেশ সকলকে ক্রিয়াযোগ দ্বারা ক্ষীণ করিলেও, তত্ত্বাভ্যাসের ছিদ্রাবসরে তাহারা প্রসার লাভ করে। তাহা করিলে, তাহাদিগকে বিবেকাভ্যাসরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হয়; তাহা হইলে তাহারা চিত্তে আর সংস্কার প্রসব করেনা। সেইরূপ বিবেকখ্যাতি যতদিন না পরিপাক লাভ করে ততদিন ব্যুত্থান সংস্কার সকলও অন্য প্রত্যয় উৎপাদন করিতে থাকিলে, তাহাদিগকে ঠিক পূর্ব্বোক্তরূপেই পরিপক্ক প্রসংখ্যানাগ্নি দ্বারা দগ্ধরূপ বীজভাব পাওয়াইতে হয়। তাহা হইলে তাহারা সংস্কারপ্রসবরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করে। এইরূপে তাহাদের পরিহার, ক্লেশপরিহারের ন্যায়; এইরূপ বুঝিতে হইবে।

প্রসংখ্যান দ্বারা ব্যুত্থানের নিরোধ করিতে হয়, তাহা এইরূপে বলিয়া, সেই প্রসংখ্যানকেও নিরোধ করিবার উপায় বলিতেছেন; কেন না নির্বীজ যোগের সহিত তুলনায় সেই প্রসংখ্যানও এক প্রকার ব্যুত্থান।

**প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা
বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥**

প্রসংখ্যানে অপি অকুসীদস্য (রাগ শূন্যস্য) সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ (ভবতি)।

পূর্ব্বোক্ত প্রসংখ্যানে বা বিবেকজনিত সিদ্ধিতে আসক্তিশূন্য হইলে যে পূর্ণ বিবেকখ্যাতি হয় তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি।

ষড়বিংশতি তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন, তদ্বিষয়ক যে উপলব্ধি জন্মে, সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব প্রভৃতি, সেই উপলব্ধির অবান্তর ফল

সেই উপলব্ধির নামই প্রসংখ্যান ; তাহাতেও যিনি অকুসীদ বা রাগশূন্য ; 'কুৎসিতেষু সীদতি ইতি কুসীদঃ,' জঘন্য বস্তুতে অর্থাৎ বিষয়ভোগে, উপবিষ্ট অথবা অবসন্ন, হয় বলিয়া 'কুসীদ' শব্দের অর্থ রাগ বা আসক্তি,—অতএব সেই আসক্তিশূন্য অধিকারীর সম্পূর্ণরূপেই বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপ "ধর্ম্মমেঘ" নামক সমাধি হয়। সেই সমাধির উক্তরূপ "ধর্ম্মমেঘ" নাম হইবার কারণ এই যে তাহা "অশুক্লকৃষ্ণ" (কৈবল্যপাদ, ৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য) ধর্ম্মকে অর্থাৎ কৈবল্যফলকে মেহন অর্থাৎ বর্ষন করে। প্রসংখ্যানে বৈরাগ্যবশতঃ 'ধর্ম্মমেঘ' উৎপন্ন হইলে, পরবৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সেইহেতু প্রসংখ্যানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই তাৎপর্য্য।

এইরূপ ক্রম স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ (ভবতি)।

তাহা হইতে ক্লেশ (সাধনপাদের ৩য় সূত্র দ্রষ্টব্য) ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

"ততঃ" সেই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হইতে অবিদ্যাদি পাঁচটি ক্লেশ, তাহাদিগের সংস্কার এবং তন্মূলক (পুণ্য ও অপুণ্য) কর্ম্মসমূহের নিবৃত্তি হয়—ইহাই সূত্রার্থ।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ং অল্পং (ভবতি)।

তখন সমস্ত আবরণমল অপগত হয় বলিয়া, জ্ঞান অনন্ত হয়, এবং সেইহেতু জ্ঞেয় অল্প হইয়া যায়।

চিত্তকে আবরণ করে বলিয়া, রজস্তমোময় ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ মলসমূহকে আবরণ বলা হয়। সেই 'সর্ব্ব' আবরণ ও মল—(কর্ম্মধারয় ও দ্বন্দ্ব সমাস) সর্ব্বাবরণমলসমূহ, তাহাদিগের দ্বারা 'অপেত,'—ধর্ম্মমেঘধ্যানের অভ্যাসহেতু পরিত্যক্ত, 'জ্ঞানস্য'—শুদ্ধবুদ্ধিরূপ আলোকের, "আনন্ত্যাৎ"—অসীমতা হেতু, "জ্ঞেয়ম্"—চেতন ও অচেতনরূপ সমুদয় জ্ঞেয়বস্তু, 'অল্পং ভবতি'—হ্রাস পাইয়া থাকে। যেমন শরৎকালে, নিরবচ্ছিন্ন মেঘাদিমল হইতে নির্ম্মুক্ত আকাশে যখন চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উদিত হন, তখন সূর্য্যের সেই সর্ব্বদিক্‌প্রকাশকারী প্রদ্যোতমান আলোকরাশিতে ঘটাদি প্রকাশ্য বস্তুর সংখ্যা অল্প হইয়া যায় অর্থাৎ এরূপ বস্তু অতি অল্পই থাকে, যাহা শরৎকালীন সূর্য্যের নির্ম্মল প্রকাশে প্রকাশিত না হয়। সেইরূপ ধর্ম্মমেঘধ্যান দ্বারা চিত্ত হইতে

অবিদ্যা প্রভৃতি মল বিদূরিত হইলে বুদ্ধিসত্ত্ব বা জ্ঞানের নির্ম্মল আলোকে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা অগোচর থাকিতে পারে? ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে ধর্ম্মমেঘ নামক (ধ্যানের) চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল। অতএব 'ধর্ম্মান্' ধর্ম্মসমূহকে অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুকে 'মেহতি' (বর্ষণ করে) প্রকাশিত করে এইরূপ ব্যুৎপত্তিক্রমেই 'ধর্ম্মমেঘ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ জ্ঞেয়বস্তু, তাহা 'ধ্রিয়ন্তে'—অবধ্রিয়ন্তে—নিশ্চিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

এইহেতু বলিতেছেন এই ধর্ম্মমেঘের পরিপাকরূপ জ্ঞানের প্রসন্নতা (নির্ম্মলতা), সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত পুরুষকে (আত্মাকে), করতলে স্থাপিত আমলকী ফলের ন্যায় (যোগীর) প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয় এবং প্রকৃতির বিকারস্বরূপ, জড়, অবিশুদ্ধ, যাবতীয় দৃশ্য বিষয়ের মধ্যে অশুদ্ধি,নশ্বরতা প্রভৃতি দোষ সকলকে,নির্ম্মলসলিলান্তর্গত মৎস্যরাজির ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সেইরূপে যখন তাহা চিত্তরূপ তপস্বীকে নির্ব্বীজ যোগ অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ রত্ন পাওয়াইয়া দেয়, তখন তাহার 'পর-বৈরাগ্য' এই নাম হয়। ৩১।

শঙ্কা—ভাল, বুঝিলাম এই পরবৈরাগ্য ক্লেশসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, শুভ ও অশুভ কর্ম্মাশয় সমূহকেও সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলেও গুণত্রয় ত' স্বভাবতঃ পরিণামশীল, তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পরিণামক্রম সেই (পরবৈরাগ্যপ্রাপ্ত) পুরুষ সম্বন্ধেও চলিতে থাকুক; এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন :—

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্॥ ৩২॥

ততঃ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ (ভবতি)।

তদনন্তর (জ্ঞানের অনন্ততালাভ হইবার পর) গুণত্রয় (ভোগ ও বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া) চরিতার্থ হইলে, তাহাদের বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়।

'ততঃ'—তদনন্তর, অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘের ফলরূপে যে পরবৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই পরবৈরাগ্যস্বরূপে অনন্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর, "গুণানাম্ পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ"—

* আশুবোধ ও দামোদর উভয় সংস্করণেই পাঠ—"অতএব ধর্ম্মা, ন চ ধ্রিয়ন্তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।" এইরূপ। ঢুণ্ডিরাজশাস্ত্রিধৃত পাঠ—"অতএব ধর্ম্মান্, অবধ্রিয়ন্তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা, সর্ব্বান্ এব জ্ঞেয়ান্ মেহতি প্রকাশয়ত্যপি ধর্ম্মমেঘ ইত্যাহ"—এই পাঠই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারেই অনুবাদ করা হইল।

ভোগ ও বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থ সাধনের পূর্ব্বে গুণত্রয়ের যে পরিণাম হইত, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে অনুলোমক্রমে মহৎতত্ত্ব হইতে ঘট পর্য্যন্ত, এবং প্রলয়কালে প্রতিলোমক্রমে ঘট মৃত্তিকায়, মৃত্তিকা জলে, জল তেজে, ইত্যাদিরূপে পরিণামের যে ক্রম ছিল, তাহার পরিসমাপ্তি হয়, পুরুষের প্রতি; কেননা গুণত্রয় পুরুষের অর্থ-সাধক-ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন সাধক। পুরুষার্থ অনাগতাধ্বা—ভবিষ্যদ্দর্শে অপ্রাপ্ত—হইয়া থাকিলেই তাহা গুণত্রয়ের প্রবর্ত্তক ; (কিন্তু) সেই পুরুষার্থ, কৃত-নিষ্পাদিত,—সাধিত হইলে পর, গুণত্রয় ক্ষণকালমাত্রও থাকিতে পারে না। ইহাই অভিপ্রায় ।৩২।

এক্ষণে 'ক্রম' শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্রমঃ ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ (পদার্থঃ ভবতি)।

'ক্রম' ক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হয়, এবং পরিণামের শেষ অবধি (সীমা) দেখিয়া তাহার অবধারণ করিতে হয়।

ক্ষণ সকল কালাংশ বিশেষ ; ('কলাংশ' পাঠে কলা ১ মিনিট, অথবা ৪৮ সেকেণ্ড, অথবা ৮ সেকেণ্ড সময়, তাহার অংশ), তাহাতে যিনি বুদ্ধিকে সমাহিত করেন, তিনি 'ক্রম' উপলব্ধি করিতে পারেন। সূত্রে "ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রমঃ," যাহা 'ক্ষণপ্রতিযোগী" তাহাই ক্রম, এইরূপে ক্রমের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ক্ষণদ্বয় যাহার প্রতিযোগী বা নিরূপক তাহাই ক্ষণপ্রতিযোগী। এইরূপে ক্ষণিক পরিণামের ক্রম বুঝিতে হইবে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন "পরিণামাপরান্ত-নির্গ্রাহ্যঃ''পরিণামের শেষ অবধি (সীমা) দেখিয়া তাহার অবধারণ করিতে হয়। মৃত্তিকায় পিণ্ড, ঘট,কপাল (খোলা), চূর্ণ ও কণা এইরূপ যে সকল পরিণাম প্রত্যক্ষ হয়, তন্মধ্যে পূর্ব্ব সীমায় পিণ্ড এবং শেষ সীমায় কণা,এইরূপে প্রথম ও শেষ অবধি ধরিয়া ক্রমের নিশ্চয় করিলে,'ক্রম' ধারণার যোগ্য হয়। পিণ্ডের অনন্তর ঘট,এইরূপে এস্থলে ক্রম প্রত্যক্ষ হয়। কোনও স্থলে, (যেমন অতীব যত্নে রক্ষিত বস্ত্রাদিতে) পুরাণতা দেখিয়া এইরূপে ক্রমের অনুমান করিতে হয়, যথা—প্রথম অবধিতে (সীমায়) নবত্ব পরিণাম, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ক্ষণে, সূক্ষ্মতম পুরাণতা জন্মিল,তৃতীয় ক্ষণে তাহা সূক্ষ্মতর হইল,চতুর্থ ক্ষণে তাহা সূক্ষ্ম হইল,পঞ্চম ক্ষণে তাহা স্থূলতর, তদনন্তর স্থূলতম হইল, এইরূপ ভেদ বুঝিয়া নবত্বের পর সূক্ষ্মতম পুরাণতা তদনন্তর সূক্ষ্মতর পুরাণতা, এইরূপ ক্রম ; ইহাই তাৎপর্য্য। 'ভাল, এই যে ক্রম ইহা কি কেবল অনিত্য বস্তুতেই হয় অথবা নিত্য বস্তুতেও হয়?' যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, তাহা হইলে বলিব নিত্য বস্তুতেও সেইরূপ ক্রম হয়। তন্মধ্যে নিত্য

বস্তু দ্বিবিধ, কূটস্থনিত্য—পুরুষ ; পরিণামী নিত্য—গুণ। যে ধর্ম্মিবস্তুতে ধর্ম্ম,লক্ষণও অবস্থা দ্বারা পরিণাম হইলেও তাহার স্বরূপের বিনাশ হয় না, তাহার সেই নিত্যতাকে পরিণামিনিত্যতা বলা হয়। তন্মধ্যে বুদ্ধি প্রভৃতি অনিত্য ধর্ম্মিবস্তুতে আসক্তি প্রভৃতি পরিণামের যে ক্রম দেখা যায়, সেই ক্রমে যেমন পূর্ব্বসীমা আছে, সেইরূপ শেষ সীমাও আছে ; সেই শেষ সীমা পুরুষসাক্ষাৎকার। এইরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম্মিবস্তুতে সেই ক্রম পূর্ব্বোত্তর-অবধিবিশিষ্ট। পরিণামি নিত্য গুণত্রয়ে সেই পরিণামক্রমের অবধি নাই। মুক্ত পুরুষদিগের প্রতি সেই পরিণাম শান্ত হইয়া যাইলেও, বদ্ধপুরুষদিগের প্রতি তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান্ থাকে।

শঙ্কা—ভাল, সকল পুরুষেরই মুক্তি হইবে কি না? যদি বলেন সকলেরই মুক্তি হইবে, তাহা হইলে প্রধানে (প্রকৃতিতে) যে পরিণাম দৃষ্ট হয়, তাহা সাবধিক (অবধিবিশিষ্ট) হইয়া পড়ে। আর যদি বলেন, সকল পুরুষের মুক্তি হইবে না, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, প্রশ্ন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা একান্ত-বচনীয়, বিভজ্য বচনীয় ও অবচনীয়।

তন্মধ্যে প্রথমোক্তের অর্থাৎ 'একান্তবচনীয়ের' দৃষ্টান্ত—'এই যে সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে তাহারা কি মরিবে?' এইরূপ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর একান্তবচনীয় ; নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক অবধারণ করিয়া বলা যাইতে পারে "হাঁ মরিবে"। কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ; সেই প্রশ্নকে বিভাগ করিলে,তবে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইবে, সেই মুক্ত হইবে, অন্যে নহে। এইরূপ হইলেই, জীব অনন্ত বলিয়া এবং পুরাণাদিতে সৃষ্টিও প্রলয়ের অনন্ততার কথা শুনা যায় বলিয়া, সকলেরই মুক্তি হইবে না। তৃতীয় প্রকার প্রশ্নের দৃষ্টান্ত—প্রকৃতির পরিণামক্রম সমাপ্ত হইবে কিনা? এই প্রশ্নের, (categorically) উত্তর দেওয়া অসম্ভব ; কেন না নিয়ম করিয়া (হাঁ অথবা না বলিয়া) ইহার উত্তর অবধারণ করা যাইতে পারে না। কিম্বা প্রশ্নটিকে ব্যাকরণ অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিয়া এইরূপে উত্তর দিতে হইবে। কুশল পুরুষের পক্ষে অর্থাৎ যিনি বিষয়বৈরাগ্য সহকারে বিবেকজ্ঞান সাধন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, এই সংসারক্রমের অন্ত আছে ; যিনি সেইরূপ কুশল নহেন, তাঁহার পক্ষে সংসারক্রমের অন্ত নাই। সেইহেতু নিরন্তর পরিণামশীল অথচ নিত্য, গুণত্রয়ে ক্রমবিশিষ্ট পরিণামের ভেদ দেখিয়া, ক্রম আছে বলিয়া অবধারণ করা যায় ; কূটস্থ নিত্য পুরুষ সমূহে সেই ক্রম,

বুদ্ধি প্রভৃতির পরিণামভেদ বশতঃ আরোপিত হয় বলিয়া, তাহা কল্পিত; তাহা বাস্তব নহে; সেই হেতু উক্তরূপ সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ।

এক্ষণে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য যোগের ফল যে কৈবল্য, তাহারই স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণাণাম্ প্রতিপ্রসবঃ কেবল্যম্ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিঃইতি।

ভোগাপবর্গের পরিসমাপ্তিতে কার্য্যকারণাত্মক গুণত্রয়ে প্রলয়ই (বিকারের অনুৎপত্তিই), কৈবল্যের স্বরূপ। তাহারই নামান্তর স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তি।

'গুণানাম্'—বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে পরিণত গুণত্রয়, ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে, তাহাদিগের, 'প্রতিপ্রসবঃ'—প্রতিলোম ক্রমে প্রসব বা প্রলয় হয়, অর্থাৎ ব্যুত্থানসংস্কার, সমাধিসংস্কার এবং পরবৈরাগ্য সংস্কার সকল, মনে বিলীন হইয়া যায়; মন অস্মিতায়, অস্মিতা মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব গুণত্রয়ে, বিলীন হইয়া যায়; এইরূপ যে 'প্রলয়' তাহা প্রধানের বা প্রকৃতির "কৈবল্য", তাহা উপচারক্রমে পুরুষ বিশেষের কৈবল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। 'বা'—অথবা; "চিতিশক্তি"—চৈতন্যস্বভাব পুরুষবিশেষ; 'স্বরূপ প্রতিষ্ঠা'—কেবল নিজরূপেই, প্রকৃষ্টরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অনর্থের সহিত পুনরায় আত্যন্তিক বিয়োগ হওয়ায়, নিত্য, সদাশুদ্ধ, অসঙ্গ, প্রকাশস্বভাব পুরুষের 'কেবলতা'-স্বস্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। ইহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধান্ত। সূত্রস্থ 'ইতি' শব্দ শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত ॥ ৩৪ ॥

ইতি কৈবল্য পাদ সমাপ্ত।

পাতঞ্জল দর্শন সমাপ্ত।

যদ্বাগপ্রবণ * প্রপত্তিদহনঃ সদ্যোঽস্তরায়াটবীং
দগ্ধ্বা স্বাত্মনি বোধদীপমচলং সূতে তমঃপাটনম্।
যত্র ন্যস্তসমস্তকর্ম্ম জনয়েদ্যোগং তদঙ্গং বিনা
বন্দে সিদ্ধিভুবং তমীশমনিশং কৈবল্যদং রাঘবম্ ॥

বাগ্ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইয়া—মৌন ভাবে অর্থাৎ বাক্যদ্বারা কোনও বাঞ্ছিত বস্তুর জন্য আবেদন না করিয়া, যাঁহার কেবল শরণাপন্ন হইলে, সেই আশ্রয়গ্রহণরূপ

* "যদ্বাগপ্রণবপ্রপত্তিদহনঃ" পাঠ করিলে—'অপ্রণবানাং'—বেদে অনধিকারী ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজীবের 'প্রপত্তিঃ,—শরণাগতিরূপ, 'দহনঃ'—অগ্নি—এইরূপ কষ্টকল্পিত অর্থ করিতে হয়।

অগ্নি, বিঘ্নের বনকে—অসংখ্য বিঘ্নকে, তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে,এবং সেইরূপে আত্মবিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারবিনাশন নিষ্কম্প বোধদীপ উৎপাদন করে, এবং যাঁহাতে অর্পিত সমস্ত কর্ম্মই, সপ্ত যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান বিনাই, সমাধি উৎপাদন করে, সেই সর্ব্বসিদ্ধিনিদান কৈবল্যপ্রদ, পরমেশ্বর রামচন্দ্রকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি।

যৎপ্রসাদলবঃ সূতে মোক্ষাদ্যাঃ সর্ব্বসম্পদঃ।
উমাধবং মহেশানং তং কাশীনিলয়ং ভজে॥

যাঁহার প্রসাদকণিকা মোক্ষ প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পদ প্রসব করে, সেই কাশীনিবাসী উমাপতি মহেশ্বরকে ভজনা করি।

ফণীন্দ্রসূত্রসম্বদ্ধা ব্যাসবাঙ্মণিভূষিতা।
মদ্বাঙ্‌মৌক্তিকী মালা স্যাৎ সদা রামপাদয়োঃ॥

শেষনাগাবতার পতঞ্জলিবিরচিত সূত্র লইয়া গ্রথিত, ভাষ্যকার ব্যাসদেবের বচনমণিবিভূষিত, আমার এই মণিপ্রভাটীকারূপ বচনমুক্তার মালা শ্রীরামচন্দ্রের চরণদ্বয়ে (অর্পিত হইয়া) চিরদিন বিরাজিত থাকুক।

ক্বাহং প্রমাদনিরতঃ ক্ব বাৎসল্যং গুরোরিদম্‌।
নূনং মহাত্মনাং দীনে স্বতশ্চিত্তং কৃপান্বিতম্‌॥

কোথায় আমার ন্যায় ভ্রমপ্রবণ শিষ্য, আর কোথায় বা গুরুদেবের এই স্নেহ, (যাহার সহায়তা পাইয়া আমি এই যোগমণিপ্রভা রচনা করিলাম)। (এতদুভয়ের অন্তর বিশাল।) মহাত্মগণের চিত্ত স্বভাবতঃই দীনজনের প্রতি কৃপান্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য
শ্রীরামানন্দসরস্বতী কৃত
সাংখ্য প্রবচনের*
যোগমণিপ্রভা টীকায় কৈবল্যপাদ নামক চতুর্থ পাদ সমাপ্ত হইল।
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়বিরচিত, যোগমণিপ্রভার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল।
পাতঞ্জল দর্শন সমাপ্ত।

---

* ব্যাসভাষ্যে পাতঞ্জলসূত্র সাংখ্যপ্রবচন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পাতঞ্জলদর্শনের

বর্ণানুক্রম সূত্রসূচী।

* বাচস্পতি, ভোজরাজ, ভাবাগণেশ ও নাগোজী—পাঠ করেন "প্রবৃত্তিভেদে" ইত্যাদি [ভাষ্যের পাঠও ঐরূপ]।

* সত্ত্ববাহ্যাভ্যন্তর ইত্যাদি পাঠও দেখা যায়।

———

শুদ্ধিপত্র

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	সঙ্গতযুক্তিষু	সঙ্গতিযুক্তিষু।
১৯	নযুজ্যতে	যুজ্যতে।
২৮	যোগশিক্ষা	যোগশিখা।
২৫	দেয়	দেন।
১০	অদৃষ্টকলক	অদৃষ্টফলক।
১৮	প্রাচান	প্রাচীন।
২৩	পারনা	পারিনা।
২৯	কর্থযোগসিদ্ধি	কর্ম্মযোগসিদ্ধি।
৪	শুক্রানি	শুক্রাণি।
৮	চঙ্‌মনা	চঙ্‌ক্রমণা।
১৭	শষ্পকানি	শষ্পকাণি।
১১	মনাগ্বরীয়ঃ	মনাগ্বরীয়ান্।
২৯	সার্ব্বভৌমমহাব্রত বর্ণন	মহাব্রতবর্ণন।
৩০	বিদিত্ত্বা	বিদিত্বা।
১০	বলিয়া বলিয়া	বলিয়া।
২৫	নিস্প্রয়োজনীয়তা	নিস্প্রয়োজনীয়তা।
২৭	ঊর্দ্ধেস্রোতস্ক	ঊর্দ্ধস্রোতস্ক।
১২	ইহতে	হইতে।
২৬	অসম্রমোষ	অসম্প্রমোষ।
২০	যোগীগণ	যোগিগণ।
১৭	পূর্ব্বেষাম্	স পূর্ব্বেষাম্।
৩১	ইদানিস্তন	ইদানীন্তন।
ফুট্‌নোটে	কর্ষাসম্পন্ন	কর্ষসম্পন্ন।
১৫	পরমাণ	পরমাণু।
১৮	সত্ত্বা	সত্তা।
ফুটনোট	বিশেষজ্ঞাম	বিশেষজ্ঞান।
,,	আয়	আর।
[illegible]	ষেতুর	হেতুর।
[illegible]	নির্জ্জীব	নির্বীজ।
[illegible]	ঐ	ঐ

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	স্থাত্যপ	স্থান্যপ।
[illegible]	সহ	সেই।
[illegible]	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ
৪২	২৮	অবিন্থ ক্ষেত্র
৪৭	১৫	বিমষ্ট
৪৭	২০	জন্ম
৪৮	৪	ছিলে
৪৮	১৩	তবতি
৫১	২৮	ক.?
৫৫	ফুটনোট	মার্জ্জনায়
৬৭	৯	তীর্য্যক্রূপে
৮১	৭	নির্বীজা
৮২	১৩	চিত্তষ্য
৮৬	১৭	দর্শনবর্জ্জিত
৯১	১৮	তস্মাৎ
৯২	ফুটনোট	ক্কতো
৯৪	হেডিং	মত্রাদতে
৯৪	৭	ঘোর
৯৪	১৯	হব্র মা
৯৪	ফুটনোট	নিষ্ঠুরভা
৯৫	১৯	সর্য্যে
৯৫	ফুটনোট	সীয়া
৯৬	কোনে	
৯৭	১৪	প্রাতিভা
৯৮	কোনে	ঐ
৯৯	কোনে	[পরকায়···]
১০০	১৩	যদ্বারা
১০১	কোনে [আকাশ···ক্ষয়ঃ]	
১০১	২৬	শ্রাবণ
১০২	২৪	স্বক্ষ্মান্বরার্থ
১০৭	১৬	মধুভূমিকা
১০৯	২৯	প্রকারবিষয়কা
১১৭	১১	তস্মাতাবলম্বি
১১৮	২৪	থাকো
১২৮	২০	বলিও
১২৯	১১	সন্বন্ধ
১৩০	৭	উপরোক্ত